REPORT OF MUID Choudry

ADMINISTRATIVE REFORM

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কতিপয় সরকারী অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা/অপ্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এনাম কমিটির সুপারিশসমূহ পুনঃ পরীক্ষা করার ব্যাপারে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন।

৩৫১·০০৯৩
বাংক
ক-২

জুলাই ১৯৮৯

Bangladesh Public Administration Training Centre Library
Savar
Dhaka
Estd. 1984

(M)

আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী
মহাপরিচালক,
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।

অনানুষ্ঠানিক **পত্র নং-রাস/পরি(প্রঃ ১)/১(১৬)/৮৯-২৬২,** **তারিখঃ** ৮ই শ্রাবণ, ১৩৯৬ বাং / ২৩শে জুলাই, ১৯৮৯ ইং

প্রিয় মহোদয়,

কতিপয় সরকারী বিভাগ/কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের ১২ই মার্চ ১৯৮৯ তারিখের রাস/পরি-১(প্রঃ)১(১৫)/৮৯-৮১(১০) নম্বর আদেশবলে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

২। কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে এনাম কমিটির সুপারিশসমূহ পুনঃ পরীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। খন্ডকালীন কমিটি হিসেবে যথাসাধ্য কাজ করার পরেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। এতদসংক্রান্ত অসুবিধাদি বিবেচনায় কমিটির সময়সীমা বাড়িয়ে ১২ই জুলাই, ১৯৮৯ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩। কমিটির মন্তব্য ও সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট সরকারের সদয় বিবেচনার জন্য এই সংগে পেশ করা হ'ল।

বিনীত

মুয়ীদ

(আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী)
কমিটির সভাপতি

জনাব এ, এইচ, এফ, কে, সাদেক
রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব

CONFINED
15 SEP

সূচীপত্র

Bangladesh Public Administration Training Centre Library Savar Dhaka Estd. 1984

পৃষ্ঠা

১। প্রথম অধ্যায়

কমিটির গঠন ও সুপারিশসমূহ .. .. .. ১—১০

২। দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিটি কর্তৃক বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষিত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরসমূহ ১১—৬০

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

জন বিভাগ

(১) জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল ১৩

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(২) প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ১৩

(৩) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর .. .. ১৪—১৫

(৪) আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ দপ্তর ১৬

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

রেলপথ বিভাগ

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো ১৭

(৬) রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর .. .. .. ১৭—১৮

(৭) পরিবহন সমন্বয় কমিটি ১৮—১৯

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(৮) বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর .. .. .. ১৯—২১

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(৯) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর .. .. .. ২১—২২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১০) উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৮ × আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তর ২৩—২৪

(১১) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) .. ২৪—২৬

(১২) বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড .. .. ২৬—২৭

পৃষ্ঠা

সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৩) কপিরাইট অফিস .. .. .. ২৭—২৮

কৃষি মন্ত্রণালয়

(১৪) কৃষি বিপনন অধিদপ্তর .. ২৮—২৯

(১৫) কৃষি তথ্য সার্ভিস .. .. .. ২৯—৩১

অর্থ মন্ত্রণালয়

(১৬) জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর .. .. .. ৩১—৩২

(১৭) শুল্ক মূল্যায়ন দপ্তর ৩৩

(১৮) আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী), ঢাকা .. ৩৩—৩৪

(১৯) আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী), চট্টগ্রাম .. ৩৩—৩৪

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(২০) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো .. .. .. ৩৪—৩৫

(২১) বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর .. ৩৫—৩৭

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

(২২) ৪ × কমিশনার অফিস .. .. .. ৩৭—৩৮

ঢাকা

চট্টগ্রাম

খুলনা

রাজশাহী

(২৩) কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট .. .. .. ৩৯—৪০

(২৪) সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর .. .. ৪০—৪২

(২৫) জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের অফিস .. ৪২—৪৩

পৃষ্ঠা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(২৬) সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর ৪৩

(২৭) মুখ্য আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ৪৪

(২৮) কয়লা দপ্তর ৪৫

(২৯) পণ্য প্রতীক নিবন্ধক ও কৃতি স্বত্ব অধিদপ্তর .. ৪৫—৪৬

(৩০) পণ্য মূল্য বিপনন তথ্য অধিদপ্তর .. .. ৪৬—৪৭

(৩১) কৃষি পণ্য বিপনন ও শ্রেণী বিন্যাস দপ্তর ৪৭

পাট মন্ত্রণালয়

(৩২) পাট পণ্য পরিদর্শন অধিদপ্তর ৪৮

বস্ত্র মন্ত্রণালয়

(৩৩) বস্ত্র দপ্তর .. .. ৪৯—৫০

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

(৩৪) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস .. .. ৫০—৫১

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়

(৩৫) নিবন্ধন দপ্তর .. .. ৫১—৫৩

পূর্ত মন্ত্রণালয়

(৩৬) গণপূর্ত অধিদপ্তর .. .. .. ৫৪—৫৫

(৩৭) গৃহসংস্থান অধিদপ্তর .. .. .. ৫৫—৫৬

(৩৮) গৃহ পত্তন কমিশনারের দপ্তর .. .. ৫৬—৫৭

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(৩৯) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর .. .. .. ৫৭—৫৮

(৪০) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো .. .. ৫৭—৫৮

(৪১) ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর ৫৯

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৪২) হজ্জ অফিস, চট্টগ্রাম .. .. .. ৫৮—৬০

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ক রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের কমিটি গঠন সংক্রান্ত আদেশ .. পরিশিষ্ট–ক

(১) পত্র সংখ্যা রাস/পরি–১(প্রঃ)–১(১৫)/৮৯–৮১(১০) তারিখ ১২–৩–৮৯

(২) পত্র সংখ্যা রাস/পরি–১(প্রঃ)–১(১৬)/৮৯–৯৬(৮) তারিখ ২২–৩–৮৯

খ কমিটির প্রশ্নমালা .. .. .. পরিশিষ্ট–খ

গ কমিটি কর্তৃক পরীক্ষিত দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের তালিকা পরিশিষ্ট–গ

ঘ অবলুপ্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের তালিকা .. পরিশিষ্ট–ঘ

ঙ সুপারিশকৃত একীভূত দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের তালিকা পরিশিষ্ট–ঙ

চ কতিপয় দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোঃ পরিশিষ্ট–চ–১০ (T O & E)

(১) জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল .. পরিশিষ্ট–চ

(২) ৪ × আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তর, উচ্চ শিক্ষা, অধিদপ্তর পরিশিষ্ট–চ–১

(৩) জাতীয় আরকাইভস, কপিরাইট ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর পরিশিষ্ট–চ–২

(৪) ৪ × বিভাগীয় কমিশনারের অধিদপ্তর .. পরিশিষ্ট–চ–৩

(৫) আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর .. পরিশিষ্ট–চ–৪

(৬) পরিদর্শন অধিদপ্তর .. .. .. পরিশিষ্ট–চ–৫

(৭) রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড মার্ক, প্যাটেন্ট ও ডিজাইন অধিদপ্তর পরিশিষ্ট–চ–৬

(৮) নিবন্ধন দপ্তর .. .. .. পরিশিষ্ট–চ–৭

(৯) গণপূর্ত অধিদপ্তর .. .. .. পরিশিষ্ট–চ–৮

(১০) স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর .. .. পরিশিষ্ট–চ–৯

(১১) শুল্ক মূল্যায়ন দপ্তর .. .. .. পরিশিষ্ট–চ–১০

ছ শ্রেণীভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত উদ্বৃত্ত পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ .. পরিশিষ্ট–ছ

মন্ত্রিপরিষদের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে বিভিন্ন সরকারী কার্যক্রম/বিভাগের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং এনাম কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনাকল্পে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় কর্তৃক ১২-৩-১৯৮৯ তারিখে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয় একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১। আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, ... চেয়ারম্যান
যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(বর্তমানে মহাপরিচালক, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়)।

২। বি, আর, চৌধুরী, ... সদস্য
যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৩। লেঃ কঃ মফিজুর রহমান, পি এস সি, ... সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ আর্মী।

৪। আবদুল কুদ্দুস, ... সদস্য
উপ-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৫। মুহম্মদ আবু তাহের খান, ... সদস্য-সচিব
পরিচালক, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।

২। **কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ**

ক কমিটি যেরূপ মনে করবে সেইরূপ অফিসসমূহ পরিদর্শন করবে।

খ কমিটি সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা এবং অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের সংগে আলোচনা করবে এবং রেকর্ড পত্র ও দায়িত্বাবলী (চার্টার অব ডিউটিজ) পরীক্ষা করবে।

গ কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট যে কোন অফিসের প্রয়োজনীয় রেকর্ড পরীক্ষা করবে।

ঘ কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন অফিসের বিলুপ্তিকরণ অথবা কোন অফিসের সংগে একীভূত করার পরামর্শ প্রদান করবে এবং সে অফিসের কার্যপরিধি সংকোচনের সুপারিশসহ জনবল ও আনুষংগিক সরঞ্জামাদি হ্রাসকরণেরও পরামর্শ দিবে।

কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং তিন মাসের মধ্যে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩। পরবর্তীকালে কাজের সুবিধার জন্য কমিটি দু'জন সদস্য কো-অপ্ট করে। তাঁরা হচ্ছেন—

ক মেজর এ, বি, এম, রুহুল আমীন সিদ্দিক (অবঃ),
সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিষ্ট,
লোক প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

খ এ, কে, এম, দেলওয়ার হোসেন,
সিনিয়র এ্যাসাইনমেন্ট অফিসার,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

এই দু'জন কর্মকর্তা এনাম কমিটির সংগে জড়িত ছিলেন। তাই তাঁদের অভিজ্ঞতা কমিটির কাজে সহায়ক হবে বলে বিবেচনা করে তাঁদেরকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করা হয়।

৪। কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সকলেই নিজ নিজ পদের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে কমিটির কাজ করতে হয়েছে। তাই সাধারণতঃ অপরাহ্নে বা রাতে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কমিটি কাজ শুরু করার অব্যবহিত পরে রমজান মাস শুরু হওয়ায় এবং কমিটির চেয়ারম্যান দু'দফায় সরকারী কাজে দেশের বাইরে যাওয়ায় আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যথাসময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয় বিবেচনা করে সরকার কমিটির কার্যকাল আরও একমাস বাড়িয়ে ১২-৭-১৯৮৯ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে।

৫। কমিটির টার্মস অব রেফারেন্সের বর্ণনা ছাড়াও কমিটি গঠনের পটভূমি সম্পর্কে জানার জন্য এবং দায়িত্ব, কার্যাবলী ও পরিধি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য কমিটি গত ১৮-৩-১৯৮৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব জনাব এ, এইচ, এফ, কে, সাদেক-এর সংগে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

৬। কমিটি মোট ১৮০টি দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা বিতরণ করে। প্রশ্নমালাগুলো পূরণ করে ২ (দুই) সপ্তাহ সময়ের মধ্যে কমিটির নিকট প্রেরণ করার অনুরোধ জানান হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৪৯টি দপ্তর/অধিদপ্তর সেগুলো প্রেরণে সক্ষম হয়। এক বা একাধিকবার তাগিদের পর অন্যান্য দপ্তর/অধিদপ্তরের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৭। গত ৪ মাসে কমিটি ১৮টি আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা সদর সফরের সময় কয়েকদফা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। তাছাড়া কমিটি জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী অফিসের প্রধান, বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী অফিসের প্রধান, কয়েকজন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধান, সচিব এবং মন্ত্রীর সংগে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। বিভিন্ন সরকারী অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের সংগেও আলোচনা হয় এবং তাঁদের পরামর্শ বিবেচনা করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে কমিটি ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পটুয়াখালী সফর করেছে।

৮। প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি সভায় মিলিত হয়ে কমিটি ৬৯টি দপ্তর/অধিদপ্তর চিহ্নিত করে কাজ শুরু করে। এরপর বিভিন্ন পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের সংগে এবং সেবাগ্রহণকারীদের সংগে আলোচনাক্রমে প্রতিটি দপ্তর/অধিদপ্তরের বিষয়ে পৃথক পৃথক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার আলোকে কমিটির সুপারিশ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৬৯টি দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের তালিকা পরিশিষ্ট 'গ' তে দেখান হ'ল।

৯। সময়ের আবর্তে কিছু কিছু সরকারী বিভাগের প্রয়োজনীয়তা লোপ পেয়েছে অথবা অন্য কোন বিভাগ/সংস্থা অনুরূপ দায়িত্ব পালন করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ঢাকা মশক নিবারণ সংস্থার দায়িত্ব বর্তমানে পুরোপুরিভাবে ঢাকা পৌরকর্পোরেশন পালন করছে। তাছাড়া মশক নিবারণ সংস্থার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন বর্তমান প্রেক্ষিতে আর সম্ভব হচ্ছেনা। এ জন্য এ বিভাগটি বিলুপ্ত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করছে। যে সমস্ত দপ্তর/অধিদপ্তর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

ক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

(২) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর

(৩) আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ দপ্তর

খ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

রেলপথ বিভাগ

(৪) বাংলাদেশ রেলপথ নব নিয়োগ ব্যুরো

(৫) রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

(৬) পরিবহন সমন্বয় কমিটি

গ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৭) উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৮×আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তর

(৮) বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

(৯) বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড

ঘ সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১০) কপি রাইট অফিস

ঙ কৃষি মন্ত্রণালয়

(১১) কৃষি বিপনন অধিদপ্তর

(১২) কৃষি তথ্য সার্ভিস

চ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১৩) মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর

ছ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১৪) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

(১৫) বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অফিস

জ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

(১৬) কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট

(১৭) জেলা গেজেটীয়ার সাধারণ সম্পাদকের অফিস

ঝ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(১৮) সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর

(১৯) কয়লা দপ্তর

(২০) পণ্যমূল্য ও বিপনন তথ্য অধিদপ্তর

(২১) কৃষি পণ্য বিপনন ও শ্রেণী বিন্যাস দপ্তর

ঞ পাট মন্ত্রণালয়

(২২) পাট পণ্য পরিদর্শন অধিদপ্তর

ট বস্ত্র মন্ত্রণালয়

(২৩) বস্ত্র দপ্তর

ঠ শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

(২৪) জেলা পর্যায়ের জনশক্তি কর্মসংস্থান অফিসসমূহ

ড পূর্ত মন্ত্রণালয়

(২৫) গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর

(২৬) গৃহ পত্তন কমিশনারের অফিস

ঢ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার

(২৭) ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর

এ বিলুপ্তির ফলে সরকারে প্রতি বছর গড়ে বেতন ভাতার ক্ষেত্রে প্রায় ২৫,৭০,২৬,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে। বিলুপ্তির ফলে প্রথম শ্রেণী ৭২০, দ্বিতীয় শ্রেণী ১৯১, তৃতীয় শ্রেণী ৫১৮২ এবং চতুর্থ শ্রেণী ১৫৫৭ নিয়ে মোট ৭৬৫০ পদ কমে যাবে। অনেক পদ খালি আছে বিধায় উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যা আরো কম হবে। প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিভিন্ন সরকারী বিভাগে উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আত্মীকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কমিটির এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে আর্থিক সাশ্রয় ছাড়াও জনবল সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

১০। কমিটি কতিপয় দপ্তর/অধিদপ্তরের কাজ অন্য কোন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার সংগে একীভূত করার সুপারিশ করছে। এরূপ বিভাগসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হ'লঃ

বর্তমান সংস্থা	যে সংস্থার সংগে একীভূত করার প্রস্তাব করা হ'ল।
ক **সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	
(১) কপিরাইট অফিস	আরকাইভস, কপিরাইট ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
খ **অর্থ মন্ত্রণালয়**	
(২) জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর	বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগঠনে একটি ইউনিট হিসেবে থাকবে।
(৩) আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী) ঢাকা ও চট্টগ্রাম	আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী) ঢাকা।
গ **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**	
(৫) কৃতি স্বত্ব দপ্তর (৪) পণ্য প্রতীক নিবন্ধকের দপ্তর	পণ্য প্রতীক নিবন্ধন ও কৃতি স্বত্ব অধিদপ্তর হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত থাকবে।
(৬) সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর	পরিদর্শন অধিদপ্তর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত থাকবে।
ঘ **কৃষি মন্ত্রণালয়**	
(৭) কৃষি তথ্য সার্ভিস	কৃষি তথ্য কোষ হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন থাকবে।
ঙ **মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়**	
(৮) মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর	(ক) মৎস্য তথ্য কোষ হিসাবে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন থাকবে (খ) পশু সম্পদ তথ্য কোষ হিসেবে পশুপালন অধিদপ্তরের অধীন থাকবে।
চ **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**	
(৯) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (১০) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

১১। কমিটির এরূপ সুপারিশের প্রেক্ষিতে সংশিষ্ট আইন, বিধি ইত্যাদি সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধনের প্রয়োজন হতে পারে। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মতামত নিয়ে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিবিধ সুপারিশসমূহ

১২। বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর-এর কার্যাবলী বিষয়ক কাগজাদি পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অফিস পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট অফিসার ও সেবা গ্রহণকারীদের সংগে আলোচনার প্রেক্ষিতে কমিটি আরো কিছু বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ জানানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

ক **বিভাগীয় কমিশনার অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নঃ**

বিভাগীয় কমিশনার অফিসের জন্য এনাম কমিটির রিপোর্টে কোন সাংগঠনিক কাঠামো এবং দায়িত্বাবলী নির্ধারণ করা হয় নি। অফিসের কিছু সংখ্যক কর্মচারী বাৎসরিক মঞ্জুরী ভিত্তিতে বহাল রয়েছে। সাংগঠনিক কার্যাদেশ নির্ধারিত না থাকায় হিসাব অফিস থেকে বেতন ভাতা পরিশোধের সময় অসন্তোষ জ্ঞাপন করা হয়। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কমিটি বিভাগীয় কমিশনারের অফিসের কার্যাবলী নির্ধারণ করে এর একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। কমিটি চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিস পরিদর্শন করে। পরিদর্শন-কালে বিভাগীয় কমিশনার, অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারীদের সংগে আলোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ের বর্তমান কাজের পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে একটি সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ অফিস সরঞ্জামাদিও জনবলের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং কার্যাবলীর সার-সংক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করে কমিশনার অফিসের টি ও এন্ড ই প্রণয়ন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট চ—৩)।

খ **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (ও এন্ড এম) উইং এর ষ্টাডি পরিহার করে বিভিন্ন বিভাগ/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের পদ সৃষ্টির প্রবণতাঃ**

রাজস্ব বাজেটে পদ সৃষ্টি করতে হ'লে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক বিধিগত পরীক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ উইং এর পরীক্ষা ও মতামত প্রয়োজন। এরূপ পরীক্ষার পর রাজস্ব বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি সুকঠিন এমনকি কখনও কখনও পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এজন্য ও এন্ড এম ষ্টাডি' এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত এড়িয়ে পদ সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। রাজস্ব বাজেটে পদ সৃষ্টি করা সহজ সাধ্য না হওয়ায় কোন কোন বিভাগ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নানাবিধ পদ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে নানাভাবে সৃষ্ট পদের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তর বা নিয়োজিত লোকজনকে আত্মীকরণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কতিপয় বিভাগে অতিরিক্ত জনবল/পদ রয়েছে বলে কমিটি মনে করে। সময়ের স্বল্পতার কারণে কমিটির পক্ষে এ সমস্ত দিক বিস্তারিত পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর হয়েছে অথবা এখনও স্থানান্তরের অপেক্ষায় আছে এরূপ সকল ক্ষেত্রে অবিলম্বে বিস্তারিত ও এন্ড এম ষ্টাডির জন্য কমিটি সুপারিশ করছে। উদাহরণ স্বরূপ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম-এর নাম উল্লেখ করা যায়। এ ধরণের অবস্থা রোধের জন্য পূর্বাহ্নে ও এন্ড এম ষ্টাডি ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পে পদ সৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া উচিত বলে কমিটি মনে করে। বর্তমান ব্যবস্থায় বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) অথবা পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি বৈঠকে সামগ্রিক-ভাবে প্রকল্পসমূহ বিবেচিত হয় যেখানে পদসৃষ্টির বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

গ **বাংলাদেশ রেলওয়ের উদ্বৃত্ত জনবল সম্পর্কে :**

বাংলাদেশ রেলওয়ে বেশ কিছু এলাকায় 'রিলে ইন্টারলকিং সিগন্যাল' ব্যবস্থা চালু করেছে। অতীতের সিগন্যাল পদ্ধতিতে বিপুল সংখ্যক জনবল নিয়োজিত ছিল। নূতন যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে ম্যানুয়াল পদ্ধতির সংগে সম্পৃক্ত বিপুল সংখ্যক জনবল উদ্বৃত হয়েছে। অবিলম্বে এদের অন্যত্র আত্মীকরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল হ্রাসকরণের জন্য বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ রয়েছে। উদ্বৃত্ত জনবল হ্রাসকরণের ফলে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ আংশিক বাস্তবায়িত হবে বলে কমিটি মনে করে।

ঘ **ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অতিরিক্ত জনবল :**

মেট্রোপলিটন শহরগুলির তার ও টেলিফোন পদ্ধতিতে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। ফলে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী উদ্বৃত্ত হবে। উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের ম্যানুয়াল এক্সচেঞ্জসমূহে স্থানান্তরের প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিটি মনে করে। ও এন্ড এম ষ্টাডির মাধ্যমে অবিলম্বে উদ্বৃত্ত কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। এ বিষয়ে ও বিশ্বব্যাংকের সুস্পষ্ট সুপারিশ আছে। বিশ্ব ব্যাংক, আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে টি এন্ড টি বোর্ডের জনবল প্রায় এক তৃতীয়াংশ আগামী ৩—৫ বছরের মধ্যে কমানোর সুপারিশ করেছে। নূতন প্রযুক্তি দ্বারা পুরাতন প্রযুক্তি পরিবর্তন করা হলে উপরোক্ত সুপারিশ কার্যকরী হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলান করা সম্ভব না হওয়ায় পুরাতন প্রযুক্তিদ্বারা চালিত টেলিফোনসমূহ রাখা হচ্ছে এবং সে পুরাতন পদ্ধতি চালু রাখার জন্য বর্তমান জনবলও রাখতে হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি শুধুমাত্র নতুন টেলিফোন দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। সে অবস্থায় বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে ,কেবলমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। অতএব বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ অনুযায়ী টি এন্ড টি বোর্ডের সার্বিক জনবল হ্রাস করার বিষয় বিবেচনা করতে হলে প্রযুক্তি বিশ্লেষণমূলক একটি বিস্তারিত সমীক্ষার প্রয়োজন। আরও উল্লেখ্য যে ৩৯৬ টি গ্রামীণ উপজেলায় ৩০ থেকে ৭০ লাইনের হস্তচালিত এক্সচেঞ্জ এবং ৮০৭টি গ্রামীণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে (Growth Centre) পিসিও স্থাপিত হয়েছে তাতে এ আধুনিক প্রযুক্তির কোন অবদান থাকছে না। এ ছাড়া বর্তমান প্রযুক্তির সাথে তাল রেখে টি এন্ড টি বোর্ডকে জেলা পর্যায়ে টেলেক্স, ফ্যাক্স, ডাটা ইত্যাদি সার্ভিস প্রদান করতে হচ্ছে। এ সব কারণে জনবল সংক্রান্ত বিষয় টি এন্ড টি বোর্ডের জন্য টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা ভিত্তিক একটি মডুলার সেট-আপ নির্ধারণ করার জন্য একটি পূর্ণাংগ সমীক্ষা প্রয়োজন। একবার এই সেট-আপ নির্ধারিত হলে টি এন্ড টির সার্বিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণে আরও যুগোপযোগী ও গতিশীল হবে।

ঙ **নগর উন্নয়ন পরিদপ্তরটি স্থানীয় সরকার বিভাগে স্থানান্তর আবশ্যক :**

যখন নগর উন্নয়ন পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন থেকে এ পরিদপ্তরের কার্যক্রম নগরকেন্দ্রিক ছিল। ফলে পরিদপ্তরটি পূর্ত মন্ত্রণালয়ের (বা অতীতে অন্য নামে) অধীনে কাজ শুরু করে। এখনও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনেই কাজ করছে। কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দেশের বৃহত্তম নগরী যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার জন্য পৃথক পৃথক নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে এবং

কাজ করছে এ সমস্ত শহরের বা নগরের উন্নয়নের সংগে পরিদপ্তরটি সরাসরি জড়িত থাকার প্রয়োজন নেই। পরিদপ্তরটি উপজেলা কেন্দ্রসহ মফস্বল শহর-সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত আছে। এ সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর/বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য পরিদপ্তরটি পূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানান্তর করার আবশ্যকতা কমিটির নিকট অনুভূত হয়। কমিটি মনে করে যে, এর ফলে নগর উন্নয়ন পরিদপ্তরটির ভূমিকা অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর হবে।

চ উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের জনবল যুক্তিসংগতভাবে নির্ধারণ করা প্রসংগেঃ

১৯৮২ সালে উপজেলা সৃষ্টির লগ্নে সকল উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলায় অবস্থিত সকল সরকারী অফিসের জন্য সম সংখ্যক জনবল অফিস সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থায় বড় উপজেলা এবং ছোট উপজেলার জন্য কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, নোয়াখালী জেলার রায়পুর উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ২৬ টি আর কুষ্টিয়া জেলার খোকশা উপজেলায় মাত্র ৩ টি ইউনিয়ন। অথচ এ দু'টি উপজেলার জন্য সম সংখ্যক জনবল ও অফিস সরঞ্জাম বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে বৃহদায়তন ও বিপুল জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত উপজেলা জনবল ও সরঞ্জামের স্বল্পতায় ভুগছে এবং ক্ষুদ্রায়তন ও স্বল্প জনসংখ্যার উপজেলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল ও সরঞ্জাম থাকছে। এতে প্রকৃত পক্ষে সম্পদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার এবং প্রকারান্তরে সম্পদের অপচয় হচ্ছে বলে গণ্য করা যায়। নূতন জেলা সৃষ্টির সময় জেলাগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করে শ্রেণী বিন্যাস অনুসারে জনবল ও অফিস সরঞ্জামের সংখ্যা/পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ায় অপচয় রোধ সম্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে উপজেলাগুলোর যুক্তি সংগত শ্রেণী বিন্যাস করে জনবল ও সরঞ্জাম সংখ্যা বা পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করতঃ সরকারী অর্থের বিপুল অপচয় বা অপব্যবহার রোধের জন্য কমিটি জোর সুপারিশ জানাচ্ছে। ও এন্ড এম ষ্টাডির মাধ্যমে এ পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব বলে কমিটি মনে করে।

ছ এনাম কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি প্রসংগেঃ

কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, কিছু সংখ্যক পরিদপ্তর/অধিদপ্তর এনাম কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। এটা গুরুতর আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম। যে সমস্ত কর্মকর্তার অনীহা/গাফিলতির ফলে এরূপ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বলে কমিটি মনে করে। সময়ের স্বল্পতার কারণে কমিটি এরূপ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণে সক্ষম হয়নি। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাধ্যমে পৃথক পৃথক তদন্ত দ্বারা এরূপ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য কমিটি সুপারিশ করছে। এ ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হলে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা থেকে বেশ কিছু জনবল এবং যানবহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উদ্বৃত্ত হবে বলে কমিটি মনে করে।

জ চট্টগ্রাম পোর্ট হজ্ব অফিস বন্ধ করে ঢাকা হজ্ব অফিস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেঃ

পাকিস্তান আমলে সমুদ্র পথে হজ্ব যাত্রীদের জেদ্দা যাতায়াতের পথে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হজ্ব ক্যাম্পে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে হজ্ব যাত্রীদের বিমান পথে যাতায়াত করতে হয় ঢাকা থেকে। ফলে পাহাড়তলীর হজ্ব

অফিসে কেবল অফিসের কাজ করা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন নেই। এ অফিসটি ও হজ্বের সময় সাময়িকভাবে ঢাকায় স্থানান্তর করতে হয়। ঢাকায় একটি স্থায়ী হজ্ব অফিস এবং হাজী ক্যাম্প স্থাপনের চিন্তা ভাবনা চলছে বলে জানা যায়। ঢাকায় জমির বর্তমান মূল্য এবং দেশে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ভবনাদির নির্মাণ ব্যয় মিটাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। কমিটি মনে করে যে, প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে জেট বিমান চলাচলের জন্য সম্প্রসারিত করে সেখান থেকে হাজীদের আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করা হলে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান হজ্ব অফিসটির ব্যবহার নিশ্চিত হবে। চট্টগ্রাম বিমান বন্দর সম্প্রসারণের দাবী বহুদিনের পুরনো। ভবিষ্যতে সেটি সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়। এ সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত করে পোর্ট হজ্ব অফিসটির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ঢাকায় আর একটি হাজী ক্যাম্প বা হজ্ব অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ ব্যয় না করা সমীচীন বলে কমিটি মনে করে। উল্লেখ্য যে, গত বছরের ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতার আলোকে জরুরী ভিত্তিতে দেশে একাধিক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর স্থাপনের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোন থেকেও চট্টগ্রাম বিমান বন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে কমিটি মনে করে।

ঝ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সেতু ইউনিট স্থাপন সম্পর্কেঃ

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সমীক্ষাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সেতু ইউনিট স্থাপন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি কমিটি পরীক্ষা করেছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ৩০ মিটার বা তদূর্ধ দৈর্ঘ্যের সেতুর জরীপ, পরিকল্পনা, নকসা, ও নির্মাণের জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবেঃ

১ × অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

২ × তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

৭ × নির্বাহী প্রকৌশলী

১৭ × উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

১৪ × সহকারী প্রকৌশলী

১৮৩ × তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

মোট = ২২৪টি পদ

(১) প্রস্তাবে যুক্তি দেখান হয়েছে যে, সেতু বিজ্ঞান প্রকৌশল জগতের একটি পরিবর্তনশীল গুরুত্বপূর্ণ জটিল শাখা। বর্তমান বিশ্বে সেতুসমূহের design concept এবং construction technique বিপুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের জন্য সেতু নির্মাণ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী তৈরী করার একান্ত প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সেতু ইউনিটে কম্পিউটার স্থাপনের মাধ্যমে সেতু নির্মাণের কারিগরী জ্ঞান হস্তান্তর করার উল্লেখ রয়েছে।

(২) কমিটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান কার্যক্রম এ প্রসংগে প্রাপ্য তথ্যের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে পর্যালোচনা করেছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের আওতায় ১১০০০ কিলোমিটার সড়ক এবং ২৫০০ সেতু ও কালভার্ট রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি (এনাম কমিটি) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে চারটি জোনে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) চারটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সেতু জরীপ পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি সেতু, নকসা বিভাগ সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, পূর্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সেতুর জন্য কোন স্বতন্ত্র সার্কেল ছিলনা। কিন্তু অধিদপ্তর এ সার্কেলগুলির পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যক্রম আরম্ভ করেনি। দেখা যাচ্ছে যে, চারটি সেতু সার্কেলের প্রতিটিতে একটি করে মোট ৪টি সেতু জরীপ ও হাইড্রোলজির জন্য ৪টি নির্বাহী প্রকৌশলীর বিভাগ অনুমোদিত ছিল। কিন্তু সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাস্তব ক্ষেত্রে এ বিভাগগুলি দ্বারা স্বতন্ত্র কাজ না করিয়ে ইতিমধ্যে ৪টি সেতু জরীপ ও হাইড্রোলজি বিভাগের অন্য নাম করণের মাধ্যমে ভোলা সড়ক বিভাগ ও নওগাঁ সড়ক বিভাগে রূপান্তর করেছে। কমিটি মনে করে অধিদপ্তরের স্বয়ং সম্পূর্ণ সেতু সার্কেলগুলির যেখানে পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না সেখানে আর একটি কেন্দ্রীয় সেতু ইউনিট সৃষ্টি করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় কিছু কিছু বড় সেতুর নির্মাণ এ অধিদপ্তরের ঢাকাস্থ বিশেষ সেতু প্রকল্প সার্কেলের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সেখানে আরেকটি নতুন সেতু ইউনিটের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না। ৩০ মিটারের বেশী দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ খুবই ব্যয় বহুল। নিজস্ব সম্পদ দ্বারা এ ধরনের দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করার প্রকল্প সাধারণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেখানে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনা নকসা ও নির্মাণের জন্য বৈদেশিক উপদেষ্টা ও ঠিকাদার গ্রহণ আবশ্যকীয় ব্যাপার। সেখানে প্রস্তাবিত সেতু ইউনিট প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় হবে। এমতাবস্থায় প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সেতু ইউনিটে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তার পদোন্নতির ব্যবস্থা ছাড়া এ ইউনিট স্থাপন করার অন্য কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কমিটি মনে করে বিদ্যমান জোনের সেতু সার্কেলগুলির পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেতু নির্মাণ সম্পর্কীত সকল প্রকার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে। বর্তমান ঢাকার বিশেষ সেতু প্রকল্প সার্কেলটির জনবল যদি নির্মাণাধীন বড় সেতুর জন্য নিয়োজিত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাউন্টার-পার্ট হিসাবে কাজ করে তবে কারিগরী জ্ঞানের হস্তান্তর করতে অসুবিধার কোন কারণ নেই। এজন্য অতিরিক্ত প্রকৌশলীর পদের কোন প্রয়োজন নেই। তাই কমিটি সরকারের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সেতু নির্মাণ ইউনিট স্থাপন না করার জোর সুপারিশ করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিটি কর্তৃক বিস্তারিতভাবে পরীক্ষিত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল,
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়,
জন বিভাগ।

১৩। বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত ও সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের জন বিভাগের অধীন জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল গঠিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আওতা বহির্ভূত বিভিন্ন দুর্নীতি তদন্তের কাজগুলো মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল সম্পাদন করে থাকে। এ ছাড়া সরকারী/আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের ৪৭৫০—৫৫০০ ও তদূর্ধের স্কেলে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পর্কে মতামত প্রদান করে থাকে। জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেলের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪৬ জন কর্মকর্তাসহ ৬৬টি কর্মচারীর পদ অনুমোদিত রয়েছে। অনুমোদিত জনবলের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য বছরে ৪৬,২৬,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ রয়েছে।

১৪। জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যায় যে সেল বিগত বছরগুলিতে ২৯৮টি নথি খুলেছে। বিগত ৩ বছরের চিঠিপত্র প্রাপ্তি ও জারীর হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে দৈনিক গড়ে ৩/৪ চিঠি গ্রহণ ও বিতরণ করছে। ১৯৮২ সন থেকে ৩১-৩-৮৯ পর্যন্ত ৬০৫টি কেস চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করেছে এবং এ পর্যন্ত ৮টি কেস অসমাপ্ত হিসেবে রয়েছে। বর্তমানে এক মাসের অধিক সময়ের জন্য মাত্র ৬টি কেস নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। বর্ণিত অবস্থায় সম্পাদিত কাজের সংগে এবং অর্পিত কাজের বিবেচনায় সেলের বিদ্যমান অনুমোদিত জনবল অধিক বলে কমিটি মনে করে কার্যভারের সংগে সংগতি রেখে যুক্তিগ্রাহ্য অনুপাতের ভিত্তিতে সমন্বয় সেলের সাংগঠনিক কাঠামো থাকা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় কমিটি সেলের স্হায়ী সাংগঠনিক কাঠামোতে বর্তমান চারটির স্হলে দু'টি তদন্ত টিমের জনবলের সুপারিশ করছে। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অস্হায়ী ভিত্তিতে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ জনবলের দ্বারা তদন্ত টিম গঠন করা যাবে। যেহেতু সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নিজ পদে থেকেই টিমের সদস্য হিসাবে সাময়িকভাবে কাজ করবেন সেহেতু বেতন/ভাতা খাতে সরকারের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না। সুপারিশকৃত জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন করা হলে বছরে বেতন ভাতা ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় টাকা ২০০০০০ সাশ্রয় হবে। জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেলের সুপারিশকৃত সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'চ' তে দেখান হল। সংস্হার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সুপারিশের আলোকে পূর্বের তুলনায় কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

১৫ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রতিরক্ষা বিষয়ক গবেষণা পরিচালন এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য অসামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত উপদেশ/তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংস্হা সৃষ্টি করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৮১টি পদের সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৬৫,০০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১৬। কমিটি প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি যদিও সশস্ত্র বাহিনীর একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান তথাপিও আজ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরগুলির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হলে এ সত্য স্পষ্ট হবে। আধুনিক সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যে ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন অবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা করা মোটেই সম্ভব নয় বলে কমিটি মনে করে। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান বর্তমানে অতি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশে বর্তমান প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের লোকবল ও বাজেট নিয়ে এ ক্ষেত্রে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। অন্য দিকে এ প্রতিষ্ঠানকে বড় করে অধিক অর্থ ব্যয় করার মত সামর্থ্য বর্তমানে দেশের নেই। তাছাড়া বাংলাদেশ সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে সাহায্যদাতা দেশের উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল। বিগত বছর-সমূহে এ প্রতিষ্ঠান তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কার্যক্রম দ্বারা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। তাই বাংলাদেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান গবেষণা থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কমিটি মনে করে বিদ্যমান প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংস্থার কার্যাবলী বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সংগে একীভূত করে বিজ্ঞান সংস্থার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা যায়। তাই কমিটি বিদ্যমান প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সংগে একীভূত করার সুপারিশ করছে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বছরে ৬৫,০০,০০০ টাকার আর্থিক সাশ্রয় হবে। উপরন্ত বিলুপ্ত সংস্থার গাড়ী, অফিস সরঞ্জামাদি সরকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে ব্যবহার করতে পারবে। বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরে সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করার পক্ষেও সুপারিশ করা হল। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদে শূণ্য পদ থাকলে উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উক্ত প্রতিষ্ঠানে আত্মীকরণে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

১৭। প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর বৃটিশ ভারতের উত্তরদায় (Legacy) হিসাবে স্বাধীনতাত্তোরকালে একটি সরকারী আদেশের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সামগ্রিক প্রশাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে এ স্বতন্ত্র দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদরসহ বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োজিত ১২৫ জন বেসামরিক গেজেটেড কর্মকর্তা এবং ১৫০০ জন বেসামরিক কর্মচারীর প্রশাসন সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা এ দপ্তর করে থাকে। উপরন্তু সেনা সদরসহ বিভিন্ন আন্তঃবাহিনীর সংস্থায় ব্যবহার্য্য অফিস সরঞ্জামাদি, ষ্টেশনারী সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বমোট ২৫০০ ফরমসের ব্যবস্থাপনা মুদ্রণ ও বিতরণ এ দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ২৮টি পদের সমন্বয়ে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১৮,৫০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বৃটিশ ভারতে (১৯৪২) সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মচারীদের প্রশাসনিক সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাময়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে যে প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল শান্তিকালীন সময়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের অবস্থার পেক্ষাপটে প্রতিরক্ষা সদর এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থায়

নিয়োজিত বেসামরিক কর্মচারীর প্রশাসন পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অনুরূপ একটি দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা কমিটি তা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে। বাংলাদেশ রাইফেলস (বি ডি আর) একটি আধা সশস্ত্র বাহিনী। এ বাহিনীতেও অনেক বেসামরিক কর্মচারী নিয়োজিত আছে। কিন্তু তাঁদের প্রশাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য কোন স্বতন্ত্র দপ্তর নেই।

১৯। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে ফরমেশন বা তদনিম্ন পর্যায়ের বেসামরিক কর্মচারীদের প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সামরিক ইউনিট থেকে করা হয়। শুধু মাত্র তিন বাহিনীর সদর দপ্তরে এবং কয়েকটি আন্তঃবাহিনী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের কাজ প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর থেকে হয়ে থাকে। আন্তঃবাহিনী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুপ্রীম কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স, ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড এবং ষ্টাফ কলেজ, আন্তঃসার্ভিস সিলেকশন বোর্ড, সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস অধিদপ্তরে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মচারীদের প্রশাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানই সরাসরি করে থাকে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসন ছাড়া বিভিন্ন ফরম ও নির্দেশনামা ইত্যাদি সরকারী প্রেস থেকে ছাপানোর দায়িত্ব প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর থেকে পালন করা হয়ে থাকে। সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে কমিটি মনে করে সামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন অফিস/দপ্তরে নিয়োজিত বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থায়ী ভিত্তিতে স্ব-স্ব বাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হলে প্রশাসনিকভাবে তা অধিক কার্যকর হবে। আন্তঃবাহিনী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এ নিয়ন্ত্রণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা যাবে। ফরম ইত্যাদি ছাপানোর ব্যাপারে প্রতিটি বাহিনী সরাসরি কন্ট্রোলার অব প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এতে অহেতুক আমলাতান্ত্রিকতা দূর করা সম্ভব হবে বলে কমিটি মনে করে। প্রতিটি আন্তঃবাহিনী প্রতিষ্ঠান এবং সার্ভিস সদর অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে বিধায় এ সামান্য কাজ করতে তাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ আছে বলে কমিটি মনে করে না। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সহজেই প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তরটি উঠিয়ে দিয়ে সরকারের বছরে ১৮,৫০,০০০ টাকার ব্যয় সাশ্রয় করা যাবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে দপ্তরটি রাখলেই এমনিতেই স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিবছর ব্যয় বাড়তেই থাকবে। কমিটি মনে করে প্রত্যেক বাহিনী সদর দপ্তরে বিদ্যমান বেসামরিক কর্মকর্তার শূন্যপদে যথাযথ পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করে বেসামরিক কর্মচারীর প্রশাসন পরিচালনার কাজ করা হলে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের পেনশনে প্রাপ্ত টাকা কর্তন করে যে বেতন প্রদান করা হবে তাতে ব্যয় সংকোচন অধিকতর সহজ হবে।

২০। বেসামরিক কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তরের বিদ্যমান দুটি বাস সামরিক সদস্যদের পরিবহণ পুলে সংযুক্ত করে উভয় প্রকার কর্মচারীর যৌথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের ও সুপারিশ করা হল। এ ব্যবস্থা চালু করা হলে একই রুটে একই সময়ে দু'টি বাস চলাচলের প্রয়োজন হবে না। এতে একদিকে জ্বালানী বাবদ ব্যয় সাশ্রয় হবে অন্যদিকে লোক আনা নেয়ার কাজটি অধিক সহজসাধ্য হবে। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বিলুপ্ত প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তরের বিদ্যমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রচলিত বিধি অনুসরণ করে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অফিস সরঞ্জামাদি এবং দপ্তরের কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত গাড়ী বিধি মোতাবেক সরকারী কাজে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও গ্রহণ করতে হবে।

আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ দপ্তর
প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়

২১। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রচার ও জনসংযোগের দায়িত্ব পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে একটি সরকারী আদেশের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ক্রিয়াকর্মের প্রচার ও জনসংযোগের দায়িত্ব পালন করার জন্য সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেনীভুক্ত ৩৩টি পদের সমন্বয়ে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। সংগঠনের তিনজন সহকারী পরিচালক অনুমোদিত জনবলসহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর থেকে কাজ করছেন। অন্যদিকে পরিচালক/উপ-পরিচালক গবেষনা ও প্রকাশনা কর্মকর্তাকে নিয়ে প্রধান দপ্তরের কাজ করছেন। দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১৭,০০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

২২। কমিটি আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তরের প্রকৃত কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো ও তার জনবল পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। বিগত বছরগুলির কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আধুনিক যুগে শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক প্রচার মাধ্যমের কাছে এ ছোট দপ্তরটির প্রচার কার্যে উল্লেখযোগ্য এবং কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। কমিটি মনে করে প্রচারের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি আকর্ষনীয় করা এ দপ্তরের পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি এ দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে পদোন্নতির অতি নগন্য সুযোগ থাকায় প্রতিভাবান মেধাবী কর্মকর্তা নিয়োগ করাও সম্ভব নয়। একটি সংস্থার জন্য এটা আদৌ কাম্য হতে পারে না। কমিটি মনে করে যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকান্ডের প্রচার স্ব-স্ব সদর দপ্তর/সুপ্রীম কমান্ড হেডকোর্য়াটার্সের অনুমোদন ছাড়া করা সম্ভব নহে সেহেতু বিদ্যমান দপ্তরটি বিলুপ্ত করে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরে সরকারের তথ্য অধিদপ্তর থেকে বি সি এস (তথ্য) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি প্রচার ও জনসংযোগের কাজ করা হলে সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি জনগনের কাছে অধিকতর আকর্ষনীয় করা যাবে। এতে করে প্রচার কাজের ডুপ্লিকেশন বন্ধ হবে এবং আর্থিক ব্যয় সংকোচন করা যাবে। জাতীয় জীবনে টেলিভিশনের বর্তমান ভূমিকার প্রেক্ষিতে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই কাজটি করা অধিকতর কার্যকর হবে বলে কমিটি মনে করে।

২৩। বর্তমানে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর থেকে "সেনানী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করা হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের কাজটিও তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে করা সম্ভব। এজন্য বর্তমান কাঠামোর গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তার পদটি অধিনস্থ ৩টি পদসহ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরে স্থানান্তর করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে। কর্মকর্তার পদটি বি সি এস (তথ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা দ্বারা পূরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তরটি বর্নিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হল। এ সুপারিশে সরকারের বছরে ১৭,০০,০০০ টাকা সাশ্রয় হবে এবং দপ্তরের ২টি গাড়ী এবং অফিস সরঞ্জামাদি সরকার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। দপ্তরের বিদ্যমান কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্য কোন দপ্তরের সমমানের শূণ্যপদের বিপরীতে আত্মীকরণ করার সুপারিশ করা হল।

বাংলাদেশ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো

রেলপথ বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

২৪। বাংলাদেশ রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রার্থী নির্বাচন করে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১৯৭৯ সনে একটি রিজলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। ব্যুরোর কাজ তৃতীয় শ্রেণীর রেল কর্মচারী নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি একজন চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিব সহ মোট ২৯টি পদের সমন্বয়ে ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৮,০১,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

২৫। রেলওয়েতে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী নিয়োগের জন্য নির্বাচনী কাজ স্ব-স্ব দপ্তরের মাধ্যমে করা হয়। শুধু তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী নির্বাচনের জন্য এ স্বতন্ত্র ব্যুরোটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারের অন্যান্য সকল প্রকার দপ্তর/অধিদপ্তর প্রভৃতির তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নির্বাচনের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে চেয়ারম্যান করে নির্বাচন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী নির্বাচনের জন্য কর্মকমিশন (দ্বিতীয়) সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ কমিশন পরে বিলুপ্ত করা হয়। অথচ রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী নির্বাচনের জন্য একটি স্বতন্ত্র রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে যা বিদ্যমান সরকারী নীতির সংগে অসংগতিপূর্ণ। কমিটি মনে করে রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মহা-ব্যবস্থাপকদের চেয়ারম্যান করে বিদ্যমান বিভাগীয় নির্বাচন বোর্ডের আলোকে দু'টি নির্বাচন বোর্ড গঠন করে রেলওয়ের রিক্রুটমেন্ট ব্যুরোর কার্যক্রম বোর্ডের উপর ন্যাস্ত করা হলে তাতে কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না। উপরন্তু কম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় লোক নির্বাচন করে সংশিলষ্ট অফিসের জন্য নিয়োগের সুপারিশ করা যাবে। এ সুপারিশে রিক্রুটমেন্ট ব্যুরো বিলুপ্ত করা হলে বছরে আর্থিক ৮,০১,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে। অধিকন্তু বিদ্যমান ব্যুরোর গাড়ী এবং অফিস সরঞ্জামাদি সরকারের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যাবে। উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক সরকারী দপ্তরের সমমানের শূন্যপদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে আর কোন সমস্যা থাকবে না।

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

২৬। ১৮৯০ সনের ৯ নং আইনের ২ নং ধারায় ৪(১) অনুচ্ছেদের প্রেক্ষিতে সরকারী রেল পরিদর্শক পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সনে রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। সাংগঠনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি নিম্নবর্ণিত পদের সমন্বয়ে রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করেছে।

১ × সরকারী রেলপথ পরিদর্শক
১ × প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৪ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী
৩ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

৯টি পদ

অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ২,৬০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

২৭। কমিটি সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। ১৮৯০ সনে বেসরকারী রেল ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে যে সরকারী পরিদর্শকের অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও যা সংরক্ষিত হয়ে আসছে সময়ের ব্যবধানে এবং বর্তমান রেলপথ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক পুনর্গঠনের প্রেক্ষিতে তার কার্যকারিতা/প্রয়োজনীয়তা লোপ পেয়েছে। রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিগত বৎসরের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হলে তা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে রেলপথ বিভাগের সচিব পদাধিকার বলে রেলপথ বিভাগের মহাপরিচালক। তিনি নীতি নির্ধারণ বাস্তবায়ন এবং রেল পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এরূপ ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামোতে সরকারী রেলপথ পরিদর্শকের কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করার সুযোগ থাকেনা বলে কমিটি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে।

২৮ কমিটি মনে করে সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপর বিদ্যমান দায়িত্ব রেলপথ বিভাগের কোন অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত মহা-পরিচালককে দেওয়া যেতে পারে। তিনি সচিব/মহা-পরিচালকের পক্ষে রেলপথ পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এ ব্যবস্থায় রেলপথ পরিদর্শনের কাজ যতটা কার্যকরভাবে পালন করা সম্ভব হবে তা বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর অধিদপ্তরের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। তাই সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের স্বতন্ত্র কার্যক্রম বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হল। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বছরে ২,৬০,০০০ টাকা সাশ্রয় হবে। উপরন্তু বিলুপ্ত এ দপ্তরের গাড়ী অফিস সরঞ্জামাদি সরকারের অন্য গুরুত্ব পূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যাবে। উদ্বৃত্ত কর্মচারী বিধি মোতাবেক অন্যান্য সরকারী দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে বলে কমিটি মনে করেনা।

পরিবহণ সমন্বয় কমিটি

রেল বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

২৯। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে খাদ্যশস্য, ত্রাণ সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দ্রুত এবং যথাযথভাবে পরিবহণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবহণ সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। সাংগঠনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি (এনাম কমিটি) পরিবহণ সমন্বয় কমিটির জন্য নিম্নরূপ জনবলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করেঃ

জনবল-১৩

১ × সদস্য সচিব
১ × মুভমেন্ট অফিসার
১ × সাঁট লিপিকার
১ × উচ্চমান সহকারী
২ × নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক
১ × ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
৬ × এম এল এস এস

পরিবহণ সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত জনবলের বেতনভাতা প্রদানে বছরে টাকা ৭,৮৫,০০০ ব্যয় হয়।

৩০। একটি সংস্থার কার্যক্রম তার নথির সংখ্যা এবং পত্র প্রাপ্তির ও জারীর মধ্যে কার্যভারের হিসেব পাওয়া যায়। এ বিবেচনায় বিগত ৩ বছরের কার্যভারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সমন্বয় কমিটি সৃষ্টি থেকে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত মাত্র ৩৭টি নথি খুলেছে এবং পত্র প্রাপ্তি ও পত্র জারীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিগত তিন বছরের দৈনিক একটিরও কম চিঠি প্রাপ্তি ও জারী করছে। কার্যভারের হিসেবে বিগত তিন বছরের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যায় যে সময়ের ব্যবধানে সমন্বয় কমিটির কার্যক্রমের গুরুত্ব যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কমিটির কাজ করার সুযোগও শেষ হয়ে গেছে। উপরন্তু, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে ১৪-৯-৮৭ তারিখে কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য খালাস পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং কমিটি গঠিত হবার ফলে আলোচ্য কমিটি কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। রেলওয়ের ওয়াগন বরাদ্দের যে কাজটুকু এ কমিটির ছিল তাও এখন নেই। কারণ রেলওয়ের অপারেশন কর্মকর্তাগণ ওয়াগন বরাদ্দের কাজটি বর্তমান অবস্থায় করে যাচ্ছে।

৩১। এমতাবস্থায় সামগ্রিকভাবে পরীক্ষার পর কমিটি মনে করে যে, পরিবহণ সমন্বয় কমিটি সংরক্ষণের আর কোন প্রয়োজন নেই। তাই বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটি পরিবহণ সমন্বয় কমিটির বিলুপ্তি এবং বিদ্যমান নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রেলওয়ে অধিদপ্তরের অথবা বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে অন্যত্র সম পর্যায়ের শূন্য পদে আত্মীকরণের সুপারিশ করছে। এ সুপারিশে বর্তমান পরিবহণ সমন্বয় কমিটির পূর্ণ বাজেট বরাদ্দই বেঁচে যাবে।

বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

৩২। অত্যাবশ্যকীয় সেবামূলক কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্য ডাক অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দপ্তর মূলতঃ চিঠিপত্র সংগ্রহ, গ্রহণ, বাছাই, পরিবহণ ও বিলির কাজ ছাড়াও মানিঅর্ডার, সঞ্চয় ব্যাংক, ডাকজীবন বীমা, একসাইজ ব্যান্ডরোল বিক্রি, মটর গাড়ীর লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত ইত্যাদি বিষয়ের কাজ সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের মোট বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৭৮১০টি ডাক ঘরের মাধ্যমে ডাক অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করছে।

৩৩। কমিটি ডাক বিভাগের সামগ্রিক কার্যক্রমের সংগে অনুমোদিত জনবলের পর্যালোচনা করেছে। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের অধীন বৃহত্তর ২১টি জেলার ডাক বিভাগীয় অফিসের জন্য প্রণীত সাংগঠনিক কাঠামোর ষ্টাফিং প্যাটার্ণ পরীক্ষা করেছে। বিদ্যমান বৃহত্তর জেলার ডাক বিভাগীয় অফিসসমূহের জনবল কার্যভারের সংগে কোন সংগতি না রেখে ঢালাওভাবে সকল জেলা অফিসের জন্য সমসংখ্যক পদের সমন্বয়ে বিভাগীয় অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রাংগামাটি, বান্দরবন, সিলেট, কুমিল্লা, যশোহর প্রভৃতি জেলার কার্যভার একই রকম ধরা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়। তাই দেখা যাচ্ছে বান্দরবনের ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৪১টি পদের সমন্বয়ে গঠিত অফিস থেকে মাত্র ৪৭টি অফিসের (বি গ্রেড, বিভাগীয় অফিস, অবিভাগীয় সাব-অফিস, বিভাগীয় শাখা অফিস এবং অবিভাগীয় শাখা অফিস) কার্যবলী তদারকিসহ সমন্বয় করছেন। অপরদিকে কুমিল্লার ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল সম জনবলের অফিস দ্বারা ৩০৪৭টি অধীনস্থ অফিসের কার্যাবলী তদারকি ও সমন্বয় করছেন। কমিটি এ অবস্থা আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের পরিপন্থী বলে মনে করে। কমিটি মনে করে ডাক বিভাগের বিভাগীয় জেলা অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোর জনবল কার্যভারের সংগে জনবলের যুক্তিগ্রাহ্য অনুপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত। এ বিবেচনায় কমিটি জেলার বিভাগীয় অফিসের ষ্টাফিং প্যাটার্ণ পুনঃনির্ধারণ করে বিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস এবং অবিভাগীয় শাখা পোস্ট অফিসের নূন্যতম সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণ করার পক্ষে সুপারিশ প্রদান করছে। এ সুপারিশ অনুসারে বৃহত্তর অথবা নতুন প্রশাসনিক জেলার ডাক অফিসের সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ

রেখে নিম্নরূপ ষ্টাফিং প্যাটার্ণ নির্ধারিত হবে। সুপারিশকৃত এ গ্রুপ ব্যবস্থা বর্তমান প্রশাসনিক জেলার জনবলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবেঃ

গ্রুপ-ক

কোন প্রশাসনিক জেলায় ন্যূনতম ৫১টি বিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস এবং ন্যূনতম ৩০১টি অবিভাগীয় শাখা পোস্টঅফিস থাকলে সে জেলার ডাক বিভাগীয় অফিসের জনবল নিম্নরূপ হবেঃ

জনবল-৩২

১ × উপ-পোস্ট মাস্টার জেনারেল

১ × তত্ত্বাবধায়ক

৪ × ডাক পরিদর্শক

১ × সাঁটমুদ্রাক্ষরিক

৬ × পোস্টাল অপারেটর

১ × নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক

১ × গাড়ীচালক

১২ × সহকারী ডাক পরিদর্শক

৩ × এম এল এস এস

১ × দারোয়ান

১ × ঝাড়ুদার

৩২টি পদ থাকবে।

গ্রুপ-খ

অপরদিকে প্রশাসনিক জেলার ন্যূনতম ২৫টি বিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস এবং ন্যূনপক্ষে ২০০টি অবিভাগীয় শাখা পোষ্ট অফিস থাকলে সে জেলার ডাক বিভাগীয় অফিসের জনবল নিম্নরূপ হবেঃ

জনবল-২১

১ × সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল

১ × তত্ত্বাবধায়ক

২ × ডাক পরিদর্শক

১ × সাঁটমুদ্রাক্ষরিক

৪ × পোস্টাল অপারেটর

১ × নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক

৬ × সহকারী ডাক পরিদর্শক

৩ × এম এল এস এস

১ × দারোয়ান

১ × ঝাড়ুদার

২১টি পদ থাকবে।

৩৪। কমিটির সুপারিশকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিদ্যমান জেলার ডাক বিভাগীয় অফিসসমূহের জনবল পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। এবং ভবিষ্যতেও এ নীতি অনুসরণ করে স্বতন্ত্র জেলার ডাক বিভাগীয় অফিসের জন্য জনবল নির্ধারণ করবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে প্রতিটি জেলার বিভাগীয় ডাকঘরের জনবল কার্যভারের সংগে সংগতিপূর্ণ হবে। এতে সরকারের এক দিকে আর্থিক সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে প্রশাসনের দক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। বিদ্যমান উদ্বৃত্ত জনবল ডাক অধিদপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে বদলীর মাধ্যমে সমন্বয় করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে না। তা সম্ভব না হলে প্রচলিত সরকারী নিয়ম অনুসারে উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অন্যত্র সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আত্মীকরণ করতে হবে।

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

৩৫। নৌ-পরিবহন বিষয়ে কারিগরী পরামর্শ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন কার্যকরী করে নৌ-চলাচলার নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩, ইনল্যান্ড শিপিং অধ্যাদেশ ১৯৭৬, বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং বাংলাদেশ এসকাপের' সদস্য হিসাবে এল-২ স্কীম বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর পালন করে আসছে। এ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মাঠ পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত অফিস-সমূহ রয়েছেঃ

- ক মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম
- খ নৌ-বাণিজ্য অফিস, চট্টগ্রাম
- গ সরকারী শিপিং অফিস, চট্টগ্রাম
- ঘ নাবিক প্রশিক্ষণ স্কুল, চট্টগ্রাম
- ঙ রেজিস্ট্রেশন অব ইনল্যান্ড শীপ এন্ড ইঞ্জিনিয়ার এন্ড সার্ভেয়ার অফিস, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল।
- চ অভ্যন্তরীন জাহাজ পরিদর্শনালয়।
- ছ মেরিন কোর্ট

৩৬। কমিটি সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। মাঠ পর্যায়ের রেজিষ্ট্রেশন অব ইনল্যান্ড শীপ এন্ড ইঞ্জিনিয়ার এন্ড সার্ভেয়ার অফিস, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং বরিশালের বিগত বছরের সম্পাদিত কার্যাবলী নিয়েও সংশিলষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে বিশদভাবে আলোচনা করেছে। আলোচনা ও প্রাপ্ত তথ্য শিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে যে ভাবে অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহ সার্ভে ও রেজিষ্ট্রেশন করা হয় তা সন্তোষ-জনক নয়। অভ্যন্তরীণ নৌযানের ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিন ড্রাইভারদের পরীক্ষা গ্রহণের যে ব্যবস্থা এ অফিস থেকে করার কথা তাও যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না। একই দপ্তরের অধীনে

ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে মেরিন কোর্ট থাকায় নৌযান সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতেও অহেতুক বিলম্ব হয়। সামগ্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে কমিটি সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নৌযান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে নিম্নরূপ সুপারিশ করছেঃ

ক বর্তমান কেন্দ্রীয় মেরিন আদালত উঠিয়ে দিয়ে প্রতিটি নৌজেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতকে মেরিন আদালত হিসাবে ঘোষণা করা। সংশ্লিষ্ট জেলার অভ্যন্তরে আইন ভংগকারী নৌযান/নৌযান মালিক/কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য সকল মামলা এ সমস্ত আদালতে নিষ্পত্তি হবে। নৌ পরিদর্শকগণ সরাসরি এ সমস্ত আদালতে মামলা দায়ের করবেন।

খ নৌ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে নৌআইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ 'এসেসর' এর পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন হয়। মফস্বলে এ জাতীয় লোক পাওয়া যায় না বিধায় নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতকে সারাদেশের নৌদুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় মেরিন আদালত ঘোষণা করা যেতে পারে।

গ সাবেক সিভিল এভিয়েশন পরিদপ্তর নামক সরকারী দপ্তর ও বিমান বন্দর উন্নয়ন সংস্থা নামক আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানকে একত্র করে বর্তমান সিভিল এভিয়েশন অথরিটি নামক স্ব-শাসিত সংস্থা গঠন করে বিমান চলাচল সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছে। কমিটি মনে করে সমুদ্র পরিবহন দপ্তরকে সমুদ্রগামী জাহাজ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে একইভাবে অভ্যন্তরীণ নৌযান (উপকলীয় নৌযানসহ) সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা যেতে পারে। শুধুমাত্র বর্তমানে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ও শিপ সার্ভেয়ার এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর থেকে পদসহ উক্ত স্ব-শাসিত সংস্থায় একত্রীভূত করা যেতে পারে। বর্তমানের শূন্য সকল পদ বিলুপ্ত বলে গণ্য করা হবে। অতঃপর বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ কর্তৃপক্ষ কোন বাড়তি লোকবল না নিয়ে নৌযান রেজিস্ট্রেশন ও সার্ভে সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবে। এজন্য সংস্থাকে নিজস্ব লোকবলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন করতে হবে যা করা সম্ভব বলে কমিটি মনে করে। একই সংস্থার উপর অভ্যন্তরীণ নৌযান সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকার কারণে সামগ্রিকভাবে নৌ প্রশাসনে উন্নতি হবে, অন্যদিকে বেশ কিছুপদ বিলুপ্ত করে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে।

ঘ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর বাংলাদেশে সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসারদের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীতে প্রশিক্ষণ ও অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হলে নিঃসন্দেহে একদিকে বাংলাদেশী নৌ অফিসারদের জন্য সুবিধা হবে অন্যদিকে অন্যান্য দেশের নৌ অফিসারবৃন্দ অপেক্ষাকৃত কম খরচে প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার সুবিধা গ্রহণের কারণে বাংলাদেশ বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধি-দপ্তরের সংগে এ ব্যাপারে আলোচনার প্রেক্ষিতে কমিটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন অনুবিভাগের যথাযথ পরীক্ষার পর এতদসংক্রান্ত একটি ইউনিট গঠনের সুপারিশ করছে। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে পদাধিকার বলে এ ইউনিটের প্রধান করা হলে অল্প ব্যয়ে ইউনিট গঠন করা সম্ভব হবে। সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান মেরিন কোর্ট, মেরিন সেফটি এবং রেজিস্ট্রেশন অব ইনল্যান্ড শীপ এন্ড ইঞ্জিনিয়ার এন্ড সার্ভেয়ারের অফিস, নারায়ণ-গঞ্জ, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের সংগঠন থেকে বাদ হয়ে যাবে।

৮×আঞ্চলিক উপ পরিচালকের দপ্তর

উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩৭। ক্রমবর্ধমান সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন এবং বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজ গুলিতে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাসিক বেতনের সংগে সরকারী অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৪× বিভাগীয় শিক্ষা দপ্তরে সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করেছে। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ৪× বিভাগীয় শিক্ষা দপ্তর বিলুপ্ত করে তদস্থলে ৮টি আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তর সৃষ্টি করেছে। এই ৮টি আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১৮৪টি পদের সমন্বয়ে সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে।

৩৮। কমিটি উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তরের কার্যাবলী পর্যালোচনা করেছে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ৮১২টি সরকারী ও বেসরকারী কলেজ রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫,৪১৭টি। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন যথাযথভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হচ্ছে না বলে কমিটি মনে করে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশাসনিক জটিলতা বিরাজ করছে। শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং অন্যান্য অব্যবস্থা শিক্ষা প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য কাম্য হতে পারে না। কমিটি মনে করে শিক্ষা প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য একটি শিক্ষা প্রশাসন ক্যাডার সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে। কমিটি আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের কার্যাবলী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের সংগে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরকারী অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা সহজতর ও কার্যকর করার বিষয়ে সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ সুপারিশ করছেঃ

ক বিদ্যমান ৮× আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তর বিলুপ্ত করে তদস্থলে বিভাগীয় শহরে কার্যকর ৪× আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তর সৃষ্টি করতে হবে।

খ আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অনুদানের টাকা প্রতিমাসে প্রদান করবে। এজন্য ঢাকাস্থ উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে এসে ভবিষ্যতে কোন শিক্ষক/কর্মচারীকে অহেতুক হয়রানী হতে হবে না বা অর্থ ব্যয় করতে হবে না।

গ আঞ্চলিক পরিচালক নিজ নিজ এলাকায় সকল সরকারী ও বেসরকারী কলেজ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিদর্শন করবেন। বিদ্যমান ব্যবস্থায় কলেজ পরিদর্শনের কাজ হচ্ছে না। ফলে যে সকল অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা এ সুপারিশ এর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হবে।

উপ পরিচালক/পরিদর্শকগণ একই নিয়মে সকল সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এবং জেলা শিক্ষা অফিসারগণ নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল নিয়মিত পরিদর্শন করবেন।

ঙ প্রতিটি বিভাগের অধীন সরকারী কলেজের প্রভাষক, সরকারী স্কুলের শিক্ষক এবং সরকারী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বদলির কাজ আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তর থেকে সম্পাদন করা হলে শিক্ষা প্রশাসনের দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। একই বিষয়ে শুধুমাত্র কলেজসমূহের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ পদে বদলি ছাড়া অন্যান্যদের বদলি ও আনুষংগিক প্রশাসনিক কাজ মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে সম্পাদন করা বাঞ্ছনীয় বলে কমিটি মনে করে।

৩৯। সুপারিশকৃত ৪ × বিভাগীয় পরিচালকের দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর যুক্তিগ্রাহ্য কার্যভারের সংগে জনবলের গ্রহণযোগ্য অনুপাতের ভিত্তি নির্ধারণ করে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১৩০টি পদের সমন্বয়ে সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে পরিশিষ্ট 'চ—১' দেখান হল। এ সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান সুপারিশকৃত বিলুপ্ত আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তরের জনবল থেকে মোট ৬৪টি পদের কম প্রয়োজন হবে বিধায় এ পদের বেতন ভাতার অর্থ সাশ্রয় হবে। উপরন্তু মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরাজমান অব্যবস্থা দূর করাও সম্ভব হবে।

৪০। কমিটি শিক্ষা প্রশাসনকে অধিকতর কার্যকর ও যুক্তিযুক্ত করার জন্য বর্তমান চারিটি শিক্ষা বোর্ড বাতিলের বিষয় বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করছে। উল্লেখ্য যে এনাম কমিটিও অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণে এরূপ সুপারিশ করেছিল কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। বোর্ডগুলি স্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান বিধায় বর্তমান কমিটির আওতায় আসে না। কিন্তু জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে কমিটি এ মতামত প্রদান করছে। কমিটি মনে করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষা বোর্ড স্থাপন করে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোহরে তার চারটি শাখা অফিস রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে প্রতি বোর্ডের আলাদা সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত সমস্যা থেকে অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীদের মুক্ত করা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এ বোর্ডের কোন ভূমিকা থাকবে না কারণ এ দায়িত্বটি সম্পূর্ণরূপে মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এর উপর বর্তাবে। উল্লেখ্য, এখনও ডিগ্রী কলেজ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহই প্রয়োজনীয় তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে। কমিটি আরো মনে করে উচ্চতর প্রতিষ্ঠানসমূহে (মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে) এখন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়। প্রকারান্তরে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাকে এখন অনেক কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশে সকল সরকারী কলেজকে পর্যায়-ক্রমে স্ব স্ব ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি সরকার কর্তৃক বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন আছে বলে কমিটি মনে করে। প্রাথমিকভাবে বৃহত্তর জেলা সদরে অবস্থিত কলেজসমূহে এবং ঢাকা চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান কলেজে অথবা কয়েকটিতে পরীক্ষামূলকভাবে এ ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য কমিটি সুপারিশ করছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪১। শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলন এবং প্রকাশনার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সনে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আধীনে বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৬৬,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো স্থাপন করা হয়। প্রকল্পটির কার্যক্রম ও তার জনবল ১৯৮০ সনে স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি ৪২টি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পদের সমন্বয়ে ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো

প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ' পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করণ প্রকল্পের কার্যক্রম ও তার ৩৬টি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত জনবলের পদ পরবর্তীতে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করার ফলে ব্যুরোর জনবল ৭৩ হয়েছে। ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৪৬,১৬,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

৪২। কমিটি বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যাবলী এবং বিগত বছরের প্রকৃত সম্পাদিত কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। ব্যুরো শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও প্রকাশনার কাজ করে থাকে। যেহেতু শিক্ষা সম্পর্কিত এ সকল তথ্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর সংগ্রহ এবং ব্যবহার করে সেহেতু তথ্য সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় প্রকাশনার দায়িত্বও সংশিলষ্ট অধিদপ্তর গুলির পালন করা অধিক যুক্তিযুক্ত। তথ্য প্রকাশনা ও সংরক্ষণের কাজ স্বতন্ত্রভাবে একটি দপ্তর স্থাপন করে সম্পাদন করার প্রয়োজন আছে বলে কমিটি মনে করে না। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্য সকল প্রকার শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংরক্ষণ ও প্রকাশনার কাজ করা উচিত। এ কাজের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দপ্তর স্থাপন করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে কমিটি মনে করে। একইভাবে ব্যুরো কর্তৃক স্থাপিত বুক ব্যাংক প্রকল্পটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অধীনে গ্রন্হাগার উন্নয়ন শাখায় স্থানান্তর করা বাঞ্ছনীয়। কমিটি মনে করে 'বুক ব্যাংক' প্রকল্পটি দ্বারা যুক্তিসংগত কোন লাভ হবে না। বরং এ অর্থে কলেজ ও স্কুলসমূহের নিজস্ব পাঠাগার উন্নয়নের কার্যক্রম নিলে তা অধিক ফলপ্রসূ হবে। এ কারণে মহাপরিচালকের দপ্তরের বর্তমান গ্রন্হাগার উন্নয়ন অফিসার পদটিকে উপ-পরিচালক (গ্রন্হগার উন্নয়ন) নামে পুনঃ নামকরণ করে তার মাধ্যমে নিয়মিত ভিত্তিতে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। অবশ্য এ কাজের জন্য পদবী পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন লোকবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নেই।

৪৩। ব্যুরোতে স্থাপিত আই বি এম-৩৪ কম্পিউটার দ্বারা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারী অনুদান প্রদানের কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার অনুদানের ব্যবস্থা করে থাকে। তাই এ কাজটি সরাসরি উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। কমিটি মনে করে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কে বিলুপ্ত করে তাঁর কম্পিউটারটি উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট স্থানান্তর করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এ কম্পিউটার বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সুষ্ঠু প্রশাসনে ব্যবহার করতে পারে এবং বেতন ভাতা প্রদানের কাজও নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারে। বি সি এস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার দ্বারা সম্পাদন হবার কথা বিধায় উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এ কাজে নিয়োজিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িত হওয়া উচিত নয় বলে কমিটি মনে করে। কিন্তু

শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বেসরকারী কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি কাজের জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এর অফিসে একটি কম্পিউটার সেল সংযোজন করে কম্পিউটার পরিচালনা করার জন্য নিম্নবর্ণিত জনবল নিয়োগ করার সুপারিশ করা হলঃ

কম্পিউটার সেল

জনবল=১২

১ × সিষ্টেম এ্যানালিষ্ট

১ × প্রোগ্রামার

১ × সহকারী প্রোগ্রামার

১ × ডাটা এন্টি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার

৬ × ডাটা এন্টি কন্ট্রোল অপারেটর

১ × সাঁটলিপিকার

১ × এম, এল, এস, এস

মোট=১২টি পদ।

কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যুরো বিলুপ্ত করা হলে সরকারী কাজে কোন অসুবিধা হবে না। উপরন্তু বছরে ৪৬,১৬,০০০ টাকার আর্থিক সাশ্রয় হবে। ব্যুরোর বিদ্যমান গাড়ী, এয়ার কন্ডিশনার এবং অফিস সরঞ্জামাদি সরকার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করতে পারবে। বিলুপ্ত ব্যুরোর জনবল বিধি মোতাবেক সরকারী দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করার সুপারিশ করা হল।

৪৪। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর একটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে একই ধরণের কম্পিউটার ক্রয় করেছে বিধায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এ জাতীয় কাজ করার জন্য কমিটি উক্ত অধিদপ্তরের জন্য রাজস্ব বাজেটে ১২ জনবল বিশিষ্ট একটি স্থায়ী কম্পিউটার সেল স্থাপনের সুপারিশ করছে।

৪৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাতে সরাসরি উভয় অধিদপ্তরের কম্পিউটারের সংগে সংযুক্ত থেকে সরাসরি তথ্যাদি পেতে পারে সেজন্য শিক্ষা সচিবের কক্ষে একটি এবং মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষে একটি অর্থাৎ দু'টি কম্পিউটার টার্মিনাল (ডি এম প্রিন্টারসহ) মঞ্জুর ও স্থাপন করা যেতে পারে। একই ধরণের কম্পিউটার হওয়ার কারণে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের দু'টি কম্পিউটারকে "লিংক আপ" করা হলে সর্বতোভাবে তা একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি কোণ থেকে।

বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪৬। মন্ত্রিপরিষদের ২৮-৩-৮০ তারিখের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সাবেক বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়ন ব্যুরোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর হিসাবে বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড সৃষ্টি করা হয়। বিজ্ঞান ও কারিগরী

শিক্ষার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী মোতাবেক যথাযথমানের শিক্ষা উপকরণের প্রোটোটাইপ উদ্ভাবন, প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত, শিক্ষা উপকরণাদির ব্যবহার, প্রয়োগ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণে ১৯৮১ সনে আট মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন, ১৯৯০ সনে শেষ হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১৭টি উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১৯৮টি মোট ২১৫টি জনবলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বোর্ডের ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ৫·৩৭ লাখ এবং উন্নয়ন খাতে ৭০·০০ লাখ টাকার বাজেট বরাদ্দ আছে। মিরপুরে প্রকল্পের অধীনে ৮ তলা ভিত্তিতে দু'টি লিফটসহ একটি চার তলা অফিস ভবন এবং কিছু বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৭। কমিটির সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের প্রকৃত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংশিলষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বিনিয়োগকৃত অর্থের সংগে বোর্ডের অর্জিত সাফল্য এবং সম্পাদিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হলে এ ধরনের প্রকল্প বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে গ্রহণ করা এবং সরকারের সংযুক্ত দফতরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা যথাযথ হয়নি বলে কমিটি মনে করে।

৪৮। ব্যক্তি মালিকানায় ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের অধীনে এ জাতীয় কারখানার কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত। সরকার প্রয়োজনে ব্যক্তি মালিকানায় উদ্যোগী শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য উৎসাহ এবং আর্থিক ঋণ সাহায্য প্রদান করতে পারে। সরকারী দপ্তরের অধীন এ জাতীয় কার্যক্রম কোনক্রমে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। তাই এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা কোন ক্রমেই যুক্তিসংগত হবে না। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে এ বোর্ডকে কোনক্রমেই স্বনির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলাও সম্ভব হবে না বলে কমিটির দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাই রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রচলিত নিয়মে অন্যান্য সরকারী দপ্তরের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ এবং উন্নয়ন বাজেটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চলমান অন্য কোন প্রকল্পে নিয়োগ সম্ভব না হলে ছাটাই করার ব্যাপারে কমিটি জোর সুপারিশ করছে। বোর্ডের নিজস্ব ভবন সরকারের অন্য যে কোন সংস্থার কাজে এবং স্থাপিত যন্ত্রপাতি ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগে স্থাপিত কারখানায় শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয়/লীজ অথবা ষ্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের সংশিলষ্ট ইউনিটের নিকট হস্তান্তর করার জন্যও কমিটি সুপারিশ করছে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকার অনেক আর্থিক দন্ড থেকে রেহাই পাবে এবং বিলুপ্ত বোর্ডের গাড়ী, এয়ার কন্ডিশন অফিস সরঞ্জামাদিসহ নির্মিত দালান কোঠা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করতে পারবে। বাস-ভবনসমূহ সরকারী বাসস্থান দপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা যুক্তিযুক্ত হবে।

কপিরাইট অফিস

সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪৯। ১৯৬২ সনে কপিরাইট অধ্যাদেশ (যা পরবর্তীতে সংশোধিত হয়েছে) এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় কবি, সাহিত্যিক, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চারুশিল্পী, ভাস্কর, রেকর্ড প্রণেতা ও বইয়ের প্রকাশসহ বিভিন্ন কার্যের স্বত্ব সংরক্ষণের আইনগত নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কপিরাইট অফিস স্থাপন করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১৬টি পদের সমন্বয়ে কপিরাইট অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। কপিরাইট অফিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৬,১৩,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

৫০। কমিটি কপিরাইট অফিসের প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে পর্যালোচনা করে দেখেছে যে কপি রাইট অফিসের প্রধান কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রার অব কপিরাইট যিনি ২৮০০—৪৪২৫ বেতন স্কেলের একজন কর্মকর্তা এবং অন্যজন কপিরাইট পরীক্ষক। এই দু'জন কর্মকর্তা ১৪ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী নিয়ে কাজ করছেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিগত তিন বছরের কার্যভার বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যায় যে, কপিরাইট অফিস দৈনিক গড়ে মোট ২/৩টি চিঠি পত্র গ্রহণ ও জারী করে থাকে। ১৯৮৮ সনে কপিরাইট অফিস রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ১৭৯টি আবেদন পত্র গ্রহণ করেছে। বছরে ২৮৮টি কার্য দিবস ধরলে ১৭৯টি প্রাপ্ত আবেদন পত্রের কার্যভার খুবই নগণ্য। কপিরাইট অধ্যাদেশ এবং কপিরাইট বিধিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও প্রশাসনের দায়িত্ব যেভাবে পালন করা প্রয়োজন তা বিদ্যমান দপ্তরের একজন কর্মকর্তা দ্বারা সম্পাদন করা সমীচীন নয় বলে কমিটি মনে করে। আবার এ অফিসের তথ্যভিত্তিক বিগত তিন বছরের কার্যক্রম বিশ্লেষণে কার্যভার এত কম দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যমান মঞ্জুরীকৃত জনবলই কাজের তুলনায় অধিক। তাই কমিটি মনে করে সাংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্য কোন দপ্তরের সংগে কপিরাইট অফিসটি একীভুক্ত করে এ স্বতন্ত্র অফিসটি বিলুপ্ত করা যায়। এ বিবেচনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্হাগার অধিদপ্তরের সংগে কপিরাইট অফিস একত্রিত করে জাতীয় আরকাইভস, কপিরাইট ও গ্রন্হাগার অধিদপ্তর সৃষ্টির সুপারিশ করা হল। কপিরাইট অফিসের কার্যাবলী এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলে কপিরাইট অধ্যাদেশ অধিকতর কার্যকর হবে বলে কমিটি মনে করে। এ সুপারিশের ফলে পরিচালক জাতীয় আরকাইভস, পদাধিকার বলে রেজিষ্ট্রার অব কপিরাইটস এর দায়িত্ব পালন করবেন এবং তদনুসারে আইন সংশোধন করে নিলেই চলবে। ভবিষ্যতে কম্পিউটার সফট-ওয়ার ও কপিরাইট অধ্যাদেশের আওতায় আসবে এ বিবেচনায় সংশোধিত কপিরাইট শাখার সাংগঠনিক কাঠামোতে সহকারী প্রোগ্রামারের পদ মর্যাদায় একটি সফট ওয়ার পরীক্ষকের পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হল। তবে শর্ত থাকবে যতদিন এ ধরণের কাজের স্বত্ব সংরক্ষণের আবেদন না আসবে ততদিন এ পদ পূরণ করা যাবে না। সুপারিশকৃত সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'চ-২' দেখান হল। এ সুপারিশে সরকারের ৬,১৩,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে এবং বিদ্যমান কপিরাইট অফিসের জীপটি সরকারের অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে স্হানান্তরিত হবে। উদ্বৃত্ত জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্যপদে আত্মীকরণ করারও সুপারিশ করা হল।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি মন্ত্রণালয়

৫১। রয়েল কমিশনের সুপারিশক্রমে বৃটিশ ভারতে ১৯৩৪ সনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ, চাহিদা, সরবরাহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পালন করে আসছে। কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ এর অধীন সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী ২০২টি বাজারকে নিয়ন্ত্রিত বাজার ঘোষণা করে এতদসংক্রান্ত কাজের বাস্তবায়ন এ দপ্তর করে থাকে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৪৭৫টি পদের সমন্বয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে ১,৫৫,৮০,০০০ এবং উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন ১২,৫০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে কয়েকটি অফিস সরে জমিনে পরিদর্শন করে বিগত বছরের প্রকৃত সম্পাদিত কার্যাবলীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করে দেখেছে। দপ্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে কৃষি পণ্য মূল্যের তথ্য সংগ্রহ করা। দপ্তরের জেলা পর্যায়ের অফিস থেকে এ জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অথচ এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ইউনিয়ন পর্যায়

পর্যন্ত কাজ করছে। কৃষিজাত পণ্যের সকল প্রকার তথ্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে অতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। এ ছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উপজেলা থেকে বাজার দর সহ সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। বৃটিশ ভারতে যখন প্রাথমিকভাবে এ দপ্তরটি সৃষ্টি হয়েছিল তখন কৃষি সম্পর্কিত অন্য কোন দপ্তর এত ব্যাপকভাবে ছিল না। বর্তমানে ইউনিয়ন ভিত্তিতে গ্রাম পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কাজ করছে। এমতাবস্থায় কৃষি বিপণন দপ্তরের তথ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিদ্যমান এ দপ্তর থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য তেমন কার্যকরভাবে সংগ্রহ করাও সম্ভব নয় বলে কমিটি মনে করে। বাংলাদেশে মোট ৭,৯০০টি হাট বাজার রয়েছে তার মধ্যে থেকে বর্তমানে মাত্র ২০২টি বাজারকে নিয়ন্ত্রিত বাজার নির্ধারন করাও যুক্তিসংগত নহে। তাছাড়া আড়তদারদের কাছ থেকে সামান্য 'ফি' নিয়ে একটি লাইসেন্স প্রদান ছাড়া অন্য কোন নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হচ্ছে বলে কোন প্রমাণ মাঠ পর্যায়ে পাওয়া যায়নি। তাই কমিটি মনে করে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হলে প্রকৃতপক্ষে তা অধিকতর কার্যকর হবে। বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যাবলী অব্যাহত রেখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করা হলে বিদ্যমান অবস্থা থেকে তা বেশী কার্যকর হবে বিধায় বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ এর অধিকতর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এ সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় হবে বিধায় এ দপ্তরটি বিলুপ্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও সরকার এ অকার্যকর দপ্তরটির বিলুপ্তির আদেশ জারী করেছিল। কিন্তু উক্ত আদেশ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারে বছরে ১,৫৫,৮০,০০০ টাকা রাজস্ব খাতে সাশ্রয় হবে। অধিকন্ত বিদ্যমান যানবাহন অফিস সরঞ্জামাদি সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যাবে। বিদ্যমান উদ্বৃত্ত জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে বলে কমিটি মনে করে না। কৃষি বিপণন ক্যাডারের উদ্বৃত্ত কর্মকর্তাদের কৃষি ক্যাডারে আত্মীকরণ করা যেতে পারে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি মন্ত্রণালয়

৫২। কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশনা ও প্রচার করার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্রভাবে কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রাথমিকভাবে ১৯৬১ সনে সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এ দপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ২৪৫টি পদের সমন্বয়ে কৃষি তথ্য সার্ভিস দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে কৃষি তথ্য সংস্থার কার্যবলী নিবিড়করণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত উন্নয়ন বাজেটের ৪৬টি পদের জনবল রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধি পায়।

৫৩। মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালন সৃষ্টি করার ফলে ১৯৮৬ সনে মন্ত্রিপরিষদের এক সিদ্ধান্তে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে বিভক্ত করে এক তৃতীয়াংশ জনশক্তি ও যন্ত্রপাতিসহ মৎস্য ও পশু পালন সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি প্রচারনার দায়িত্ব মৎস্য ও পশু পালন সম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

৫৪। কমিটির কৃষি তথ্য সার্ভিস সমূহের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছে। মন্ত্রণালয় সৃষ্টির ফলে তথ্য সার্ভিসও বিভক্ত করতে হয়। বন মন্ত্রণালয় সৃষ্টির ফলে বন তথ্য সার্ভিসও স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করার প্রশ্ন উঠবে। এক কৃষি তথ্য সার্ভিসকে এমনি ভাবে আলাদা আলাদা সংগঠনে বিভক্ত করা হলে একদিকে সরকারের রাজস্ব ব্যয় বাড়বে অন্য দিকে প্রকৃত কাজের চেয়ে সাংগঠনিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। কমিটি মনে করে বিদ্যমান কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সার্ভিস/ মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য সার্ভিস যে ভাবে কাজ করছে তা সন্তোষজনক নয়। সীমাবদ্ধতার জন্য কর্যকরভাবে দায়িত্ব সম্পাদনও সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে সরকারের সকল তথ্য ও প্রচার কাজের জন্যই তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফিল্মস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

171847
গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

এবং জনসংযোগ অধিদপ্তর রয়েছে। কমিটি মনে করে প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ সম্প্রসারন কর্মীদের মাধ্যমে এবং ব্যাপক প্রচারের কাজ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করা উচিত। এতে একদিকে সম্পদের সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে অন্য দিকে একই ধরণের কাজের জন্য একাধিক দপ্তর স্থাপনের ফলে অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি হবে না। এমতাবস্থায় কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন এবং বন সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রচারের পুরো কাজ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংশিলষ্ট সংস্থার মাধ্যমে করা হলে বর্তমান অবস্থা থেকে অধিকতর কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে প্রচারের জন্য নিজ নিজ বিষয় বস্তুর উপর পুস্তিকা, পোষ্টার, কথিকা ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পশুপালন অধিদপ্তর এবং বন অধিদপ্তরের অধীন একটি করে ছোট আকারের তথ্য ও প্রকাশনা কোষ সৃষ্টি করা হলে তা বিদ্যমান স্বতন্ত্র তথ্য দপ্তরের কার্যক্রমের চেয়ে অধিকতর কার্যকর হবে। সংশিলষ্ট দপ্তর প্রধানগণ প্রচার ও প্রকাশনার বিষয় বস্তুর উপর কার্যকর তদারকি ও নীতির বাস্তব নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যপন্থা নির্ধারণ করতে পারবেন। কোন অবস্থায়ই এই কোষের কোন শাখা বা মাঠ পর্যায়ে অফিস সৃষ্টি করা যাবে না। মাঠ পর্য্যায়ের কাজ একদিকে সম্প্রসারণ কর্মীরা করবেন অন্যদিকে তথ্য ও বেতার মণ্ত্রালয়ের গণ মাধ্যম প্রয়োজনীয় প্রচারের কাজ করবে। সামগ্রিক পর্যালোচনার পর কমিটি এ ব্যাপারে নিম্নরূপ সুপারিশ করছেঃ

ক বিদ্যমান কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে বন বিভাগসহ সংশিলষ্ট অধিদপ্তরের সংগে একটি করে ছোট আকারের তথ্য ও প্রকাশনা কোষ সৃষ্টি করার বিষয়ে সুপারিশ করা হল।

খ কৃষি, মৎস্য পশু সম্পদ ও বন সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।

গ সুপারিশকৃত তথ্য ও প্রকাশনা কোষসমূহ প্রচারের জন্য সকল প্রকার পুস্তিকা, পোষ্টার, কথিকা প্রস্তুত করবে কিন্তু সরকারের তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ সেগুলি প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে।

ঘ বর্তমানে দুটি দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রচার যন্ত্রপাতি (ফিল্ম প্রজেক্টর, ভ্যান ইত্যাদি) তথ্য মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করতে হবে। শুধুমাত্র প্রচার ভ্যান চালকের পদসহ স্থানান্তর হবে।

৫৫। সুপারিশকৃত তথ্য ও প্রকাশনা কোষের কার্যভারের সংগে যুক্তিগ্রাহ্য এবং গ্রহণযোগ্য জনবলের অনুপাত নির্ধারন করে নিম্নরূপ জনবলের সুপারিশ করা হল। বিস্তারিত জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো সংশিলষ্ট অধিদপ্তরসমূহের প্রধানদের সংগে আলোচনা করে সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ নির্ধারন করে দেবে। কমিটির সময়সীমা নির্ধারিত ছিল বিধায় বিস্তারিতভাবে সংশিলষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও সমীক্ষা করে এ কাজটি করা সম্ভব হয়নি। তবে মোটামুটিভাবে জনবল নিম্নরূপ রাখার সুপারিশ কমিটি করছেঃ

ক কৃষি তথ্য ও প্রকাশনা কোষের জন্য একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ ৩০টি জনবলের এ কোষটি সরাসরি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অধীনে থেকে কাজ করবে।

খ মৎস্য-তথ্য ও প্রকাশনা কোষের জন্য মোট ১৫টি জনবলের পদ থাকবে। কোষটি একজন উপ-পরিচালকের নেতৃত্বে সরাসরি মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালকের অধীন থেকে কাজ করবে।

পশু সম্পদ তথ্য ও প্রকাশনা কোষের জন্য মোট ১৫টি জনবলের পদ থাকবে। একজন উপ-পরিচালকের নেতৃত্বে কোষটি পশুপালন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অধীন থেকে কাজ করবে।

ঘ বন বিভাগের কোষের জন্য ১০টি জনবলের পদ থাকবে এবং একজন সহকারী বন সংরক্ষকের নেতৃত্বে বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষকের অধীনে থেকে কাজ করবে।

ঙ প্রচারের জন্য ছায়াছবি নির্মাণ করতে সংশ্লিষ্ট কোষ তথ্য ও প্রচার দপ্তরের সংগে আলোচনা করে স্ক্রিপ্ট তৈরী করে দেবে কিন্তু চিত্রায়ন উক্ত দপ্তর করবে।

৫৬। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের অধীন যে আধুনিক প্রেসটি রয়েছে তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নিকট হস্তন্তর করে দিতে হবে। কারণ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে। যদি কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নিকট প্রেসটি হস্তান্তর এবং সামগ্রিক ব্যবহারের অসুবিধা দেখা দেয় তবে এটা তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে প্রেসের লোকবল সহ হস্তান্তর করা হবে। তথ্য সার্ভিস সংক্রান্ত কমিটির এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে বিদ্যমান জনবল থেকে ৭০টি পদ ৪টি দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আত্মীকৃত হবে। বাকী ২৪৪ টি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পদের মধ্যে প্রেসের পদসমূহ এবং প্রচার ভ্যানের গাড়ী চালকদের পদ স্থানান্তরিত হবে এবং অন্যান্য পদ উদ্বৃত্ত হবে। সরকারের প্রচলিত বিধি মোতাবেক এ উদ্বৃত্ত জনবল বিভিন্ন দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে না উপরন্তু সুপারিশকৃত ব্যবস্থায় কৃষি তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা কাজ অধিকতর কার্যকর হবে। এতে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের আর্থিক অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে।

জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

৫৭। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করে সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৪৪ সনে প্রাথমিকভাবে বৃটিশ ভারতে জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে তখন বর্তমান সময়ের ন্যায় গ্রামে-গঞ্জে ব্যাংকের শাখা ছিল না এবং এতগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকও ছিল না। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৪৩১টি পদের সমন্বয়ে জাতীয় সঞ্চয় দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের কাযক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ২,৫০,৮৭,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ হয়েছে।

৫৮। কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতীয় সঞ্চয় দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল এবং পটুয়াখালীর অফিসসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যুরোগুলিকে আর্থিক লেনদেনের জন্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাংকের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। তাছাড়া একটি জেলা শহরে সঞ্চয় ব্যুরোর শাখা খোলার মাধ্যমে জেলা সদরের বাইরে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। অথচ প্রতিটি উপজেলায় ব্যুরোর শাখা খোলা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক থাকায় এবং দেশের আনাচে-কানাচে এ সমস্ত ব্যাংকের শাখা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় একটি সরকারী অফিস খুলে সঞ্চয় সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে কমিটি মনে করে। ব্যাংকসমূহ প্রাইজবন্ড বা সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন না করার কারণ যাচাই করে দেখা গেছে যে তাদেরকে নগদমূল্যে প্রাইজবন্ড ক্রয় করে ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে হয়। এ কারণে ব্যাংক তার নগদ

অর্থ আটকিয়ে রাখতে অনীহা প্রকাশ করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা না থাকায় ব্যাংক নিজস্ব মেয়াদী জমার টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে অধিক উৎসাহী হয়। সম্প্রতি সরকারী সংস্হা ও কর্পোরেশন ইত্যাদির ভবিষ্যৎ তহবিল ও এ জাতীয় অন্যান্য সকল তহবিলের টাকা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় পত্রে খাটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হয়েছে। অবশ্য এ জন্য সঞ্চয় ব্যুরোর শাখা খোলার কোন প্রয়োজন নেই। সংশিলষ্ট সরকারী সংস্হা/কর্পোরেশন ব্যাংক বা ডাকঘর থেকে প্রয়োজনীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে পারবে। কাজেই কমিটি মনে করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের উপর বছর ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের গ্রোস এবং নীট টার্গেট ধার্য করে দিলে এবং বছরান্তে তার যথাযথ বাস্তবায়ন তদারকি করলে এ সমস্ত ব্যাংক তাদের শাখাসমূহের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র বিক্রয় নিশ্চিত করবে। কমিটির সদস্যবৃন্দের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মাঠ পর্যায়ের মতামত যাচায়ের মাধ্যমে দেখা গেছে যে এখনও আয়কর রিবেট প্রভৃতি কারণে কেউ সঞ্চয়পত্র কিনতে চাইলে যে কোন ব্যাংক শাখায় গেলে তারা নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণকারী শাখা থেকে তা সংগ্রহ করে দেয়। জেলা শহরসমূহে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির একাধিক শাখা থাকায় প্রায় প্রত্যেক এলাকা/পাড়ায় একটি ব্যাংক শাখা আছে। এমতাবস্হায় বাড়ীর কাছের ব্যাংক শাখা থেকে না কিনে কষ্টার্জিত অর্থ পকেটে নিয়ে জেলা শহরে অবস্হিত একটি মাত্র সঞ্চয় ব্যুরোর শাখা থেকে সঞ্চয়পত্র কিনতে যাওয়ার ঝুঁকি ও ঝামেলা পোহাতে কেহ স্বেচ্ছায় রাজী হবে একথা গ্রহণ যোগ্য বলে কমিটি মনে করে না। যেখানে ব্যুরো বা ব্যাংক থেকে কেনার ফলে সঞ্চয়পত্রের মূল্যের বা মুনাফার কোন তারতম্য নেই সেখানে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। এমতাবস্হায় ব্যাংকগুলির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংক ট্রেজারী শাখা থেকে বাকীতে প্রাইজবন্ড সংগ্রহ করে বিক্রয় করার ব্যবস্হা করা হলে এবং যদি প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সঞ্চয়পত্র বিক্রয় করার বছরের সর্বাধিক লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তবে ব্যাংকের মাধ্যমে সঞ্চয় দপ্তরের পুরো কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়াও দেশের সকল ডাকঘরের মাধ্যমও সঞ্চয়পত্র ক্রয় বিক্রয় চলে। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমেও সঞ্চয়পত্র পাওয়া যায় কাজেই কোনভাবেই মাঠ পর্যায়ে ব্যুরোর প্রয়োজন নেই বলে কমিটি মনে করে। সেক্ষেত্রে এ দপ্তরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রয়োজন হয় না। এমতাবস্হায় কমিটি সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করেছেঃ

ক সঞ্চয় ব্যুরোগুলি বিলুপ্ত করা উচিত।

খ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাইজবন্ড ও লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের ব্যবস্হা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে তা কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

গ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যাতে নগদ বিনিয়োগ ছাড়া সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংক ট্রেজারী শাখা থেকে প্রাইজবন্ড বাকীতে সংগ্রহ করে বিক্রয়ের ব্যবস্হা করতে পারে তার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্হা করতে হবে। অবশ্য এ ব্যবস্হায় কোন ব্যাংক প্রাইজবন্ডের পুরস্কার দাবী করতে পারবে না।

৫৯। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান ব্যবস্হায় সঞ্চয় দপ্তরের মাধ্যমে যে পরিমাণ সঞ্চয়পত্র বিক্রয় হয় ব্যাংক শাখাসমূহের মাধ্যমে তার চেয়ে অনেক বেশী বিক্রয় করা সম্ভব হবে। এ সুপারিশে সঞ্চয় দপ্তরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকবে না বিধায় এ দপ্তরটি বিলুপ্তি করা যেতে পারে। তবে এ দপ্তরের একটি ছোট অংশ প্রচারসহ অন্যান্য কাজের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামোতে সংযুক্ত হতে হবে। এ সংযুক্ত অংশের জনবল এবং সাংগঠনিক কাঠামো কিরূপ হবে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগে আলোচনা করে সংস্হাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্হাপনা অনুবিভাগ সমীক্ষা পরিচালনা করে নির্ধারণ করে দেবে। বর্তমান কমিটির নির্ধারিত সময়সীমা থাকার দরুণ সমীক্ষার কাজটি সম্পন্ন করে জনবল নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শুল্ক মূল্যায়ন দপ্তর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

৬০। আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করে শুল্ক কর ধার্য করা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে শুল্ক মূল্যায়ন নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় সহকারী নিয়ন্ত্রক/উপ নিয়ন্ত্রকের অধীন শুল্ক কর মূল্যায়নের দপ্তরসহ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৬৪টি পদের সমন্বয়ে শুল্ক মূল্যায়ন নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে।

৬১। কমিটি শুল্ক মূল্যায়ন নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ চট্টগ্রামস্থ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে এ দপ্তরের কার্যক্রম নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে কমিটি এ দপ্তরের একটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে যা পরিশিষ্ট 'চ-১০' এ দেখান হল। কমিটি মনে করে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে এ দপ্তরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই একটি মাইক্রো কম্পিউটার স্থাপনের জন্য সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় জনবলের সুপারিশও রাখা হয়েছে।

আপীল কাছারী (বহিঃশুল্ক ও আবগারী)

ঢাকা ও চট্টগ্রাম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়।

৬২। সরকারী আদেশের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আপীল কাছারী (শুল্ক ও আবগারী) এর দুটি দপ্তর স্বতন্ত্রভাবে স্থাপন করা হয়েছে। সহকারী কালেক্টর, ডেপুটি কালেক্টর, জয়েন্ট কালেক্টর এবং অতিরিক্ত কালেক্টর কর্তৃক জারীকৃত শুল্ক নির্ধারণ আদেশের বিরুদ্ধে নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকার সমস্ত আপীল মামলা গ্রহণ শুনানী ও নিষ্পত্তি এবং রিভিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে মূল নথি প্রেরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ এ দপ্তর দুটির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৩৭টি পদের সমন্বয়ে ঢাকাস্থ এবং ৩৬টি পদের সমন্বয়ে চট্টগ্রামস্থ আপীল কাছারী (বহিঃশুল্ক ও আবগারী) এর সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে।

৬৩। কমিটির সদস্যবৃন্দ চট্টগ্রামস্থ আপীল কাছারী (শুল্ক ও আবগারী) এর দপ্তরের প্রকৃত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে পর্যালোচনা করেছে। দপ্তরের প্রকৃত কার্যভারের সংগে অনুমোদিত জনবল কমিটির কাছে অধিক বলে মনে হয়েছে। বিগত বছরগুলির সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নে এ সত্য প্রমাণিত হবে। কমিটি মনে করে দপ্তরের সংগঠনের উপর প্রকৃত ন্যস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য যে পরিমান জনবলের প্রয়োজন শুধু তা থাকাই বাঞ্ছনীয়। অহেতুক জনবল শুধু আর্থিক খরচই বাড়ায় না বরং প্রশাসনিক দক্ষতা কমিয়ে দেয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে আপীল মামলা নিষ্পত্তির জন্য এ দপ্তর প্রধানকে শুনানী গ্রহণ করে রায় দিতে হয়। এ কাজের জন্য বর্তমান কাঠামোর প্রিন্সিপাল এপ্রাইজার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইত্যাদি কর্মকর্তার কোন প্রয়োজন নেই। সরকার পক্ষের বক্তব্য মামলার নথিতে থাকবে এবং আপীলকারীর পক্ষের

বক্তব্য তাদের কৌশলী/প্রতিনিধি উপস্থাপন করবেন। কালেক্টরকে সমস্ত কিছু ব্যক্তিগতভাবে পর্যালোচনা করে রায় দিতে হবে। এ বিবেচনায় বিগত বৎসরের কাজের বিশ্লেষণে কমিটি মনে করে আপীল কাছারী (শুল্ক ও আবগারী) এর দু'টি স্বতন্ত্র অফিস না রেখে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় এ জাতীয় কাজের জন্য একটি পরিদপ্তর স্থাপন করা খুবই যুক্তিসংগত এবং সময়ের প্রয়োজনে কার্যকর হবে। তাই বিদ্যমান দু'টি স্বতন্ত্র দপ্তরের পরিবর্তে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় আপীল কাছারী (বহিঃশুল্ক ও আবগারী) স্থাপনের সুপারিশ করা হল। সুপারিশকৃত এ দপ্তরের কাজের সামগ্রিক বিবেচনায় কার্যভারের সংগে জনবলের অনুপাত নির্ধারণ করে নিম্নরূপ পদের সমন্বয়ে আপীল কাছারী (শুল্ক ও আবগারী) এ সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করা হলঃ

লোকবল ঃ ৯

১ × কালেক্টর
১ × রেজিষ্ট্রার
১ × সাঁট-লিপিকার
১ × রেকর্ড কিপার
২ × নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক
১ × গাড়ী চালক
২ × এম এল এস এস/সিপাই

৬৪। কমিটি মনে করে সুপারিশকৃত জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা আপীল কাছারী (শুল্ক ও আবগারী) এর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। উদ্বৃত্ত অফিস সরঞ্জামাদি এবং যানবাহন সরকার অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। উদ্বৃত্ত জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে না বলে কমিটি মনে করে। আপীল কাছারীর কাজ কিছুটা কমানোর জন্য ভূমি প্রশাসনের ন্যায় সহকারী কালেক্টর বা তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল তার নিয়ন্ত্রণকারী কালেক্টর অথবা তার পক্ষে অতিরিক্ত/যুগ্ম কালেক্টর কর্তৃক নিষ্পত্তির প্রথা চালু করা যেতে পারে। শুধু যুগ্ম কালেক্টর বা তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আপীল মামলা আপীল কাছারীতে নিষ্পত্তি হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬৫। বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান, পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রসপেকটিং লাইসেন্স/মাইনিং লীজ মঞ্জুর করা, খনিজ সম্পদের উপর রয়েলটি ধার্য ও আদায় এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত

সামরিক আইন কমিটি নিম্নবর্ণিত জনবলের পদের সমন্বয়ে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছেঃ

১ × পরিচালক

১ × সহকারী পরিচালক

৪ × তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী

২ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

মোট = ৮টি পদ।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৪,৪৫,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

৬৬। কমিটি খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে পর্যালোচন করে দেখেছে। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন সৃষ্টির ফলে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্যাবলী নবসৃষ্ট এ কর্পোরেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। পূর্বে যেহেতু এ কর্পোরেশনটি ছিল না এবং খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কার্যক্রম ব্যাপক আকারে আরম্ভ করা হয় নি সেহেতু ব্যুরোই খনিজ সম্পদ সম্পর্কীয় কার্যাবলী কোন রকম পরিচালনা করত। বর্তমানে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় এবং বি ও জি এম সি প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এ ছোট্ট ব্যুরোর তেমন কোন কাজই থাকছে না। বিগত বছরগুলির কার্যভারের প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে ব্যুরো গড়ে দৈনিক ২/১টি চিঠিপত্র গ্রহণ ও জারী করছে এবং বছরে মাত্র ১২টি নতুন নথি খুলেছে। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপক কাজ আরম্ভ হয়েছে যার কোন প্রভাবই এ ব্যুরোর উপর পড়ে নাই। তাই বিগত বছরের প্রকৃত কার্যক্রমের আলোকে এবং বি ও জি এম সি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি এ ব্যুরোর বিলুপ্তি সুপারিশ করছে। লাইসেন্স বা লীজ সংক্রান্ত ব্যুরোর আইনগত সকল দায়িত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে বি ও জি এম সি-কে প্রদান করা যেতে পারে অথবা জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সম্পাদিত হতে পারে। অবশ্য এ জন্য কাউকে কোন বর্ধিত জনবল দেওয়া যাবে না। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বছরে প্রায় ৪,৪৫,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে। বিদ্যমান জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের অথবা বি ও জি এম সি এর সমমানের শূণ্য পদে আত্মীকরণ করা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬৭। ১৯১০ সনের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এবং এ্যাক্টের অধীন প্রণীত ইলেকট্রিসিটি বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর অন্যান্য সকল দপ্তরের মত এ দপ্তরটিও সংরক্ষিত হয়ে

আসছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি নিম্নরূপ পদের সমন্বয়ে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করছেঃ

১ × বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক

৪ × বিদ্যুৎ পরিদর্শক

৩ × সহকারী বিদ্যুৎ পরিদর্শক

১৯ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

৬ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

মোট = ৩০টি পদ

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১৪,৫০,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে।

৬৮। কমিটি বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছে। যে সময় এ দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বেসরকারী মালিকানায় ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড সৃষ্টির প্রেক্ষিতে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব ছিল নূতন শিল্প কারখানাসমূহে উচ্চ চাপ বিশিষ্ট (হাই টেনশন) বিদ্যুৎ সংযোগের ছাড়পত্র প্রদান। কিন্তু বর্তমানে একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ডের উপর সরকার এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে যা বর্তমান অবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণ। অতীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় ছিল বলে সরকারী পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। বর্তমানে বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার, অপচয় ও চুরি রোধ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের। এ জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় লোকবল রয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার কোন কার্যকর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে কমিটি মনে করে না। বিগত তিন বছরের প্রকৃত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। সামরিক আইন কমিটি চট্টগ্রাম ও খুলনায় দুটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের সুপারিশ করে জনবল অনুমোদন করেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ ছয় বৎসরে এ আঞ্চলিক অফিস দুটি স্থাপন করতে ও কাজ আরম্ভ করতে পারেনি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে এ অফিসের কার্যকারিতা লোপ পেয়েছে। এমতাবস্তায় কমিটি বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরটি বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। কমিটি মনে করে এ দপ্তরটির বিলুপ্তির পর প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের আইনগত অবশিষ্ট দায়িত্ব জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবের উপর ন্যস্ত করা সম্ভব। গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত কর্মকর্তাকে পদাধিকার বলে এ দায়িত্ব অর্পণ করলেই চলবে।

৬৯। বর্তমানে সারাদেশের বিদ্যুৎ ঠিকাদার ফার্ম এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ মিস্ত্রী ও সুপারভাইজারদের লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্ব বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক পালন করছেন। বিদ্যুৎ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে প্রদান করা যেতে পারে। একইভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহণ করে বিদ্যুৎ মিস্ত্রী, সুপারভাইজারদের লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্ব বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণকে প্রদান করা যেতে পারে। লাইসেন্স রেজিষ্ট্রেশন ফি ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সংগৃহীত হলে এ বাবদ অর্থ সরাসরি সরকারী তহবিলে জমা হবে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শুধুমাত্র পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে সরকার অনুমোদিত হারে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের ফি আদায় করতে পারবে। এ কাজের জন্য বোর্ডকে কোন বাড়তি জনবল দেয়া হবে না।

৭০। কমিটির এ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এবং এ্যাক্টের অধীন প্রণীত ইলেকট্রিসিটি বিধিমালার সুষ্ঠু প্রশাসন নিশ্চিত করা যাবে। উপরন্তু বিদ্যমান অকার্যকর দপ্তরটির জন্য বছরে যে পরিমাণ বিপুল অর্থ অপচয় হয় তাও রোধ করা সম্ভব হবে এবং নেট হিসাবে ১৪,৫০,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে। দপ্তরটির গাড়িটি যানবাহন পুলের মাধ্যমে সরকার অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। বর্তমান নিয়োজিত কর্মচারী বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে না।

বিভাগীয় কমিশনারের অধিদপ্তর

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৭১। বৃটিশ ভারতে ১৮২৯ সনে বেংগল রাজস্ব কমিশন এর সুপারিশ মোতাবেক রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের অফিস প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। রাজস্ব কাজের সংগে স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন জেলার সার্বিক প্রশাসনের তত্ত্বাবধান বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩১ সন পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনার দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং আইন সংক্রান্ত আপীল শুনতেন। পাকিস্তান আমলে একদিকে কমিশনারের রাজস্ব সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব হ্রাস পায় অন্য দিকে উন্নয়নমূলক কাজ বেড়ে যায়। পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহের কার্যাদির সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান এবং সামগ্রিকভাবে বিভাগের উন্নতিকল্পে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সম্ভাব্য সকল প্রকার কাজ কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৫ সনের পর হতে বিশেষ করে স্বনির্ভর কর্মসূচী ও বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারের উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৭২। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যকলাপ বিভিন্ন সময় পর্যালোচিত হয়েছে। ১৯৪৪-৪৫ সনে বেংগল প্রশাসন অনুসন্ধান কমিটি বিভাগীয় কমিশনার পদের বিলুপ্তির সুপারিশ করেছিল। অনুরূপ সুপারিশ করেছিল তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসন সামঞ্জস্য বিধান কমিটি ১৯৬১ সনে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক চাকুরী পুনর্গঠন কমিটি। তবে বাংলাদেশে ১৯৭৭ সনের বেতন ও চাকুরী কমিশন বিভাগীয় কমিশনারদের কাজ তদারকের জন্য মুখ্য কমিশনার পদ সৃষ্টির সুপারিশ করেছিল। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের ২০টি জেলা ৬৪টি জেলায় এবং ৪৬০টি উপজেলায় রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমান প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ঢাকা বিভাগে ১৭, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬, খুলনা বিভাগে ১৫ এবং রাজশাহী বিভাগে ১৬টি জেলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের অধীন জেলা এবং বিপুল সংখ্যক উপজেলার কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করে প্রশাসনকে গতিশীল ও কার্যকরভাবে দক্ষ রাখা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারের ভূমিকা উপেক্ষা করা হলে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। উপরন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে আপীল শোনা ও তার নিষ্পত্তি বিধান তড়িৎ করা ও সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে জেলাসমূহের কার্যাবলী তদারকি করা একদিকে যেমন অসম্ভব অন্যদিকে তেমনি সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সংগে অসংগতিপূর্ণ।

৭৩। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভাগীয় কমিশনার অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে নাই কারণ তখন পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনারের অফিস সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট চিন্তা ভাবনা করা হয়নি বলে মনে করা হয়। পূর্বে যেখানে একজন কমিশনার ৪/৫ জন জেলা প্রশাসকের কাজ তদারকি করতেন সেখানে বর্তমানে ১৫/১৬ জনের তদারকি করতে হচ্ছে। আগে থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসারদের (উন্নয়ন) কাজ কমিশনারকে সরাসরি দেখতে হতো না কিন্তু এখন উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের বছরের গোপনীয় রিপোর্ট প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা হিসাবে একজন

কমিশনারকে ১১৫ বা তার অধিক সংখ্যক উপজেলার কাজকর্ম তদারকি করতে হচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বে যুক্তিসংগত কারণে সরকার বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের আন্তঃ বিভাগীয় বদলি এবং শৃংখলা ও আপীল অনুসারে লঘুদন্ড সংক্রান্ত কেইস চালুকরণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা কমিশনারদের দিয়েছেন। এ সমস্ত কারণে বিভাগীয় কমিশনারদের দাপ্তরিক কাজ ও পরিদর্শন/ভ্রমণ কাজের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেছে। কমিটি মনে করে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তরের জন্য একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো থাকা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় কমিটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তর সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে কমিশনার অফিসের প্রকৃত কার্যক্রম ও কার্যভারের সংগে জনবলের যুক্তিগ্রাহ্য অনুপাতের ভিত্তি নির্ধারণ করে একটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। কাজের প্রয়োজনে সুষ্ঠু প্রশাসন নিশ্চিতকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকল কমিশনার অফিসের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে। বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় বিভাগাধীন সহকারী কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, উপজেলা রাজস্ব অফিসার ও কানুনগোদের নিয়োগ বদলি সহ লঘুদন্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী স্ব স্ব বিভাগীয় কমিশনারকে সম্পাদন করতে হয় বিধায় কমিটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোতে অতিরিক্ত কাজের জন্য জনবলের সুপারিশ করছে। উপরন্তু জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক কাজের বিশেষ নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রতিটি কমিশনারের দপ্তরের সংগে একটি বিশেষ নিরীক্ষা কোষ রাখারও সুপারিশ করছে। এ নিরীক্ষা কোষের কর্মকর্তার পদ হিসাব ও নিরীক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা দ্বারা প্রেষণে পূরণ করতে হবে। বর্তমানে বিভাগের সকল দপ্তরের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে গঠিত নির্বাচন কমিটির সভাপতি কমিশনার এবং সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন কমিশনারের একান্ত সচিব। জেলা ও উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কমিশনারের কার্যক্রম এবং তার নিয়ন্ত্রণ পরিধি (Span of Control) বেড়ে গেছে। কাজের ব্যপকতার দরুন কমিশনারের মনোযোগ পরিধিও (Span of Attention) ব্যাপক প্রসারিত হয়েছে। এ অবস্থায় কমিশনারের একান্ত সচিবের কাজও বেড়ে গেছে তাই তার পক্ষে কর্মচারী নির্বাচন কমিটির সাচিবিক সহায়তা সুষ্ঠুভাবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় কমিটি এ কাজের জন্য সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি স্বতন্ত্র কর্মচারী নির্বাচন শাখার সুপারিশ করছে। বিভাগীয় মামলা তদন্ত করার জন্য কমিশনারের সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থায়ীভাবে একটি তদন্ত শাখারও সুপারিশ করা হল। এর মাধ্যমে বিভাগের আওতাধীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চালুকৃত বিভাগীয় মামলাসমূহের তদন্ত ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। সুপারিশকৃত সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো (যা সকল বিভাগের কমিশনারের জন্য প্রযোজ্য হবে) পরিশিষ্ট 'চ-৩' এ দেখান হল। এ সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন করা হলে কমিশনারের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং বিভাগের সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে কার্যকর হবে। এ কাঠামো অনুমোদিত হলে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে গণপূর্ত বিভাগের কাঠামো থেকে একটি করে মালীর পদ অবলুপ্ত হবে এবং উক্ত পদে কর্মরত মালী বিভাগীয় কমিশনারের কাঠামোতে আত্মীকৃত হবে।

কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৭৪। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় মাঠ পর্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সরকারী কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮০ সনে জেলা পর্যায়ে কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এবং টেনিং অব ট্রেনার্স প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৫ সনে ৩০শে জুন প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হলে প্রকল্পের কাজ ও তার নিম্নবর্ণিত জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছেঃ

ক **কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা**

১ × পরিচালক

১ × উপ-পরিচালক

১ × সহকারী পরিচালক

৮ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

৯ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

২০টি পদ

খ **৪ × জেলা কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট**

রংপুর

সিলেট

ফরিদপুর

বরিশাল

১ × উপ-পরিচালক

১ × সহকারী পরিচালক

৪ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

৫ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

১১ × ৪ = ৪৪

মোট = ক+খ = ৬৪টি পদ

৭৫। কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য জেলার সদর দপ্তরসহ কোন স্থানে নিজস্ব ভবন অথবা বরাদ্দকৃত কোন জায়গা নেই। ইনস্টিটিউটগুলি ভাড়া করা বাড়ীতে অবস্থিত। এজন্য প্রতি মাসে মোট ২৬,১৮০ টাকা বাড়ী ভাড়া প্রদান করতে হচ্ছে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে এ ইনস্টিটিউটের রাজস্ব বাজেটে টাকা ২২·৮৬ লক্ষ বরাদ্দ করা আছে। কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৪ সপ্তাহ মেয়াদী ৩০টি এবং ১ সপ্তাহ মেয়াদী ৫৬টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

৭৬। কর্মচারীদের কাজের মান উন্নয়নে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধীনে ৪টি আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির নিজস্ব ভবনসহ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির কার্যাবলী এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। এমতাবস্থায় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ২টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে কমিটি দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে। তাই

কমিটি কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিলুপ্তি সুপারিশ করছে। এ ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান কর্মকর্তা কর্মচারী আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ এবং সংগৃহীত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি আঞ্চলিক লোক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে বিতরণ করার সুপারিশ করা হল। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে ২২·৮৬ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে এবং একই কাজের জন্য দু'টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান চালু রাখার দায়িত্ব থেকে সরকার অব্যাহতি পাবে।

সরকারী পরিবহণ পুল

(সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর)

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৭৭। সরকারী কাজ কর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নৌযানসহ সকল প্রকার যানবাহন সংগ্রহ, বরাদ্দ ও গাড়ী চালকদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১১২২টি পদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। পরিবহণ পুল কেন্দ্রীয়ভাবে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের গাড়ী সংগ্রহ ও বরাদ্দের দায়িত্ব পালন করছে। উপরন্তু নিজস্ব যানবাহনসমূহের জ্বালানী সরবরাহ ছাড়াও পুলের পেট্রোল পাম্প থেকে রাজধানীতে অবস্থিত সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের গাড়ীতে জ্বালানী সরবরাহ করে থাকে। সরকারী যানবাহনের মেরামত পুলের ওয়ার্কশপে সম্পাদন করা হয়। কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুল নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করছেঃ

- ক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের গাড়ীর প্রয়োজনীয়তা যতদূর সম্ভব নিজস্ব সম্পদ দ্বারা পূরণ,
- খ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের গাড়ীসমূহের ধরণ, ব্যবহার, মেরামত, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন,
- গ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের মালিকানাধীন গাড়ীসমূহ কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলের বুকচার্জে আনয়ন এবং প্রাধিকার অনুযায়ী পুনঃ বরাদ্দ,
- ঘ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের গাড়ীসমূহে জ্বালানী সরবরাহ,
- ঙ সার্বক্ষণিক গাড়ী ব্যবহারকারী সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে পি ডিস্ক ও প্রত্যয়ন পত্র জারী করা।

সাংগঠনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটির রিপোর্টের পূর্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের গাড়ী এবং গাড়ী চালক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের গাড়ী কেন্দ্রীয় পুলের খাতায় অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে এবং গাড়ীচালকদের প্রশাসন ও পুলে অর্পণ করা হয়েছে। এতে সমন্বয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

৭৮। কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে গাড়ী সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের গাড়ী বরাদ্দ ও গাড়ীচালকের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। বিগত বছরের কাজের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবহণ সংক্রান্ত প্রকৃত কাজ সম্পাদনে নানা প্রকার জটিলতা দেখা যাচ্ছে। উপরন্তু গাড়ীচালকদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া যেখানে সরকার প্রশাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করছে সেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তাই কমিটি কেন্দ্রীয় পরিবহণ ব্যবস্থার সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করে প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থার সুপারিশ করছেঃ

ক মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ/সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটি/কমিশনের জন্য গাড়ীগুলি এবং সরকারী কাজে ব্যবহার্য সকল নৌযান কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুল ক্রয়, নির্মাণ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

খ সার্বক্ষণিক গাড়ী ব্যবহারের প্রাধিকার প্রাপ্ত সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের গাড়ী এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্যতা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের গাড়ীগুলি পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন ন্যস্ত করে গাড়ীচালকদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে আত্মীকরণ করতে হবে। এ ব্যবস্থায় প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এক মন্ত্রণালয় থেকে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলীর কারণে কখনও গাড়ী সংগে নিয়ে যাবেন না। কারণ গাড়ীগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

গ মন্ত্রণালয়/বিভাগের গাড়ী বড় ধরণের মেরামতে দীর্ঘ দিন আটকে পড়লে বদলী গাড়ী সরবরাহ এবং ঢাকার বাইরে থেকে সরকারী সফরে আগত অফিসারদের সাময়িক ব্যবহারের জন্য গাড়ী প্রদানের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় পুলে একটি ছোট আকারের রিজার্ভ পুল রাখা হবে। তবে এ পুলের গাড়ী কত থাকবে তা সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে গাড়ীচালকের লিভ রিজার্ভ পদ না রেখে সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের পদের উপর প্রচলিত নিয়মে একটি লিভ রিজার্ভ পুল কেন্দ্রীয় পরিবহণ পুলে রাখা হবে। এ সমস্ত গাড়ী বা গাড়ীচালক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমতিক্রমে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিতে পারবে। অবশ্য বাইরে থেকে আগত অফিসারদের লিখিত চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে পরিবহণ কমিশনার বর্তমান নিয়মে গাড়ী ব্যবহারের অনুমোদন দেবেন।

ঘ কেন্দ্রীয় পুলের অধীন বহুতল বিশিষ্ট নির্মিত গ্যারেজে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের গাড়ী রাখার জন্য পৃথক স্থান বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ গ্যারেজসমূহের পাহারার দায়িত্ব পুলকেই পালন করতে হবে।

ঙ বিকেন্দ্রীকরণের পর পুলের অধীন বিদ্যমান মোটরযান মেরামত কারখানাটি বছর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারী সংস্থার গাড়ীর বিল পরিশোধ সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় মোটরযান কারখানা মেরামত করবে এবং শর্ত থাকবে যে এ কারখানায় মেরামত সম্ভব না হলে সে মর্মে সার্টিফিকেটসহ গাড়ী অনুমোদিত অন্য কারখানা থেকে প্রচলিত নিয়মে দরপত্রের মাধ্যমে মেরামত করা যাবে। কারখানাকে রাজস্ব খাতের ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ অবশ্যই আয় করতে হবে। কারখানায় সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে দু' বছর পর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে অসন্তোষজনক পাওয়া গেলে কারখানাটি সম্পর্কে পুনঃ চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

চ পুলের অধীনে পরিচালিত কেন্দ্রীয় পেট্রোল পাম্প রাজধানীতে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের গাড়ীতে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে জ্বালানী সরবরাহ করবে। বাইরের পেট্রোল পাম্প থেকে সরকারী গাড়ীতে জ্বালানী ক্রয় ঢাকায় সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

ছ বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ তাদের গাড়ী ও চালকের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করবেন। তবে যেহেতু এ অফিসগুলি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত দপ্তর সেহেতু এ সব অফিসের এতদসংক্রান্ত বাজেট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

৭৯। কমিটির এ সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হলে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে বিদ্যমান পুলের সাংগঠনিক কাঠামো অনেক সংকুচিত হবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য পরিবহণ পুলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ একটি পূর্নাংগ সমীক্ষা পরিচালনা করে পরিবহণ পুলের জনবল এবং রিজার্ভ পুল ও গাড়ীচালকের রিজার্ভ পদ নির্ধারণ করবে। কমিটির সময়সীমার স্বল্পতার দরুণ এ সমীক্ষা পরিচালনা করে সুপারিশকৃত পুলের জনবল নির্ধারণ করা কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৮০। দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত অতীত ও বর্তমানের যাবতীয় তথ্যের জেলা ভিত্তিক সংগ্রহ, সংকলন, প্রকাশনা ও সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সনে এক সরকারী আদেশে জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। জেলা গেজেটিয়ার সংকলন ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি নিম্নবর্নিত পদের সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করে ঃ

১ × সাধারণ সম্পাদক

১ × সহসম্পাদক

৯ × গবেষণা অফিসার

১০ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

১০ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

মোট=৩১টি পদ।

১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে জেলা গেজেটিয়ার দপ্তরের জন্য ২১,৫৮,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ আছে।

৮১। বিদেশী প্রশাসকদের জেলাসমূহের সংগে পরিচিতি করার জন্য জেলা গেজেটিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলে পালন করতো। বর্তমানে সেই প্রেক্ষিত আর নেই। বৃটিশ আমলে প্রকাশিত গেজেটিয়ারসমূহকে আরকাইভস, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী এবং সচিবালয় গ্রন্হগারে শুধুমাত্র গবেষণা কাজের স্বার্থে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জেলায় এখন স্হানীয় উদ্যোগে জেলার ইতিহাস প্রকাশ করা হচ্ছে। তাছাড়া এমনিতেই দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষকরা বই লিখছেন এবং প্রকাশ করছেন। তাই সময়ের আবর্তে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তরের মাধ্যমে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের কোন প্রয়োজন নেই বলে কমিটি মনে করে। কমিটি জেলা গেজেটিয়ার দপ্তরের প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখেছে যে পুরাতন ১৯টি জেলার ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গেজেটিয়ার বাংলা ভাষান্তর করে শুধু তথ্যের হালনাগাদকরণসহ প্রকাশের দায়িত্ব এ দপ্তর পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা রয়েছে। অথচ গেজেটিয়ার প্রকাশিত হচ্ছে পুরাতন ১৯টি জেলার। এমতাবস্হায় জেলা গেজেটিয়ার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে চালু রাখা সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের দপ্তরটির বিলুপ্তি সুপারিশ করে প্রকাশিত ইংরাজী/বাংলায় ১৯টি জেলার গেজেটিয়ার বাংলাদেশ সচিবালয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী এবং জাতীয় আরকাইভসে রাখার সুপারিশ করা হল।

৮২। কমিটির এ সুপ্যারিশ বাস্তবায়িত হলে বছরে সরকারের প্রায় ২১,৫৮,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে। বিদ্যমান জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের দপ্তরের কর্মকর্তাগণ যেহেতু ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা সেহেতু তাঁদের স্ব স্ব দপ্তরে ফেরত পাঠালে এবং কর্মচারীগণকে বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে জনবল সম্পর্কিত কোন সমস্যা থাকবে না।

সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৮৩। সরকারের কেন্দ্রীয় ক্রয় সংস্থা হিসেবে সকল সরকারী ও আধা-সরকারী দপ্তর/সংস্থা সমূহের চাহিদা মোতাবেক সঠিক মানের পণ্য সুলভে ও যথা সময় ক্রয় ও সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে একটি সরকারী রিজলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৪১৬ টি পদের সমন্বয়ে সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১,৫৭,৫০,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

৮৪। কমিটি সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। বিগত তিন বছরের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, অধিদপ্তরটি ১৯৮৭ সনে ৫টি এবং ১৯৮৮ সনে ৪টি নতুন নথি খুলেছে। চিঠি পত্রের গ্রহণ ও জারীর হিসেবে ও দেখা যাচ্ছে যে, দৈনিক গড়ে ৩/৪ টি চিঠি পত্রের মধ্যে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রয়েছে। কারণ সরকার অধিকাংশ সরকারী প্রতিষ্ঠানকেই ঢালাও ভাবে সরাসরি ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয়ের কার্যক্রম ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে। যদিও সরকারের ক্রয় ম্যানুয়েল অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সকল সরকারী ক্রয় সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় সম্পাদন করা সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পরিপন্থী। তাছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারী পণ্য ক্রয়ের ফলে কোন কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের আধিক্য দেখা যায়। উপরন্তু এ সকল ক্রয়ের জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে অহেতুক সময় নষ্ট করতে হয়। তাই কমিটি মনে করে ক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যদি ক্রয় ম্যানুয়েল পুরাপুরি অনুসরণ করে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তা অধিকতর সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী হবে। তাছাড়া দ্রুততর ক্রয় নিশ্চিত করা যাবে। তাই সরবরাহ অধিদপ্তরের বিলুপ্তির ও সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মান রক্ষা ও ক্রয় ম্যানুয়েল অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে একটি নূতন পরিদর্শন অধিদপ্তর সৃষ্টির সুপারিশ করা হল। এ পরিদর্শন দপ্তর ক্রয়ের কার্যক্রম সরকারী ক্রয় ম্যানুয়েল অনুযায়ী যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা এবং ক্রয় কৃত পণ্য যথাযথ মানের কিনা তা পরিদর্শন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। সুপারিশকৃত পরিদর্শন অধিদপ্তরের মোট ৮৫টি জনবলের পদ থাকবে। এ পদগুলি বিলুপ্ত সরবরাহ অধিদপ্তরের সমমানের পদ দ্বারা পূরণ করা হবে। অবশ্য এ জন্য সুপারিশকৃত অধিদপ্তরের জনবল ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে কোন নতুন জনবল প্রদান করা হবে না। সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে একদিকে সরকারী ক্রয় ব্যবস্থা অধিকতর দ্রুত এবং সুষ্ঠু হবে অন্যদিকে ক্রয়ের ব্যাপারে সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি প্রতিফলিত হবে। উদ্বৃত্ত ৩৩১টি পদের জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরে সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে না। সুপারিশকৃত পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'চ-৫'এ দেখানো হলো।

আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৮৫। তদানীন্তন বৃটিশ ভারতে ২য় বিশ্ব যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সনে আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান আমলে আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রপ্তানী সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য এ দপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও একই কারনে এবং উদ্দেশ্যে এ দপ্তরের কার্যক্রম বহাল রাখার জন্য সরকারী আদেশ জারী করা হয়। আমদানী ও রপ্তানী (নিয়ন্ত্রণ) এ্যাক্ট ১৯৫০ এর অধীনে এ দপ্তরের কার্যাবলী সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত ৩টি আদেশ জারী করা হয়েছেঃ

ক রিভিউ, আপীল ও রিভিশন আদেশ, ১৯৭৭।

খ আমদানীকারক, রপ্তানীকারক ও ইনডেন্টর (রেজিষ্ট্রেশন) আদেশ, ১৯৮১।

গ লাইসেন্স ও পারমিট ফি আদেশ, ১৯৮৫।

উপরোক্ত আদেশসমূহ ছাড়াও ১৯৫০ সনের এ্যাক্টের অধীনে প্রতি বছর আমদানী নীতি আদেশ জারী করা হয়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য হারমোনাইজড পদ্ধতি ভিত্তিক তফসিল সংক্রান্ত এস আর ও নং ১৮১ আইন/৮৮ জারী করা হয়েছে।

৮৬। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি ২১টি পুরাতন জেলা ও ৪টি বিভাগীয় অফিস সমন্বয়ে ২৮৭টি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পদ দ্বারা আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ সাংগঠনিক কাঠামো বাস্তবায়ন করেনি। বরং প্রধান আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষরিত একটি সরকারী আদেশে ২৮৫টি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পদের সাংগঠনিক কাঠামোর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা বর্তমান আছে।

৮৭। কমিটির সদস্যবৃন্দ ময়মনসিংহ, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অফিসের প্রকৃত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে কাজের পরিধি ও কার্যভারের সংগে জনবলের একটি যুক্তিগ্রাহ্য অনুপাতের ভিত্তিতে আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। যেহেতু বর্তমানে ১২টি পুরাতন জেলায় অফিস রয়েছে সেহেতু কমিটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ১২টি জেলার অফিসই সংরক্ষণ করেছে। আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের কাজের প্রকৃতির জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অফিসে ১টি করে মোট ২টি মাইক্রো কম্পিউটার এবং ৪টি টারমিনাল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

৮৮। দেশের দ্রুত শিল্প উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট এর কার্যক্রম এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। শিল্পের আমদানী বিষয়াদির দায়িত্ব যদি সম্পূর্ণভাবে বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্টকে প্রদান করা হয় তবে শুধু এস. ই. এম এর মাধ্যমে আমদানীকৃত বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি এ দপ্তরের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তখন সে কাজের জন্য সুপারিশকৃত ১৬৫টি জনবলের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রয়োজন হবে না। সে ক্ষেত্রে এ সুপারিশকৃত সাংগঠনিক কাঠামোটি আরো সংকুচিত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ গ্রহণ করবে এ শর্ত সাপেক্ষে প্রণীত পরিশিষ্ট 'চ—৪' এর সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোটির বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হল।

কয়লা দপ্তর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৮৯। শিল্প ও অভ্যন্তরীণ জলযানে ব্যবহারের জন্য এবং দেশের সার্বিক কয়লার চাহিদা নিরূপণ করে তদনুযায়ী আমদানী করে নির্ধারিত মূল্যে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সনে এক সরকারী আদেশে কয়লা দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১১৩টি পদের সমন্বয়ে কয়লা দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে ২২টি নূতন কয়লা ডিপো স্থাপন করে সংস্থার মোট জনবল ৪২৬ তে উন্নীত করা হয়েছে। কয়লা দপ্তরের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে ৪২,২৭,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

৯০। কমিটি কয়লা দপ্তরের প্রকৃত কাজ বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে। ১৯৬০ সনে সরকারী যোগাযোগ খাতে কয়লার যে ব্যবহার ছিল সময়ের আবর্তে বর্তমান অবস্থায় তা আর নেই। রেল, শিল্প প্রতিষ্ঠান, জলযান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজে পূর্বে কয়লা একমাত্র জ্বালানী ছিল। বর্তমানে এ সব কাজে কয়লা ব্যবহার করা হচ্ছে না। এখন প্রধানতঃ ইট প্রস্তুতকরণ কাজেই কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই কমিটি মনে করে বেসরকারী কয়লা আমদানী কারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইট প্রস্তুত কারখানার মালিকদের কয়লা আমদানী লাইসেন্স/ পারমিট প্রদান করা হলে এবং কয়লা বাজারের উপর সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য টিসিবি এর মাধ্যমে আমদানীর ব্যবস্থা করা হলে কয়লা আমদানীর জন্য স্বতন্ত্র দপ্তরটির আদৌ প্রয়োজন থাকে না। এ ব্যবস্থায় ইট প্রস্তুত কারকগণ নিজেদের প্রয়োজন মাফিক কয়লা আমদানী করলে অহেতুক কয়লা দপ্তরের মাধ্যমে হয়রানী হতে হবে না। এ প্রসংগে উল্লেখ্য কয়লা দপ্তর এখনো বেসরকারী ইন্ডেন্টারদের মাধ্যমেই অধিক পরিমাণ কয়লা আমদানী করছে। টিসিবি শুধুমাত্র বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য অন্যান্য দ্রব্যাদির ন্যায় কয়লা আমদানী করে কয়েকটি ডিপোতে রাখবে এবং প্রয়োজনমত অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় করবে। কমিটি এ বিবেচনায় বিদ্যমান কয়লা দপ্তরটি বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। তবে জনবল সহ বিভিন্ন স্থানের বর্তমান ৮টি ডিপো টিসিবি-র নিকট হস্তান্তরের সুপারিশ করছে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে এ দপ্তরের প্রশাসনিক কাজের ব্যয়ের অর্থ প্রায় ৪২,২৭,০০০ টাকা সাশ্রয় হবে এবং দপ্তরের গাড়ী/অফিস সরঞ্জামাদি সরকার অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। কয়লা দপ্তরের অবশিষ্ট জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ বিষয়ে কোন সমস্যা থাকবে না।

রেজিস্ট্রার অব ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট ও ডিজাইন

শিল্প মন্ত্রণালয়

৯১। ১৯৪০ সনের পণ্য প্রতীক আইনের আলোকে শিল্পায়ন ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ পণ্য প্রতীক দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারকের স্বত্ব ও মৌলিক নক্শার উদ্ভাবকের স্বত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইন ১৯১১, প্যাটেন্ট ও ডিজাইন বিধি ১৯৩৩ এবং গোপনীয় প্যাটেন্ট বিধি সম্পর্কীয় যাবতীয় কাজের নিষ্পত্তির জন্য পেটেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি স্বতন্ত্র এ দপ্তর দু'টির জন্য পৃথক পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। কাজের প্রকৃতি ও ধরণ বিবেচনা করে অতি সম্প্রতি দপ্তর দু'টি একীভূত করে প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর গঠন করার

একটি সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে। নবগঠিত অধিদপ্তরটিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু নবসৃষ্ট এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয় নাই।

৯২। কমিটি এ নবসৃষ্ট অধিদপ্তরটির কাজের প্রকৃতি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। যেহেতু অধিদপ্তরটি পণ্য প্রতীক এবং প্যাটেন্ট ও ডিজাইনের রেজিষ্ট্রিসহ আধা বিচার বিভাগীয় কাজ করবে সেহেতু কাজের সংগে অধিদপ্তরটির নামের একটি অর্থপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয় বলে কমিটি মনে করে। অন্যান্য দেশে যেমন মালয়েশিয়া, হংকং, সিংগাপুর, শ্রীলংকা, তানজানিয়া, কেনিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে অনুরূপ এ দপ্তরের নাম রেজিষ্ট্রার অব ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট ও ডিজাইন। এ বিবেচনায় কমিটি একীভূত অধিদপ্তরের নাম রেজিষ্ট্রার অব ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট ও ডিজাইন করার সুপারিশ করছে। কমিটি নবগঠিত অধিদপ্তরের কাজের ধরণ ও পরিধি এবং কার্যভারের সংগে জনবলের একটি যুক্তিগ্রাহ্য অনুপাতের ভিত্তিতে সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোতে কাজের প্রয়োজনে ২টি অতিরিক্ত পদ (১ × অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার, ১ × ডেপুটি রেজিষ্ট্রার) সুপারিশ করা হলেও পূর্বোক্ত অনুমোদিত মোট পদ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১০টি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। বর্তমান প্যাটেন্ট অফিসটি মাসিক ২৬,০০০ টাকা এবং পণ্য প্রতীক দপ্তরটি ১৪,০০০ টাকা বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে। কমিটি নবসৃষ্ট অধিদপ্তরটিকে কোন একটি সরকারী ভবনে স্থানান্তর করার সুপারিশ করছে। তাতে মাসিক বাড়ীভাড়া ক্ষেত্রে ৪০,০০০ টাকা সাশ্রয় হবে। সরকারী ভবনে স্থানান্তর সম্ভব না হলে একটি ভাড়া বাড়ীতে সম্পূর্ণ দপ্তরটিকে স্থাপন করতে হবে যাতে বাড়ীভাড়া বাবদ সরকারের অর্থ ব্যয় অনেকাংশে কম হয়। বিধি মোতাবেক উদ্বৃত্ত ১০টি পদের জনবল অন্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণের সুপারিশ করা হল। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট ও ডিজাইন এর সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'চ—৬' দেখান হল।

মূল্য ও বাজার তথ্য অধিদপ্তর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৯৩। ১৯৫৬ সনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩ নং ধারার ক্ষমতা বলে প্রণীত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৮১ এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে মূল্য ও বাজার তথ্য অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের স্বর্ণ (সংগ্রহ, মওজুদ ও বিতরণ) আদেশ ১৯৮৭ এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও এ দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মূলতঃ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে দ্রব্য মূল্যের বাজার দর সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ ছাড়াও জেলা প্রশাসক কর্তৃক ডিলারশীপ লাইসেন্স প্রদানের কাজে সহায়তা প্রদান করা মূল্য ও বাজার তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১২৬টি পদের সমন্বয়ে মূল্য ও বাজার তথ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত আরো ৩২টি পদ এ দপ্তরের সংগঠনে যুক্ত হয়েছে। এ দপ্তরের জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৫০,০০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ আছে।

৯৪। কমিটি মাঠ পর্যায়ে কয়েকটি অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিগত বছরের প্রকৃত সম্পাদিত কার্যাবলীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্য ও বাজার তথ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম পুংখানুপুংখ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেছে। মূল্য ও বাজার তথ্য দপ্তর যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে তার চেয়ে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে। দপ্তরটি তার বিদ্যমান বৃহত্তর ২১টি জেলার সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই করেও দেখা হয়েছে। সংগৃহীত এ সকল

Public Administration Training Centre Savar Dhaka Estd. 1984

তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের সংগে বিশ্লেষন করা হলে অকার্যকর হিসাবে প্রমানিত হয়। অকার্যকর বাজার তথ্য সতন্ত্রভাবে একটি দপ্তরের মাধ্যমে সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে বলে কমিটি মনে করে না। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৮১ এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বর্ণ (সংগ্রহ, মওজুদ ওবিতরন) আদেশ ১৯৮৭ এর বর্ণিত দায়িত্বসমূহ প্রকৃত পক্ষে স্ব—স্ব এলাকার জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে এ দপ্তরের ভূমিকা গৌণ বলে কমিটি মনে করে। অন্যদিকে ঔষধের মূল্যে নির্ধারণের দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত ঔষধ প্রশাসন অফিসে স্হানান্তর হওয়ার ফলে মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব এ দপ্তরকে পালন করতে হচ্ছে না। এমতাবস্হায়, কমিটি সামগ্রিকভাবে মূল্য ও বাজার তথ্য অধিদপ্তরের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে দপ্তরটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে ৫০,০০,০০০ টাকা সাশ্রয় হবে এবং একটি অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরকার রেহাই পাবে। অবলুপ্ত এ দপ্তরের বিদ্যমান জনবল প্রচলিত বিধি অনুসরণ করে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা যাবে। গাড়ী ও অফিস সরঞ্জামাদি সরকারের অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এখন থেকে নিয়মিত সকল প্রকার বাজার তথ্য সংগ্রহ করে সংকলণ করবে। এ জন্য ব্যুরোতে কোন অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হবে না। জেলা প্রশাসন/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ স্ব—স্ব এলাকায় ডিলারশীপ লাইসেন্স প্রদান করে যাবেন। সংশ্লিষ্ট আইনের ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণী বিন্যাস দপ্তর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,

৯৫। এগ্রিকালচারাল গ্রেডিং এন্ড মার্কিং এ্যাক্ট ১৯৩৭ এর অধীন বৃটিশ ভারতে কৃষি পণ্য বিপনন ও শ্রেণী বিন্যাস দপ্তরটি প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়। পাকিস্তান আমলে দপ্তরটির প্রধান কার্যালয় করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চট্টগ্রাম ও খুলনায় শাখা অফিস স্হাপন করা হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দপ্তরটির কার্যক্রম অব্যহত রাখা হয় এবং কৃষি পণ্য, পশুজাত দ্রব্য, মাছ ও মাছ জাত পণ্য রপ্তানীর উদ্দেশ্যে এদের রপ্তানীপূর্ব বাধ্যতামূলক মান ও গুণ নিয়ন্ত্রণপূর্বক সনদ প্রদানের কার্য সম্পাদন করে আসছে। দপ্তরটি মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৭৯ সনে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র দপ্তর হিসাবে স্হানান্তর করা হয়।

৯৬। সাংগঠনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি কৃষি পণ্য বিপনন ও শ্রেণীবিন্যাস দপ্তরের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত ৫৪টি পদের সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে। কিন্তু রিভিউ কমিটি এ দপ্তরটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকার প্রয়োজন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মন্ত্রিপরিষদকে অনুরোধ করে। কিন্তু এ বিষয়ে আজও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

৯৭। কমিটি কৃষি পণ্য বিপনন ও শ্রেণীবিন্যাস দপ্তরের প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে। বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার (BSTI) যেখানে সকল প্রকার পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস সহ মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সেখানে এ স্বতন্ত্র দপ্তরটি কোন কার্যকর ভূমিকা সম্পাদন করতে পারে না। এমতাবস্হায় দপ্তরটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে কমিটি মনে করে না। এ দপ্তরের পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতি বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে স্হানান্তরের মাধ্যমে দপ্তরটি বিলুপ্তির সুপারিশ করা হল। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বছরে প্রায় ২৫,৬৫,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে। বিদ্যমান জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরে সমমানের শূন্যপদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা যাবে।

পাট ও পাট পণ্য পরিদর্শন দপ্তর,

পাট মন্ত্রণালয়

৯৮। রপ্তানী পূর্বে সমস্ত পাট পণ্যের বাধ্যতামূলক মান পরিদর্শন ও রপ্তানীর মান সম্পর্কীয় প্রত্যায়ন পত্র জারীর উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে একটি সরকারী আদেশের মাধ্যমে পাট ও পাট পণ্য পরিদর্শন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে বিলুপ্ত বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থার কার্যাবলী (রপ্তানীতব্য কাঁচা পাটের সুষ্ঠু মান পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানীপূর্ব মান পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যাবলী) এ দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১১৬টি পদের সমন্বয়ে পাট ও পাট পণ্য পরিদর্শন দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৭২,৩০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

৯৯। কমিটি পাট ও পাট পণ্য পরিদর্শন দপ্তরের প্রকৃত কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। এ দপ্তরের কাজের সংগে পাট অধিদপ্তরের কাজের অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ক্ষেত্রেই দুটি স্বতন্ত্র দপ্তর একই প্রকার দায়িত্ব পালন করছে। পাট অধিদপ্তর ১৯৪৮ সন থেকে যে সকল কাজ করে আসছে তার একটি অংশ ১৯৭৮ সনে পাট ও পাট পণ্য পরিদর্শন দপ্তর সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করা যুক্তিসংগত নহে বলে কমিটি মনে করে। তাছাড়া দপ্তরের বিগত বছর গুলির কার্যভারের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, দপ্তরটি সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেনি যা পাটের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। দপ্তরটির কাজের মধ্যে রয়েছে পাট কলসমূহের পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ। যেখানে প্রতিটি পাটকল প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিজস্বভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে এ দপ্তরের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কমিটি মনে করে না। দপ্তরটির অন্য একটি কাজ হচ্ছে পাটকল সমূহকে কারিগরী জ্ঞান দান। দপ্তরের অনুমোদিত জনবলের মধ্যে এ কাজ করার জন্য কোন বিশেষ জনবল নাই। তাই এ ধরনের কাজ এ দপ্তরের মাধ্যমে করা আদৌ সম্ভব নয়।

১০০। কমিটি মনে করে পাট অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করা হলে এ স্বতন্ত্র দপ্তরটির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাই এ দপ্তরটি বিলুপ্তির সুপারিশ করা হলো। প্রয়োজনে রপ্তানিজাত পাট পরিদর্শন করার জন্য পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরে একটি করে ছোট পরিদর্শন শাখা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সমীক্ষার পর স্থাপন করার পক্ষে সুপারিশ রাখা হল। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে এ অকার্যকর দপ্তরটি বিলুপ্ত হবে এবং সরকারের বছরে প্রায় ৭২,৩০,০০০ টাকার সাশ্রয় হবে। উপরন্তু বিলুপ্ত এ দপ্তরের গাড়ী ও অফিস সরঞ্জামাদি সরকারের অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যাবে। বিদ্যমান উদ্বৃত্ত জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে না।

বস্ত্র দপ্তর

বস্ত্র মন্ত্রণালয়

১০১। বস্ত্র শিল্পের সামগ্রিক অনুমোদন, রেজিষ্ট্রেশন, লাইসেন্স এর সুপারিশ, স্থানীয় কাঁচামালের সুপারিশ, শিল্প নীতিমালাসহ ইনভেষ্টমেন্ট সিডিউল তৈরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে বস্ত্র দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি এ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছেঃ

ক ৬ × জেলা টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট ঃ ২ বৎসর মেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ দান।

খ ২৭ × ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় ও প্রদর্শক দল ঃ ১ বৎসর মেয়াদী আর্টিজেন কোর্সে প্রশিক্ষণ দান।

সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৪৯২টি পদের সমন্বয়ে বস্ত্র দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ১৯০ লাখ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন ৫৬·০০ লাখ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১০২। কমিটি বস্ত্র দপ্তরের কার্যাবলী পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে পর্যালোচনা করেছে। বর্তমানে বস্ত্র সম্পর্কিত কাজ বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি দপ্তর/সংস্থা সম্পাদন করে। যেমন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো পোষাক শিল্পের বিতরণ, কোটা মনিটরিং ও কোটা আপীল ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করে। বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড হস্তচালিত তাঁতের সুতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য আমদানী লাইসেন্স প্রদান, ১৯ লুম পর্যন্ত রেজিষ্ট্রেশন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। অপরদিকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা টেইলারিং ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং এর উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। উপরন্তু বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন সাভারে টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ কেন্দ্র সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে বস্ত্রপেশা ভিত্তিক ব্যক্তিবর্গকে টেক্সটাইল প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

১০৩। অতি সম্প্রতি সরকার বেসরকারী খাতে সকল প্রকার শিল্প বিনিয়োগ উৎসাহ দান এবং শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বিনিয়োগ বোর্ড স্থাপন করেছে। বস্ত্র দপ্তরের কার্যাবলী ও বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বস্ত্রখাতে বস্ত্র দপ্তর এতদিন স্বতন্ত্রভাবে যে সকল কাজ করে আসছে বিনিয়োগ বোর্ড সামগ্রিকভাবে এ সকল কাজ সম্পাদন করবে। শিল্প স্থাপনের জন্য ইতিপূর্বে যে সকল অসুবিধা ছিল তা দূর করার জন্যই বিনিয়োগ বোর্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় একই কাজের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বস্ত্র দপ্তরের অস্তিত্ব বিনিয়োগ বোর্ড সৃষ্টিব উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কমিটি তাই বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে বস্ত্র অধিদপ্তরের অবলুপ্তির সুপারিশ করছে। **বর্তমানে যে সকল কাজ বস্ত্র দপ্তর করে আসছে তা এখন থেকে বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ড সম্পাদন করবে। বস্ত্র দপ্তরের যে কার্যাবলী দেওয়া আছে তা বস্ত্র মন্ত্রণালয়** সৃষ্টির পূর্বে দেওয়া ছিল। বস্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টির প্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত কোন কাজেই দপ্তরের মাধ্যমে করা উচিত নয়। তাই বস্ত্র দপ্তরের বিলুপ্তি করা হলে কাজের কোন অসুবিধা হবে বলে কমিটি মনে করে না। কমিটি আরও মনে করে বিদ্যমান ৬টি জেলা টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তর করা যুক্তিসংগত হবে এবং যে ২৭ × ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় ও প্রদর্শক দল রয়েছে তার দায়িত্ব

হ্যান্ডলুম বোর্ড/বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীন ন্যস্ত করা যায়। যেহেতু এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমানে উভয় সংস্থা পরিচালন করছে সেহেতু এ গুলি স্থানান্তর করা হলে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরও ব্যাপক ও কার্যকর হবে। কমিটির এ সুপারিশে কাজের ডুপ্লিকেশন এড়ান যাবে এবং বছরে সরকারের রাজস্বখাতে প্রায় ১১০ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে। বিদ্যমান জনবল প্রচলিত বিধি অনুসরণ করে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমমানের শূণ্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হলে কোন সমস্যা থাকবে বলে কমিটি মনে করে না। অবলুপ্ত দপ্তরের গাড়ী ও অফিস সরঞ্জামাদি সরকার অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

১০৪। শ্রম বাজার তথ্য সংকলন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ ও বাস্তব কর্মভিত্তিক সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলতঃ এ দপ্তর দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে থাকে। কমিটি এ দপ্তরের কার্যক্রমের সামগ্রিক পর্যালোচনা না করে শুধু বৃহত্তর জেলার সংগঠন, জনবল এবং প্রকৃত সম্পাদিত কাজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে। কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, ও পটুয়াখালী জেলার জনশক্তি কর্মসংস্থান দপ্তরের কর্মকর্তাদের সংগে বিগত বৎসরের প্রকৃত সম্পাদিত কাজ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছে। এ দপ্তরের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কেউ চাকুরী পেয়েছে এমন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারেনি। এ দপ্তরগুলি বেকার জনশক্তির রেজিষ্ট্রিকরণ কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে কেউ লাভবান হচ্ছে না। তাই এ দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। জেলা জনশক্তি কর্মসংস্থান দপ্তরের বিগত বছরের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হলে এসত্য প্রমানিত হয়। জেলা জনশক্তি কর্মসংস্থান দপ্তর স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান ব্যবস্থা শক্তিশালী করণের পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনা করছে। সোনালী ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় জেলা জনশক্তি কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে অত্যন্ত সীমিত অবয়বে পল্লী অঞ্চলে পেশা ভিত্তিক গ্রুপ গঠন পূর্বক বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও কারিগরী প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান কাজ করে থাকে। যুব অধিদপ্তর; সমাজ সেবা অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড; গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি সংস্থা পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে যাচ্ছে। বস্তুতঃ ঐ সকল দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে পল্লী অঞ্চলে অনুরূপ কাজ করার জন্য। এমতাবস্থায় একই ধরণের কাজ জেলা জনশক্তি কর্মসংস্থান দপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের অধীন করা যুক্তিসংগত বলে কমিটি মনে করে না। কমিটি মনে করে এ ধরণের কাজ জেলা জনশক্তি কর্মসংস্থান দপ্তরের করার কোন প্রয়োজন নেই। এতে শুধু কাজের ডুপ্লিকেশন এবং পল্লী অঞ্চলের কাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই কমিটি সামগ্রিক ভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে এবং বিগত বছরের জেলা জনশক্তি কর্মসংস্থান দপ্তরের কাজের মূল্যায়নের পর এ দপ্তরটির জেলা ভিত্তিক কার্যক্রম বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের অপ্রয়োজনীয় অকার্যকর কাজের দপ্তরের সংখ্যা হ্রাস করা যাবে। এতে বর্তমান ২১টি জেলা অফিসের সর্বমোট ২৩১টি কর্মকর্তার পদ সহ মোট ২১০ টি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর

পদ অবলুপ্ত করা যাবে। তাছাড়া বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য খাতে সরকারের অনেক রাজস্ব ব্যয় বাঁচবে। বিভিন্নস্থানে অবস্থিত এ বিভাগের নিজস্ব ভবনসমূহ একই মন্ত্রণালয়ের অন্য কাজে ব্যবহার করা সম্ভব না হলে অন্য যে কোন উপযুক্ত ও জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিবন্ধন দপ্তর

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়

১০৫। বিবাহ, তালাক ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ের নিবন্ধীকরণের কার্যাবলী সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ২১৮৮টি পদের সমন্বয়ে নিবন্ধন দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ৮,৯৬,৯৪,০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১০৬। কমিটি নিবন্ধন দপ্তরের কার্যক্রম প্রধানতঃ জমি হস্তান্তরের নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সামগ্রিক পর্যালোচনা করেছে। ভূমি ও ভূমির উপর অবস্থিত সম্পত্তি বিক্রয় বা দান সহ অন্যান্য হস্তান্তর জনিত দলিল রেজিস্ট্রেশন কাজ জেলা রেজিষ্ট্রার অথবা সাব-রেজিস্টারগণ করে থাকেন। হস্তান্তরিত জমি সম্বন্ধে কোন তথ্য রেজিষ্ট্রারগণ আলাদাভাবে সুস্পষ্ট কোন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন না। তাঁরা তাঁদের মুখ্য রেজিস্টারে কেবলমাত্র সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিলটির অবিকল নকল অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ব্যবস্থায় নিবন্ধীকরণের পূর্বে মালিকানা সম্বন্ধে কোন যাচাই করা হয় না বলে বহু সম্পত্তির ভূয়া দাবীদার সম্পত্তি নিবন্ধকরণ করতে পারে। ফলে একই জমি একাধিকবার বিক্রয় থেকে শুরু করে নানাবিধ অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের আদালতসমূহে অধিকাংশ মামলা এ সমস্ত কারণেই হচ্ছে বলে কমিটি মনে করে। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রারগণ হস্তান্তর দলিল নিবন্ধীকরণের যে সকল পূর্ব শর্ত আরোপ করে থাকেন তাতে জমির প্রকৃত মালিক এগুলো হস্তান্তর করলেন কিনা এটা যাচাই করার কোন সুযোগ নেই। অধ্যাদেশ ৯৮/৭২ অথবা ২/৮৪ এর অধীনে সম্পত্তি অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কীয় বিধান লংঘন করা হল কিনা তাও যাচাই করার সুযোগ নেই। তদুপরি ক্রয় বিক্রয়ের সংগে সংগে নাম জারীর ব্যবস্থা চালু না থাকায় ভূয়া দলিল তৈরী করে একাধিক হস্তান্তর শুধু ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে নয় বরং খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টির সুযোগ আছে এবং অহরহ তা করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন আইনের আওতায় জমির দলিল রেজিষ্ট্রি হলেও ১৮৮২ সনের সম্পত্তি আইন ও ১৯৫০ সনের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন ও বিধিমালা এবং তৎপরবর্তীতে প্রণীত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আইন জমি হস্তান্তরের সাথে অংগা অংগি ভাবে জড়িত। প্রজাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ভূমি প্রশাসনের স্বার্থে জমি হস্তান্তর সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজকর্ম একই সাথে পরিচালিত হওয়া এবং জমি ক্রয় বিক্রয়ের সংগে সংগে তাৎক্ষনিকভাবে নাম জারীর পদ্ধতি চালু করা বাঞ্ছনীয়।

১০৭। এ বিবেচনায় জমি হস্তান্তরের নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ উপ জেলার সহকারী কমিশনার ভূমির উপর ন্যস্ত করা হলে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য উপস্থাপন করার সময় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে রেকর্ড যাচাই করে রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারগুলোতে এটা সংগে সংগে লিপিবদ্ধ করে নামজারী ও বিভাজন সম্পূর্ণ করে রেকর্ড সংশোধন সহ নিবন্ধীকরণের পর একই সাথে পরচাও প্রদান করা যাবে। এতে ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা বহুলাংশে কমে যাবে এবং আদালতে মামলার সংখ্যাও কমে যাবে। উপরন্তু ভূয়া মালিক কর্তৃক হস্তান্তর, দলিল জালকরণ ইত্যাদি বন্ধ করা সম্ভব হবে। এতে খাজনা আদায়সহ ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পরবর্তীতে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত কাজে প্রভূত সুবিধা হবে।

১০৮। কমিটি ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা, জমি হস্তান্তর জনিত কারণে রেকর্ডপত্র তাৎক্ষণিক সংশোধন করা, ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয় এবং সর্বোপরি ভূমি আইনের সঠিক বাস্তবায়নের প্রয়োজনে জমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধীকরণের সকল প্রকার কার্যাবলীর সামগ্রিক পর্যালোচনার পর বিদ্যমান নিবন্ধন দপ্তর থেকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর উপর ন্যস্ত করে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে জমি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধকরণের সুপারিশ করছে।

১০৯। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর জমি হস্তান্তরের সকল প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের কাজ করবেন। আইন সংশোধনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে কালেক্টর হিসাবে জমি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধীকরণের তদারকি কর্মকর্তা করতে হবে। জমি হস্তান্তর করার জন্য যথাযথ ষ্ট্যাম্প কাগজের মূল দলিলের একটি কপি ও তৎসহ দুটি ফটোকপি প্রতিক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট নিবন্ধীকরণের সময় উপস্থাপন করতে হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিবন্ধীকারক হিসাবে হস্তান্তর জনিত রেকর্ডে পরিবর্তন/সংশোধন করে নাম জারী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট দলিলের নিবন্ধন করবেন এবং নিবন্ধীকৃত জমির নতুন মালিককে মূল দলিলটি ফেরত দেবেন এবং একই সাথে সংশোধিত পরচা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে দেবেন। নিবন্ধনকৃত দলিলের এক প্রস্থ ফটো কপি যথাযথ নিবন্ধন নম্বর/ইনডেক্স সহ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে মাইক্রোফিস এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষনের জন্য প্রেরণ করা হবে। এক প্রস্থ ফটোকপি সহকারী কমিশনারের অফিসে যথাযথভাবে সর্ব্বোচ্চ পাঁচ বৎসর সংরক্ষণ করা হবে। বর্তমানে দলিল যে ধরণের লেখা হয় তা পরিবর্তন করে ভূমি মন্ত্রণালয় একটি প্রফোরমা তৈরী করবে যা ষ্ট্যাম্প কাগজে এক পৃষ্ঠায় সংকুলান হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ পরিচয়, জমির বিবরণ, বিক্রয়মূল্য এবং সাক্ষীগণের পরিচয় সম্বলিত একটি প্রোফরমা চালু করা হলে বর্তমান কঠিন ভাষা ও দীর্ঘ দলিল লিখন প্রথা আধুনিকীকরণ করা সম্ভব হবে। দান সংক্রান্ত দলিলে জমির মূল্যের স্থানে দানসূত্রে হস্তান্তর কথাগুলি লিখে দেয়া হবে। এ ব্যবস্থায় জমি হস্তান্তর দলিলের কেন্দ্রীয়ভাবে মাইক্রোফিস এর স্থায়ী সংরক্ষণ করা হলে বিদ্যমান দলিল সংরক্ষণের ব্যবস্থা থেকে এটা অধিকতর বিজ্ঞান ভিত্তিক হবে। ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। দলিলে জমির যে মূল্য দেখানো হবে তা এলাকার প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কম হলে সহকারী কমিশনার দলিল রেজিষ্ট্রি অগ্রাহ্য করতে পারবেন। এর ফলে হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি বাবদ সরকারের আয় বহুগুণ বেড়ে যাবে। ব্যাংক ঋণের জন্য কেউ জমি বন্ধক দিলে সহকারী কমিশনার সংশ্লিষ্ট ভূমি রেকর্ডে এ বন্ধকের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। এতে একই জমি অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বন্ধ হবে। অন্যদিকে অবাঞ্ছিত উচ্চমূল্য লিখে ব্যাংক থেকে অন্যায়ভাবে বেশী টাকা ঋণ নেয়ার উপর ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা যাবে।

১১০। কমিটি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাবলী (Charter of duties) পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। তাঁকে বিদ্যমান কাজের অতিরিক্ত জমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধীকরণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ করতে হবে। তাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর

১০৮। কমিটি ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা, জমি হস্তান্তর জনিত কারণে রেকর্ডপত্র তাৎক্ষণিক সংশোধন করা, ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয় এবং সর্বোপরি ভূমি আইনের সঠিক বাস্তবায়নের প্রয়োজনে জমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধীকরণের সকল প্রকার কার্যাবলীর সামগ্রিক পর্যালোচনার পর বিদ্যমান নিবন্ধন দপ্তর থেকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর উপর ন্যস্ত করে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে জমি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধকরণের সুপারিশ করছে।

১০৯। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর জমি হস্তান্তরের সকল প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের কাজ করবেন। আইন সংশোধনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে কালেক্টর হিসাবে জমি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধীকরণের তদারকি কর্মকর্তা করতে হবে। জমি হস্তান্তর করার জন্য যথাযথ ষ্ট্যাম্প কাগজের মূল দলিলের একটি কপি ও তৎসহ দুটি ফটোকপি প্রতিক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট নিবন্ধীকরণের সময় উপস্থাপন করতে হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিবন্ধীকারক হিসাবে হস্তান্তর জনিত রেকর্ডে পরিবর্তন/সংশোধন করে নাম জারী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট দলিলের নিবন্ধন করবেন এবং নিবন্ধীকৃত জমির নতুন মালিককে মূল দলিলটি ফেরত দেবেন এবং একই সাথে সংশোধিত পরচা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে দেবেন। নিবন্ধনকৃত দলিলের এক প্রস্থ ফটো কপি যথাযথ নিবন্ধন নম্বর/ইনডেক্স সহ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে মাইক্রোফিস এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষনের জন্য প্রেরণ করা হবে। এক প্রস্থ ফটোকপি সহকারী কমিশনারের অফিসে যথাযথভাবে সর্ব্বোচ্চ পাঁচ বৎসর সংরক্ষণ করা হবে। বর্তমানে দলিল যে ধরণের লেখা হয় তা পরিবর্তন করে ভূমি মন্ত্রণালয় একটি প্রফোরমা তৈরী করবে যা ষ্ট্যাম্প কাগজে এক পৃষ্ঠায় সংকুলান হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ পরিচয়, জমির বিবরণ, বিক্রয়মূল্য এবং সাক্ষীগণের পরিচয় সম্বলিত একটি প্রোফরমা চালু করা হলে বর্তমান কঠিন ভাষা ও দীর্ঘ দলিল লিখন প্রথা আধুনিকীকরণ করা সম্ভব হবে। দান সংক্রান্ত দলিলে জমির মূল্যের স্থানে দানসূত্রে হস্তান্তর কথাগুলি লিখে দেয়া হবে। এ ব্যবস্থায় জমি হস্তান্তর দলিলের কেন্দ্রীয়ভাবে মাইক্রোফিস এর স্থায়ী সংরক্ষণ করা হলে বিদ্যমান দলিল সংরক্ষণের ব্যবস্থা থেকে এটা অধিকতর বিজ্ঞান ভিত্তিক হবে। ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। দলিলে জমির যে মূল্য দেখানো হবে তা এলাকার প্রচলিত মূল্যের চেয়ে কম হলে সহকারী কমিশনার দলিল রেজিষ্ট্রি অগ্রাহ্য করতে পারবেন। এর ফলে হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি বাবদ সরকারের আয় বহুগুণ বেড়ে যাবে। ব্যাংক ঋণের জন্য কেউ জমি বন্ধক দিলে সহকারী কমিশনার সংশ্লিষ্ট ভূমি রেকর্ডে এ বন্ধকের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। এতে একই জমি অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বন্ধ হবে। অন্যদিকে অবাঞ্ছিত উচ্চমূল্য লিখে ব্যাংক থেকে অন্যায়ভাবে বেশী টাকা ঋণ নেয়ার উপর ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা যাবে।

১১০। কমিটি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাবলী (Charter of duties) পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। তাঁকে বিদ্যমান কাজের অতিরিক্ত জমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধীকরণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ করতে হবে। তাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর

সংগে সাহায্যকারী কর্মকর্তা না থাকলে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে অসুবিধা হবে। তাই সম্ভাব্য কার্যভার বিবেচনায় কমিটি প্রতিটি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির সুপারিশ করছেঃ

১ × উপ-সহকারী ভূমি রেজিষ্ট্রার ঃ (বিদ্যমান সাব-রেজিষ্ট্রারের বেতন স্কেলে)।

১ × মোহরার (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে এই পদের জন্য বিদ্যমান স্কেল)।

এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য মেট্রোপলিটন থানা সহ মোট ৪৮১ টি সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিসে মোট ৯৬২টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করতে হবে। এ পদ বিদ্যমান নিবন্ধন দপ্তরের উদ্বৃত্ত সাব-রেজিষ্ট্রার ও মোহরারদের দ্বারা পূরণ করা হবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় এবং জমি হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধীকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে সরকারের ভূমি নীতি বাস্তবায়ন সহজ হবে। অধিকন্তু রাজস্ব আদায় বহুগুণ বেড়ে যাবে।

১১১। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যমান নিবন্ধন দপ্তরের কার্য্যাবলী থেকে প্রধান কাজ জমি নিবন্ধীকরণ ভূমি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হলে ঐ দপ্তরের কার্যক্রম একেবারে কমে যাবে। এ দপ্তর জমির দলিল রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া বাকী সকল প্রকার রেজিষ্ট্রেশন কাজ করবে এবং বিবাহ নিবন্ধনকারীদের কাজ পরিদর্শন করবে। দেখা যায় সাধারণভাবে উপজেলা পর্যায় জমির দলিল রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া অন্য কোন রেজিষ্ট্রেশন কাজ হয় না। তাই কমিটি মনে করে উপজেলা পর্যায়ে এ দপ্তরের অফিস থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া নিবন্ধীকরণ জনিত অন্য যে সকল কাজ এ দপ্তরের করতে হবে তার পরিমাণ খুব একটা বেশী হবে বলে কমিটি মনে করে না। কার্যভারের সামগ্রিক বিবেচনা, জনবলের সংগে যুক্তিগ্রাহ্য অনুপাতের ভিত্তিতে কমিটি নিবন্ধন দপ্তরের সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে যা পরিশিষ্ট 'চ—৭'এ দেখান হল।

১১২। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান নিবন্ধন দপ্তরের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। বিবাহ নিবন্ধীকরণ অফিস সমূহের তদারকি করে জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু এ কাজের জন্য জনবল অনেক কম প্রয়োজন হবে। সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে উদ্বৃত্ত জনবল প্রচলিত বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদে আত্তীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে আর কোন সমস্যা থাকবে না। জেলা শহরের বাইরে বিদ্যমান সাব রেজিষ্ট্রী অফিসসমূহের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অধীনে স্থানান্তর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৯৮১টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করা হলে পরবর্তীকালে এই সকল পদ অথবা এর একটি বৃহৎ অংশ একই মন্ত্রণালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য পদোন্নতির পদ হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হবে। এতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের বিরাট সংখ্যক তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বাড়বে এবং সঠিকভাবে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধিত হবে বলে কমিটি মনে করে।

১১৩। কালেক্টর হিসাবে জেলা প্রশাসককে তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করার ফলে সহকারী কমিশনার কোন ক্ষেত্রে দলিল রেজিষ্ট্রি প্রত্যাখান করলে অথবা কোন রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল সম্পর্কে অনিয়মের অভিযোগ আসলে ব্যক্তিগতভাবে অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় (মৌজায় অথবা তহশীল অফিসে) স্থানীয় তদন্তের পর কালেক্টর কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক আদেশ প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে কার্যক্রম যথাযথ তদারকি এবং অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ রোধ করা সম্ভব হবে।

গণপূর্ত অধিদপ্তর,

পূর্ত মন্ত্রণালয়

১১৪। সকল প্রকার সরকারী ইমারত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তরের। ইদানিং অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক পূর্ত কাজ নিজস্ব ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং সেল খুলে নিজেরাই করিয়ে নিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ, ডাক বিভাগের নির্মাণ সেল, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের পি আই ইউ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্মাণ ব্যবস্থাপনা কোষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১১৫। কমিটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করেছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর যেখানে তাদের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের দ্বারা সরকারের সকল ধরনের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম সেখানে এ ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং সেল/মিনি পি ডব্লিউ ডি স্থাপন করা যুক্তিসংগত নয় বলে কমিটি মনে করে। কমিটি এ বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা করেছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তর উন্নয়নমূলক পূর্ত কাজ যথাসময় সম্পন্ন করতে পারে না ফলে নির্মাণ ব্যয় অহেতুকভাবে বেড়ে যায়। উপরন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তর পূর্ত কাজের হিসাব কখনও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সঠিকভাবে প্রদান করে না। এ অবস্থার ফলে মন্ত্রণালয়গুলো নিজেরাই ইঞ্জিনিয়ারিং সেল খুলতে প্রকৃত পক্ষে বাধ্য হয়েছে।

১১৬। কমিটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৃত কার্যধারা বিশ্লেষণ করেছে। এটা সত্য যে বিদ্যমান অবস্থায় এ দপ্তরের কাজের সমন্বয় যথাযথভাবে হচ্ছে না। কোন সংগঠনের জন্য এ ব্যবস্থা কাম্য হতে পারে না। গণপূর্ত দপ্তরকে এ ব্যাপারে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কমিটি মনে করে সরকারী নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা উচিত। পূর্বে মাঠ পর্যায়ে ১৯ জন নির্বাহী প্রকৌশলী থাকায় সকল বিভাগের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে করার ব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগের অসুবিধা ছিল। বর্তমানে ৪৩ জন নির্বাহী প্রকৌশলী জেলা পর্যায়ে কর্মরত আছেন। কাজেই এখন গণপূর্ত বিভাগে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য মাঠ পর্যায়ে যথেষ্ট জনবল রয়েছে। এতে সরকারী কাজের নিম্নমান ও অর্থের অহেতুক অপচয় সহজে রোধ করা যাবে। উপরন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ প্রকৌশলী ও কর্মচারীদের যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এ বিবেচনায় সামগ্রিক পর্যালোচনার পর কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ করেছেঃ

ক মিনি পি ডব্লিউ ডি/ইঞ্জিনিয়ারিং সেল যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন এ পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়েছে তা বিলুপ্ত করে সকল প্রকার সরকারী নির্মাণ কাজ যুক্তিসংগত কারণে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে করা উচিত।

খ গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিটি কাজের হিসাব/কাজের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে দিতে বাধ্য থাকা উচিত। কাজ আরম্ভ করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করে কাজের সমন্বয় করা বাঞ্ছনীয়।

গ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত এষ্টিমেট তৈরী জনিত অবস্থা যথাসম্ভব পরিহার করে সুস্পষ্ট অর্থ বরাদ্দের পদ্ধতি চালু করা উচিত।

১১৭। কমিটির এ সুপারিশ বাস্তবায়নে মিনি পি ডব্লিউ ডি/ইঞ্জিনিয়ারিং সেল, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগসহ সকল প্রকার নির্মাণ কোষ বিলুপ্ত হবে। এতে কোন ব্যাপক নির্মাণ কাজ আছে এমন মন্ত্রণালয়ের পূর্ত কাজে যাতে অসুবিধা না হয় সে বিবেচনা করে কমিটি গণপূর্ত

অধিদপ্তরে নতুন পদ সৃষ্টি করে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে একটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন কোষ সৃষ্টি করার পক্ষে সুপারিশ করছে। এ বিশেষ কোষের অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের পূর্ত কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার ব্যবস্থা থাকবে। ৪টি নির্মাণ বিভাগসহ এ কোষের একটি করে সার্কেল উল্লেখিত প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সংগে সংযুক্ত থেকে কাজ করবে। যদিও এ সার্কেল গণপূর্ত অধিদপ্তরের তবুও সকল প্রকার কাজের জন্য সংযুক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট সরাসরিভাবে সার্কেলের কাজের জবাব দিহি করতে হবে। এ ব্যাপারে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কোন হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না। কার্যতঃ সুপারিশকৃত এই তিনটি সার্কেল তিনটি মন্ত্রণালয় অধীনে থেকে কাজ করবে এবং এ কোষের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সকল কারিগরি কাজে সঠিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করবেন। সুপারিশকৃত এ কোষের সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'চ—৮' এ দেখান হল।

১১৮। এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাজে যে সকল অভিযোগ উঠেছে তা সহজে রোধ করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু সরকারের নির্মাণ কাজ একই দপ্তরের মাধ্যমে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া সরকারের স্থাপত্য বিভাগ কর্তৃক সকল নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে সরকারী ভবনাদিতে একটি ডিজাইনের সমতা (ইউনিফরমিটি) আনা সম্ভব হবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল কাজ এবং উল্লেখিত ৩টি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছাড়া অন্যান্য সকল কাজ গণপূর্ত বিভাগের জেলা অফিস করবে। এতে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং অহেতুক অর্থ ব্যয় ও কাজের নিম্নমান সহজে রোধ করা সম্ভব হবে।

গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর,
পূর্ত মন্ত্রণালয়।

১১৯। দেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানসহ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের লোকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে পরিকল্পিত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আবাসিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলতঃ আবাসিক প্লট উন্নয়ন ও বরাদ্দকরণ সম্পর্কিত দায়িত্ব এ দপ্তরের প্রধান কাজ। এ দপ্তরের অধীন বর্তমানে ২৬টি হাউজিং এষ্টেট রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৩৪২ পদের সমন্বয়ে গৃহসংস্থান অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ৯,২৩,৮০,০০০ টাকা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন ২২,৬০,০০,০০০ টাকার এবং নিজস্ব তহবিল থেকে ১৫,২১,৯২,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১২০। কমিটি গৃহ সংস্থান অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পর্যালোচনা করেছে। গৃহায়ন কার্যক্রমে গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর এবং উপ-কমিশনার (পত্তন) এর দপ্তর পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত। গৃহসংস্থান অধিদপ্তর বিভিন্ন গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং উপ-কমিশনার (পত্তন) এর কার্যালয় বরাদ্দকরণ ও অর্থ আদায়ের দায়িত্ব পালন করে। তাই দপ্তর দু'টি একটি অপরটির সম্পূরক ও পরিপূরক। কমিটি দু'টি স্বতন্ত্র দপ্তরের কার্যক্রম পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে বিগত বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক মূল্যায়নের পর পর্যালোচনা করে গৃহসংস্থান অধিদপ্তর বিলুপ্ত করবার জোর সুপারিশ করছে। কমিটি মনে করে জেলা সদরসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর গণপূর্ত বিভাগের মাঠপর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাজ একেবারেই কমে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এখনই তাদের কাজ অনেক কমে গেছে। এমতাবস্থায়

কোন এলাকায় হাউজিং এষ্টেট স্থাপন করতে চাইলে ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজের দায়িত্ব সহজেই গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে করা সম্ভব। এ কাজে তারা নগর উন্নয়ন পরিদপ্তরের সাহায্য নেবেন যা বর্তমানে গৃহসংস্থান অধিদপ্তর নিচেছ। উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর বর্তমানের ন্যায় জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে কমিটি প্লট বরাদ্দ করবে। বরাদ্দ প্রাপকদের সংগে পত্তন দলিল সম্পাদন ও আনুষংগিক কাজ জেলা প্রশাসকের দপ্তর করবে। জমির মূল্য ইত্যাদি অর্থ চালানের মাধ্যমে সরাসরি পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশিলষ্ট খাতে জমা হবে। জেলা প্রশাসকের দপ্তর এ ব্যাপারে পূর্ত মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করবে।

১২১। এমতাবস্থায় গৃহসংস্থান অধিদপ্তরের কার্যক্রম গণপূর্ত অধিদপ্তরের অধীনে স্থানান্তর করে এ দপ্তরের বিলুপ্তি করা হলে গৃহায়ন কার্যক্রম ব্যহত হবে না। বরং একটি অতিরিক্ত দপ্তর পরিচালনা করার দায়িত্ব থেকে সরকার রেহাই পাবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে এ বিলুপ্ত দপ্তরের পূর্ণ বাজেটের অর্থ সাশ্রয় হবে। বিদ্যমান জনবল বিধি মোতাবেক সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমমানের শূন্য পদে আত্মীকরণ করা হলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দেবে না। দপ্তরের গাড়ী এবং অফিস সরঞ্জামাদি সরকারের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে গণপূর্ত ও গৃহসংস্থান অধিদপ্তর করার সুপারিশ করা হলো।

গৃহ পত্তন কমিশনারের দপ্তর,

পূর্ত মন্ত্রণালয়

১২২। ১৯৪৭ এর পরবর্তীকালে ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহ পত্তন কমিশনারের দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও দপ্তরটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের আবাসিক সমস্যা সমাধানকল্পে হাউজিং এষ্টেটের বাড়ী, ফ্লাট ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রিকরণ সম্পর্কিত দায়িত্ব গৃহ পত্তন কমিশনারের দপ্তর পালন করে থাকে। এ দপ্তরের অধীনে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১১টি হাউজিং এষ্টেট রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ২২৩টি পদের সমন্বয়ে গৃহ পত্তন কমিশনারের দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ দপ্তরের জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১২,১৩,৭০,০০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১২৩। প্রকৃত পক্ষে মোহাজেরদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৪৭ সনে এ দপ্তরটি প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর এ দপ্তরের কোন প্রকার কাজ থাকার কথা নয়। অথচ এ দপ্তরটি যে ধরনের কাজ করে যাচ্ছে তা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে করার কোন প্রয়োজন আছে বলে কমিটি মনে করে না। শহরের আবাসিক সমস্যা পরিকল্পিত ভাবে সমাধান করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনায় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ কর্তৃপক্ষগুলি নিজ নিজ এলাকায় আবাসিক সমস্যা সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। উপরন্ত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যক্তি মালিকানায় হাউজিং এষ্টেটের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপক কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার গৃহায়ন কর্মকান্ডকে শিল্প হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমতাবস্থায় গৃহ পত্তন কমিশনারের দপ্তরের মত একটি সরকারী দপ্তরের মাধ্যমে আবাসিক সমস্যা সমাধানের কার্যক্রম পরিচালনা করা কোন ক্রমেই যুক্তিসংগত বলে কমিটি মনে করে না। কার্যতঃ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এ দপ্তরটির কার্যক্রম অপ্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কমিটি গৃহ পত্তন কমিশনারের দপ্তরের প্রকৃত কার্যাবলী পর্যালোচনা করে এ দপ্তরটির অবলুপ্তির সুপারিশ করছে। বিদ্যমান হাউজিং এষ্টেটগুলি সংশিলষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকের অধীনে

ন্যস্ত করা হলে এ বিষয়ে আর কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। উল্লেখ্য ব্রিটিশ আমলে ওয়ারী এলাকায় সরকার গৃহ নির্মাণের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন এবং এই সমস্ত জমির বন্দোবস্তী, নবায়ন ইত্যাদির কাজ জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকেই করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর মাধ্যমে এ কাজ করা হলে তদারকি জোরদার হবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করার ফলে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা হবে না। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে প্রায় ১২,১৩,৭০,০০০ টাকার রাজস্ব খাতে সাশ্রয় হবে। বিদ্যমান যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সরকার অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। দপ্তরের বিদ্যমান উপ-কমিশনার ও সহকারী কমিশনারগণ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা বিধায় তাদেরকে নিজ দপ্তরে ফিরিয়ে এনে অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা যেতে পারে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১২৪। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সনে এক সরকারী আদেশে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো নিম্নবর্ণিত জনবলের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়ঃ

ক **সদর দপ্তরঃ জনবলঃ ৫৩**

১ × প্রকৌশল উপদেষ্টা
২ × নির্বাহী প্রকৌশলী
৪ × সহকারী প্রকৌশলী
৪ × উপ-সহকারী প্রকৌশলী
২৫ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী
১৭ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

৫৩টি পদ

খ **৬৪ × জেলা অফিসঃ জনবলঃ ৩৮৪**

১ × নির্বাহী প্রকৌশলী
১ × উপ-সহকারী প্রকৌশলী
৩ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী
১ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

৬ × ৬৪ = ৩৮৪

গ **৪৬০ × উপজেলা অফিসঃ জনবলঃ ১২,৮৮০**

১ × উপজেলা প্রকৌশলী
৪ × উপ-সহকারী প্রকৌশলী
১৭ × তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী
৬ × চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী

২৮ × ৪৬০ = ১২,৮৮০

CONFINED

১২৫। স্হানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোর মোট জনবল ক+খ+গ = ১৩,৩১৭। এছাড়া নিকার এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সনে স্হানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরোর সদর দপ্তরে আরো ৪টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। উপজেলার সাংগঠনিক কাঠামোতে যে ৪টি উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পদ রয়েছে তার একটি পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পালন করার কথা। অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরও পল্লী ও শহর অঞ্চলে খাবার পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব পালন করছে। এজন্য উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে একজন উপসহকারী প্রকৌশলী পদ রয়েছে। জেলা পর্যায়ে এবং যে সকল বৃহত্তর নগরে ওয়াসা নেই সেখানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ ব্যবস্হা চালু করে স্ব স্ব এলাকার পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্হানান্তর করে। স্হায়ীভাবে কোন এলাকায় পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব এ বিভাগ পালন করে না। কমিটি স্হানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যাবলী বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে যে দু'টি সরকারী দপ্তর একই মন্ত্রণালয়ের অধীন থেকে একই ধরনের সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। এতে পল্লী এলাকার খাবার পানি সরবরাহ সংক্রান্ত কাজে অহেতুক ডুপ্লিকেশন হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২৯২০টি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পদ এবং স্হানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরোর ১৩,৩১৭টি জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। কমিটি মনে করে এ দু'টি স্বতন্ত্র দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও তার জনবল পুনর্বিন্যাস করে একটি স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হলে এ দপ্তর দুটির উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। এতে জনবল কম লাগবে। বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের অর্থ ব্যয় কমবে।

১২৬। শহরের পানি সরবরাহ প্রকল্পসমূহ সর্বক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ বা অনুদানের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় বিধায় প্রতি বছর মাত্র অল্প সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া সম্ভব। কাজেই এর জন্য স্হায়ীভাবে বিভিন্ন জেলা সদরে কোন কাঠামো না রেখে বিভাগীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় পদের সমন্বয়ে চারটি বাস্তবায়ন ইউনিট রাখা হলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শহর এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। যে কোন শহরে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিট সাময়িকভাবে ঐ শহরে স্হানান্তরিত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে তা পুনরায় বিভাগীয় শহরে ফেরৎ আসবে। পল্লী পানি সরবরাহ ব্যবস্হার দায়িত্ব তথা স্হানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য জেলা পর্যায়ে প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের একটি মাত্র নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ থাকবে। 'এ' শ্রেণীর (বিশেষ জেলাসহ) জেলাসমূহে একটি করে বাড়তি সহকারী প্রকৌশলীর পদ থাকবে পল্লী পানি সরবরাহ সংক্রান্ত কাজে নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাহায্য করার জন্য। 'বি' শ্রেণীর জেলাসমূহে একইভাবে একটি বাড়তি উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পদ থাকবে। তবে সকল জেলা সদরে ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি করে আলাদা উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পদ থাকবে। বিদ্যমান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর ও স্হানীয় প্রকৌশল ব্যুরোর সকল স্হাবর/অস্হাবর সম্পত্তি সুপারিশকৃত স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হবে।

১২৭। সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে বর্তমান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর ও স্হানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো বিলুপ্ত করে একটি স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সৃষ্টির জন্য কমিটি সুপারিশ করছে। কমিটি সুপারিশকৃত এই দপ্তরের জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে যা পরিশিষ্ট 'চ—৯' এ দেখানো হলো। এই সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে স্হানীয় সরকার বিভাগের অধীনে প্রকৌশল কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের ও আর্থিক সাশ্রয় হবে বলে কমিটি মনে করে।

ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১২৮। ঢাকা শহরকে মশা মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়। দপ্তরটির প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক মশার উপদ্রব দমন

খ মশার শূককীট ও মূককীট সংগ্রহ করা

গ পরীক্ষার জন্য পূর্ণাংগ মশা সংগ্রহ করা

ঘ মশক প্রজনন স্থল যেমন ডোবা, নালা, ঝিল, নর্দমা ইত্যাদিতে নিয়মিত মশক নিয়ন্ত্রণ কীট নাশক ঔষধ ছিটানো।

সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি ঢাকা শহরকে ৩৪টি সেক্টরে বিভক্ত করে মশা নিবারণের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ৩৯৬টি পদের সমন্বয়ে ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে এ দপ্তরের জন্য ৭৫ লাখ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১২৯। কমিটি মশক নিবারণী দপ্তরের প্রকৃত কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। বর্তমানে এ দপ্তরের কার্যক্রম ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত ঢাকা শহরের মশা নিবারণের দায়িত্ব ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের। প্রতি বছরই মশার উপদ্রবের সময় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিমানে ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করে এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরও এ কাজে ব্যবহার করে। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে তথাকথিত মশক নিবারণী দপ্তরের লোকবলকে অহেতুক প্রতিপালন করা হচ্ছে। তাই অকার্যকর এ দপ্তরটির বিলুপ্তির সুপারিশ করা হল। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকারের বছরে রাজস্ব খাতে ৭৫ লাখ টাকার সাশ্রয় হবে। দপ্তরের বিদ্যমান জনবলের মধ্যে সহকারী পরিচালক এবং তত্বাবধায়ক পদে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তা প্রেষণে কাজ করছেন। তাদের নিজ দপ্তরে ফেরত পাঠিয়ে অন্যান্য কর্মচারী বিধি মোতাবেক সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা যেতে পারে বলে কমিটি মনে করে।

হজ্ব অফিস,
চট্টগ্রাম
ধর্ম মন্ত্রণালয়।

১৩০। দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিক যাতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সহজ পদ্ধতিতে পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করতে পারেন তদসম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনে চট্টগ্রামে হজ্ব অফিস স্থাপন করা হয়। এ অফিস মূলতঃ পিলগ্রিম পাস ইস্যু, জাহাজ ও ফ্লাইট ওয়ারী হজ্ব যাত্রীদের হাজী ক্যাম্পে উপস্থিত হবার অনুমতি পত্র ইস্যু, জাহাজ ও বিমানে আসন বরাদ্দ, সৌদি দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ, ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা, পুলিশ ছাড়পত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ১৭টি স্থায়ী এবং প্রতি

বছর হজ্ব মৌসুমে অনধিক তিন মাসের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ২১টি মৌসুমি পদের সমন্বয়ে চট্টগ্রামস্থ হজ্ব অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এ অফিসের জন্য ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ১০,৭৯,০০০ টাকা রাজস্ব খাতে বাজেট বরাদ্দ করা আছে।

১৩১। কমিটির সদস্যবৃন্দ চট্টগ্রামস্থ হজ্ব অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে বিমানে হজ্বে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ঢাকায় নেয়া হচ্ছে। কার্যতঃ চট্টগ্রামের হজ্ব ক্যাম্পের সকল দালান কোঠা অব্যবহৃত পড়ে আছে। ইদানিং শোনা যাচ্ছে ঢাকার টংগীর নিকটে বিরাট এলাকায় নূতন ভাবে একটি হজ্ব ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। কমিটি মনে করে যেহেতু চট্টগ্রামের হজ্ব ক্যাম্পে বিরাট এলাকায় যে পরিমাণ জায়গা ও দালান কোটা রয়েছে সেইরূপ যদি ঢাকায় নতুনভাবে ভবনাদি নির্মাণ করা হয় তাহলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয়। অথচ এ ব্যয়বহুল হাজী ক্যাম্প যদিও পুনরায় নির্মাণ সম্ভব হয় তবে তা বছরে একটি মাত্র নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহৃত হবে। দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে কমিটি মনে করে চট্টগ্রামে হজ্ব অফিস এবং ক্যাম্প যথাযথভাবে রেখে বিমানে চট্টগ্রাম থেকে হজ্ব যাত্রী প্রেরণের জন্য চট্টগ্রামস্থ বিমান বন্দরের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে জেট বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করা হলে সেখান থেকে হজ্ব ফ্লাইট পরিচালনা করা যাবে। এতে করে নূতনভাবে ঢাকায় বিপুল অর্থ ব্যয়ে হজ্ব ক্যাম্প নির্মাণ করার প্রয়োজন হবে না। উপরন্তু চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে জেট বিমান অবতরণযোগ্য করে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর করা যাবে। এর প্রয়োজন ও দাবী উভয়ই রয়েছে। গত বছরে ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতার আলোকে বহির্বিশ্বের সংগে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একাধিক বিকল্প আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর স্থাপনের বিষয়টিও যথাযোগ্য গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ বলে কমিটি মনে করে। বন্যার সময় দেখা গেছে যে কলিকাতা বিমান বন্দরের সংগে এক প্রকার এয়ার ব্রীজ স্থাপন করে বহির্বিশ্বের সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়েছিলো। চট্টগ্রাম বিমান বন্দর সম্প্রসারিত হলে ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্যোগ দেখা দিলে বহির্বিশ্বের সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে না। তাই চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে জেট অবতরণযোগ্য করে ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম থেকে হজ্ব ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হলে বিভিন্নভাবে দেশ লাভবান হবে বলে কমিটি মনে করে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-'ক'

জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা রাস/পরি-১(প্রঃ)-১(১৫)/৮৯-৮১(১০), তারিখ ১২ই মার্চ ১৯৮৯
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৯৫

আদেশ

যেহেতু সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে সময়ের পরিবর্তে কিছু কিছু দপ্তরের কার্যক্রমের গুরুত্ব হারাইতেছে কিংবা প্রয়োজনীয়তা লোপ পাইতেছে এবং এই সকল সরকারী কার্যক্রমের এবং এই সূত্রে এনাম কমিটির সুপারিশগুলিও পুনঃ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সেইহেতু মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবার সদয় আদেশ দিয়াছেন ঃ

১ জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। .. চেয়ারম্যান

২ জনাব বি আর চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। .. সদস্য

৩ লেঃ কর্ণেল মফিজুর রহমান, পিএসসি ইঞ্জিনিয়ারস, বাংলাদেশ আর্মি। .. সদস্য

৪ জনাব আবদুল কুদ্দুস, উপ-সচিব (ও এণ্ড এম), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। .. সদস্য

৫ জনাব মুহম্মাদ আবু তাহের খান, পরিচালক, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়। .. সদস্য-সচিব

৩। কমিটির কার্য পরিধি নিম্নরূপ ঃ

ক কমিটি যেরূপ মনে করিবে সেইরূপ অফিসসমূহ পরিদর্শন করিবে,

খ কমিটি সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা এবং অফিসের সেবা গ্রহণকারীদের সংগে আলোচনা করিবে এবং রেকর্ডপত্র ও দায়িত্বাবলী (Charter of Duties) পরীক্ষা করিবে,

গ কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট যে কোন অফিসের প্রয়োজনীয় রেকর্ড পরীক্ষা করিবে,

ঘ কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন অফিসের বিলুপ্তিকরণ অথবা অন্য কোন অফিসের সংগে একীভূত করার পরামর্শ প্রদান করিবে, এবং সেই অফিসের কার্য পরিধি সংকোচনের সুপারিশসহ জনবল ও আনুষংগিক সরঞ্জামাদি হ্রাসকরণেরও পরামর্শ দিবে।

৪। কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য কোন সদস্য কো-অপট করিতে পারিবে এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবে।

৫। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরঃ
এ এইচ এফ কে সাদেক
রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব।

বিতরণ ঃ

কার্যক্রমের জন্য ঃ

১। জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। জনাব বি আর চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৩। লেঃ কর্ণেল মফিজুর রহমান, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ারস, বাংলাদেশ আর্মি।

৪। জনাব আবদুল কুদ্দুস, উপ-সচিব (ও এণ্ড এম), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৫। জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান, পরিচালক, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।

অবগতির জন্য ঃ

১। মন্ত্রি পরিষদ সচিব।

২। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৫। পি এস ও টু সুপ্রীম কমাণ্ডার, সুপ্রীম কমাণ্ড হেড কোয়ার্টারস,, ঢাকা সেনানিবাস। ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
পাবলিক বিভাগ।

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা রাস/পরি-১(প্রঃ)১(১৬)/৮৯---৯৬(৮), তারিখ: ২২শে মার্চ ১৯৮৯ইং
৮ই চৈত্র ১৩৯৫ বাং

বিষয়ঃ কতিপয় বিভাগ/কার্যক্রম প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা যাচাই বিষয়ক কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপট করা প্রসংগে।

সূত্রঃ রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের ১২ই মার্চ ১৯৮৯ তারিখের রাস/পরি-১(প্রঃ)১(১৫)/৮৯-৮১(১০)নম্বর স্মারক দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত বিষয় ও স্মারকের বরাতে এবং কমিটির ১৫-৩-১৯৮৯ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্তক্রমে নিম্ন বর্ণিত অফিসারদ্বয়কে কমিটির সদস্য হিসেবে 'কো-অপট' করা হ'ল:

১ মেজর (অবঃ) এ, বি, এম, রুহুল আমিন সিদ্দিকী,
সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, লোক প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

২ জনাব এ, কে, এম, দেলওয়ার হোসেন,
সিনিয়র এ্যাসাইনমেণ্ট অফিসার,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর:
মুহম্মদ আবু তাহের খান
পরিচালক
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
ও
সদস্য-সচিব
কতিপয় বিভাগ/কার্যক্রমের
প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা
নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি।
ফোন: ৩১১০৬৪

বিতরণ :

কার্যার্থে :

১ মেজর (অবঃ) এ, বি, এম রুহুল আমিন সিদ্দিকী,
সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, লোক প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

২ জনাব এ, কে, এম, দেলওয়ার হোসেন,
সিনিয়র এ্যাসাইনমেণ্ট অফিসার,
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

জ্ঞাতার্থে :

১। মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।

২। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়,

৩। জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৪। জনাব বি আর চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৫। লেঃ কর্ণেল মফিজুর রহমান, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ারস, বাংলাদেশ আর্মি।

৬। জনাব আবদুল কুদ্দুস, উপ-সচিব (ও এণ্ড এম), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট 'খ'

কতিপয় সরকারী অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা/অপ্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এনাম কমিটির সুপারিশসমূহ পুনঃ পরীক্ষা করার ব্যাপারে গঠিত কমিটির প্রশ্নমালা।

১। **দপ্তর/অধিদপ্তর সৃষ্টি** (Creation)

ক দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম :

খ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে (Aim & Objectives) :

গ কার্যাবলী (Functions) :
(সৃষ্টির প্রথম সরকারী আদেশ/অধ্যাদেশ/আইনসহ যাবতীয় আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি সংযোজন করতে হবে) :

২। **দপ্তর/অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর** (Free from organizational chart)

ক এনাম কমিটি কর্তৃক প্রণীত দপ্তর/অদিধপ্তরের T O & E

খ পরবর্তীতে T O & E তে রাজস্ব খাতে যদি কোন নতুন পদ/যানবাহন/অফিস সরঞ্জাম ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে থাকে তবে তার সরকারী অনুমোদনের অনুলিপি।

গ সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের স্থায়ীভিত্তিক কাজ ও তার জনবল উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়ে থাকলে তার সরকারী অনুমোদনের অনুলিপি।

ঘ এনাম কমিটির T O & E তে 'খ' ও 'গ' খাতের সংযুক্ত উভয় প্রকার পদই (যদি থাকে) হলুদ রং এ চিহ্নিত করে দেখাতে হবে।

ঙ জনবলের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মঞ্জুরীকৃত পদ/কর্মরত পদ ও খালি পদের উপাদিসহ উল্লেখ করতে হবে।

৩। **সংযুক্ত অতিরিক্ত কার্যাবলীর** (Additional Function) বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

ক এনাম কমিটির পর যদি নতুন কোন কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের উপর অর্পন করা হয়ে থাকে।

খ অনুমোদিত কার্যাবলীর কোন অংশ যদি অন্য কোন সংস্থার স্থানান্তর করা হয়ে থাকে।

গ কার্যাবলীর ধরণ ও প্রকৃতি।

৪। কর্মকর্তাদের দায়িত্বাবলী (Chaiter of duties)

ক সকল প্রথম শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বাবলী (এনাম কমিটি কর্তৃক প্রণীত দায়িত্বাবলীর Format অনুসরণ করে)

খ সকল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বাবলী

৫। যানবাহনের তালিকা (Transport)

ক বিদ্যমান সকল যানবাহনের তালিকা

খ প্রাধিকার প্রাপ্ত যানবাহনের তালিকা

গ পরবর্তীতে অতিরিক্ত অনুমোদিত যানবাহনের সরকারী আদেশের অনুলিপিসহ (যদি থাকে)।

ঘ যানবাহন ব্যবহারকারীদের তালিকা (যানবাহনের ধরণসহ সকল যানবাহনের ক্রয়ের তারিখ উল্লেখ করতে হবে)

৬। অফিস সরঞ্জামাদির (Office Equipment) তালিকাঃ

ক বিদ্যমান সকল প্রকার অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা

খ প্রাধিকার প্রাপ্ত অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা

গ পরবর্তীতে অতিরিক্ত অনুমোদিত অফিস সরঞ্জামাদির সরকারী আদেশের অনুলিপি সহ (যদি থাকে)।

ঘ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহারের স্থান/কক্ষ উল্লেখ করে।

৭। দপ্তর/অধিদপ্তরের তিন বছরের (১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮) কার্যভার (Work Load)

বিষয়সমূহ	সংখ্যা	এক বছরে ২৮০টি কার্য-দিবস ধরে দৈনিক গড় হিসাব
ক মোট পত্র প্রাপ্তি	..	..
খ মোট পত্র জারী	..	..
গ বছরের শুরুতে মোট নথির সংখ্যা	..	..
ঘ ঐ বছরে নতুন নথি খোলা	..	..
ঙ বিবিধ বিষয়সমূহ (যদি থাকে)	..	..

৮। দপ্তর/অধিদপ্তরের কার্য পরিচালনার সাফল্য ও ব্যর্থতাঃ (বিগত তিন বছরের)ঃ

ক চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়/কাজ/কেইস

খ অসমাপ্ত বিষয়/কাজ/কেইস

গ সম্পূর্ণ অসমাপ্ত বিষয়/কাজ/কেইস

ঘ রুটিন বিষয়/কাজ/কেইস

ঙ বিশেষ ধরণের বিষয়/কাজ/কেইস

চ এক মাসের অধিক সময় নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে এরূপ বিষয়সমূহ/কাজ/কেইস

ছ সমস্যা (যদি থাকে)

৯। বিগত তিন বছরের বাজেট বরাদ্দঃ

	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯
ক রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ	..	..	...
খ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীসহ	..	..	..
মোট			

১০। দপ্তর/অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তাদের/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা অক্ষুন্ন রেখে কিভাবে আর্থিক ব্যয় সংকোচন করা যায় তার সুপারিশ।

১১। সরকারের একই প্রকারের কাজ/অনুরূপ কাজ/সমমানের সেবামূলক কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট স্বতন্ত্র দপ্তর/অধিদপ্তরগুলো চিহ্নিত করে একটি সংস্থার অধীনে একীভুত করার পক্ষে যদি কোন সুপারিশ থাকে তবে তার পূর্ণ বিবরণ।

১২। দপ্তর/অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যদি অন্য কোন সুপারিশ থাকে তবে তার পূর্ণ বিবরণ।

দপ্তর/অফিস প্রধানের স্বাক্ষর

পদবী

তারিখ

পরিশিষ্ট 'গ'

কমিটি কর্তৃক পরীক্ষিত দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের তালিকা

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

ক জনবিভাগ।

১ দুর্নীতি দমন ব্যুরো
২ জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৩ বাংলাদেশ জরীপ অধিদপ্তর
৪ প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান
৫ প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর
৬ আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ দপ্তর
৭ গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

৮ বাংলাদেশ রেলপথ নবনিয়োগ ব্যুরো
৯ রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর
১০ পরিবহন সমন্বয় কমিটি
১১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

১২ বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

১৩ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৪ উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৮ × আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তর
১৫ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
১৬ জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর
১৭ বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড।

সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৮ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর
১৯ আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২০ গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২১ কপিরাইট অফিস

কৃষি মন্ত্রণালয়

২২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২৩ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২৪ কৃষি তথ্য সার্ভিস

মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়

২৫ পশুপালন অধিদপ্তর

অর্থ মন্ত্রণালয়

২৬ জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর
২৭ আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক আবগারী), ঢাকা।
২৮ আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক আবগারী), চট্টগ্রাম।
২৯ বহিঃ শুল্ক মূল্য নির্ধারণ নিয়ন্ত্রকের অফিস।
৩০ পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর (বহিঃশুল্ক আবগারী)।
৩১ অভিযোগ (তদন্ত) পরিদপ্তর।
৩২ কর গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩৩ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
৩৪ বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩৫ বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৩৬ ৪ × কমিশনারের অফিস
- ক ঢাকা
- খ রাজশাহী
- গ চট্টগ্রাম
- ঘ খুলনা

৩৭ কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট
৩৮ সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর
৩৯ জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের অফিস

সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৮ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর
১৯ আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২০ গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২১ কপিরাইট অফিস

কৃষি মন্ত্রণালয়

২২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২৩ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২৪ কৃষি তথ্য সার্ভিস

মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়

২৫ পশুপালন অধিদপ্তর

অর্থ মন্ত্রণালয়

২৬ জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর
২৭ আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক আবগারী), ঢাকা।
২৮ আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক আবগারী), চট্টগ্রাম।
২৯ বহিঃ শুল্ক মূল্য নির্ধারণ নিয়ন্ত্রকের অফিস।
৩০ পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর (বহিঃশুল্ক আবগারী)।
৩১ অভিযোগ (তদন্ত) পরিদপ্তর।
৩২ কর গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩৩ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
৩৪ বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩৫ বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৩৬ ৪ × কমিশনারের অফিস
- ক ঢাকা
- খ রাজশাহী
- গ চট্টগ্রাম
- ঘ খুলনা

৩৭ কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট
৩৮ সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর
৩৯ জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের অফিস

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

৪০ রোগ প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসার জাতীয় ইনষ্টিটিউট

৪১ জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৪২ সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪৩ মুখ্য আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

৪৪ কয়লা দপ্তর

৪৫ কৃতিস্বত্ব দপ্তর

৪৬ পণ্যমূল্য ও বিপনন তথ্য অধিদপ্তর

৪৭ কৃষিপণ্য বিপনন ও শ্রেণীবিন্যাস পরিদপ্তর

৪৮ পণ্য প্রতীক নিবন্ধকের দপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়

৪৯ বয়লার পরিদর্শন দপ্তর

পাট মন্ত্রণালয়

৫০ পাট পরিদপ্তর

৫১ পাট পণ্য পরিদর্শন দপ্তর

বস্ত্র মন্ত্রণালয়

৫২ বস্ত্র পরিদপ্তর

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

৫৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর

৫৪ নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

৫৫ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

৫৬ বাংলাদেশ জনশক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্র

৫৭ জাতীয় শ্রম ও উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়

৫৮ নিবন্ধন পরিদপ্তর

ভূমি মন্ত্রণালয়

৫৯ ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর

৬০ হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (রাজস্ব)

পূর্ত মন্ত্রণালয়

৬১ গণপূর্ত অধিদপ্তর

৬২ গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর

৬৩ গৃহ পত্তন কমিশনারের অফিস (পরিদপ্তর)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, মন্ত্রণালয়

৬৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

৬৫ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো

৬৬ ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৬৭ ক্রীড়া পরিদপ্তর

ধর্ম মন্ত্রণালয়

৬৮ হজ্ব অফিস

৬৯ হজ্ব উইং

পরিশিষ্ট 'খ'

অবলুপ্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের তালিকা

ক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

১ প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

২ প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর

৩ আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ দপ্তর

খ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

রেলপথ বিভাগ

৪ বাংলাদেশ রেলপথ নব নিয়োগ ব্যুরো

৫ রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

৬ পরিবহন সমন্বয় কমিটি

গ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৭ উচচ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৮ × আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের দপ্তর

৮ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

৯ বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড

ঘ সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০ কপি রাইট অফিস

ঙ কৃষি মন্ত্রণালয়

১১ কৃষি বিপনন অধিদপ্তর

১২ কৃষি তথ্য সার্ভিস

চ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩ মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর

ছ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৪ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

১৫ বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অফিস

জ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

১৬ কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট

১৭ জেলা গেজেটিয়ার সাধারণ সম্পাদকের অফিস

ঝ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

১৮ সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর

১৯ কয়লা দপ্তর

২০ পণ্যমূল্য ও বিপনন তথ্য অধিদপ্তর

২১ কৃষি পণ্য বিপনন ও শ্রেণী বিন্যাস দপ্তর

ঞ পাট মন্ত্রণালয়

২২ পাট পণ্য পরিদর্শন অধিদপ্তর

ট বস্ত্র মন্ত্রণালয়

২৩ বস্ত্র দপ্তর

ঠ শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

২৪ জেলা পর্যায়ের জনশক্তি কর্মসংস্থান অফিসসমূহ

ড পূর্ত মন্ত্রণালয়

২৫ গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর

২৬ গৃহ পত্তন কমিশনারের অফিস

ঢ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার

২৭ ঢাকা মশক নিবারনী দপ্তর

পরিশিষ্ট 'ঙ'

সুপারিশকৃত একীভূত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের তালিকা

বর্তমান সংস্থা	যে সংস্থার সংগে একীভূক্ত করার প্রস্তাব করা হল
ক সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
১ কপিরাইট অফিস	আরকাইভস, কপিরাইট ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
খ অর্থ মন্ত্রণালয়	
২ জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর	বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগঠনে একটি ইউনিট হিসেবে থাকবে
৩ আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী) ঢাকা ও চট্টগ্রাম।	আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী) ঢাকা।
গ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	
৪ পণ্য প্রতীক নিবন্ধকের দপ্তর ৫ কৃতি স্বত্ব দপ্তর	পণ্য প্রতীক নিবন্ধন ও কৃতি স্বত্ব অধিদপ্তর হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত থাকবে।
৬ সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর	পরিদর্শন অধিদপ্তর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত থাকবে।
ঘ কৃষি মন্ত্রণালয়	
৭ কৃষি তথ্য সার্ভিস	কৃষি তথ্য কোষ হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন থাকবে।
ঙ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	
৮ মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর	ক মৎস্য তথ্য কোষ হিসাবে মৎস্য অধিদপ্তরে অধীন থাকবে। খ পশু সম্পদ তথ্য কোষ হিসেবে পশু-পালন অধীদপ্তরের অধীন থাকবে।
চ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	
৯ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১০ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নামে একটি নতুন দপ্তর সৃষ্টি হবে।

পরিশিষ্ট 'ছ'

শ্রেণীভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত উদ্বৃত্ত পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ক্রমিক নং	দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রথম শ্রেণীভুক্ত পদ	দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত পদ
	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়				
	জন বিভাগ				
১	জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল	৯	১৮	১৫	১৫
	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়				
২	প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান	১৭	১	৪৪	১৯
৩	প্রতিরক্ষা প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর	১	২	১৫	১২
৪	আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ দপ্তর	৬	৩	১৭	৭
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়				
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ে নব নিয়োগ ব্যুরো	২	..	২০	৭
৬	রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর	১	১	৫	২
৭	পরিবহন সমন্বয় কমিটি	২	..	৪	৭
	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়				
৮	বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর	..	..	২৩৩	৫৬
	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়				
৯	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	৭	..	১৪	১১
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়				
১০	উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ৮ × আঞ্চলিক উপ পরিচালকের দপ্তর	২০	..	২০	২৪

ক্রমিক নং	দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রথম শ্রেণী ভুক্ত পদ	দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত পদ
১১	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	৭	৫	৩৩	২৮
১২	বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড	৩৪	১	১৩১	৪৯
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
১৩	কপি রাইট অফিস	১	..	৪	৩
	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়				
১৪	মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর	..	..	৬০	২০
	কৃষি মন্ত্রণালয়				
১৫	কৃষি বিপনন অধিদপ্তর	২৯	৫	২৯৩	১৪৮
১৬	কৃষি তথ্য সার্ভিস	..	...	১৩৫	৩৯
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়				
১৭	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	২	..	৪	২
১৮	বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অফিস	৫	৩	১৯	৬
	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়				
১৯	সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর	..	..	..	..
২০	জেলা তথ্য কোষ, সাধারণ সম্পাদকের অফিস	১১	..	৯	১০
২১	কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট	১১	..	২৪	২৯

ক্রমিক নং	দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রথম শ্রেণী ভুক্ত পদ	দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত পদ
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়				
২২	সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর	২১	১	২০৫	৭৯
২৩	মুখ্য আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	৫	২৪	৫৫	৩৯
২৪	কয়লা পরিদপ্তর	৭	১	৭৫	৩০
২৫	পণ্য প্রতীক নিবন্ধক ও কৃতিস্বত্ব অধিদপ্তর	..	...	১০	..
২৬	পণ্য মূল্য ও বিপনন তথ্য অধিদপ্তর	১৮	..	৭০	৩৮
২৭	কৃষি পণ্য বিপনন ও শ্রেনী বিন্যাস দপ্তর	১০	১৩	১৮	১৩
	পাট মন্ত্রণালয়				
২৮	পাট পণ্য পরিদর্শন দপ্তর	১৩	২৯	৫১	২৩
	বস্ত্র মন্ত্রণালয়				
২৯	বস্ত্র দপ্তর	৩৭	২৪	৩২৮	১০৩
	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়				
৩০	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো [জেলা পর্যায় অফিস]	২৩১	...	১৬৮	৪২
	আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়				
৩১	নিবন্ধন পরিদপ্তর ..	..	৩৫	১৩৯	৭০
	পূর্ত মন্ত্রণালয়				
৩২	গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর ..	৩২	..	২৩৯	৭১
৩৩	গৃহ পত্তন কমিশনারের অফিস	৬	১১	১১৭	৮৯

ক্রমিক নং	দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রথম শ্রেণী ভুক্ত পদ	দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত পদ	চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত পদ
	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়				
৩৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর	১৭১	..	২৫০৪	১০৮
৩৫	ঢাকা মশক নিবারণ দপ্তর	২	১	৪৯	৩৪৫
	অর্থ মন্ত্রণালয়				
	অভ্যন্তরীণ বিভাগ				
৩৬	শুল্ক মূল্যায়ন দপ্তর	..	৯	২০	..
৩৭	আপীল কাছারী (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী) ঢাকা ও চট্টগ্রাম	২	৪	৪৫	১১
		৭২০	১৯১	৫১৮২	১৫৫৭

বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার ... (stamp)

বাঃসঃমুঃ-৮৯/৯০-২২৯৭এ-২৫০-১৯৮৯

71847

পরিশিষ্ট–চ–৫

DIRECTORATE OF INSPECTION
CABINET DIVISION
REVISED ORGANIZATION

DIRECTOR 85

Pers-3
1 x Director
1 x Stenographer / PA
1 x MLSS

Asstt. Director Admn & Accounts

Pers-13
1 x Asstt Director
1 x Accountant
1 x Steno-Typist
2 x LDA-Cum-Typist
1 x Cashier
1 x Duplicating machine Operator
2 x Driver
2 x MLSS
1 x Night Guard
1 x Sweeper

Deputy Director (Inspection Engineering) 23

Pers-3
1 x Dy Director
1 x Steno-Typist
1 x MLSS

5 x INSPECTION TEAM 20

Pers-20
1 x Asstt. Director
2 x Examiner of Stores
1 x Steno-Typist
4 x 5 = 20

Deputy Director (Inspection Non-Engineering) 23

Pers-3
1 x Dy Director
1 x Steno-Typist
1 x MLSS

5 x INSPECTION TEAM 20

Pers-20
1 x Asstt. Director
2 x Examiner of Stores
1 x Steno-Typist
4 x 5 = 25

Deputy Director (Inspsection MISÇ) 23

Pers-3
1 x Dy Director
1 x Steno-Typist
1 x MLSS

5 x INSPECTION TEAM 20

Pers-20
1 x Asstt. Director
2 x Examiner of Stores
1 x Steno-Typist
4 x 5 = 25

SUMMARY OF MANPOWER

SLNO	Name of Post	Sanctioned	Existing	Revised
1.	Director	1	1	1
2.	Addl. Director	3	—	—
3.	Dy. Director	1	10	3
4.	Asstt. Director	34	22	16
5.	Examiner of Stores	31	24	30
6.	Administrative Officer	1	—	—
7.	Class III Staff	239	178	27
8.	Calss IV Staff	106	106	8
	Total	416	341	85

AUTHORISATION OF TRANSPORT, MAJOR OFFICE EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS POINTS ETC.

1. Transport
   1 x Car
   1 x Micro Bus

2. Private use of Transport will be as per Government Instruction Issued from time to time

3. OFFICE EQUIPMENT
   1 x Duplicating Machine
   1 x Plain Paper Copier
   15 x Calculator Machine.
   21 x Type writer.

(ABDUL MUYEED CHOWDHURY)
CHAIRMAN,
COMMITTEE CONSTITUTED FOR
RE-EXAMINING ORGANIZATIONAL
SET-UP OF DEPARTMENTS AND DIRECTORATES.

পরিশিষ্ট – চ–৭

REGISTRATION DIRECTORATE
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

REVISED ORGANIZATION

REGISTRAR 280

Pers-3
1 x Registrar
1 x Steno-grapher.
1 x MLSS

Inspection

Pers-4
2 x Asstt. Registrar
2 x LDA-cum-Typist

Admn.& Common Service 273

Pers-17
1 x Asstt. Registrar
1 x Admn. Officer/Sub Registrar
1 x Head Asstt.
2 x UDA
1 x Accountant
4 x LDA-cum-Typist
1 x Driver
1 x Despatch Rider
1 x Duplicating Machine Operator
2 x MLSS
1 x Darwan
1 x Sweeper

64 x DISTRICT SUB-REGISTRY OFFICE

Pers-256
1 x Sub-Registrar
1 x LDA-cum-Typist
1 x Muharrar
1 x MLSS
4 x 64 = 256

SUMMARY OF MANPOWER

SLNO.	Name of Post .	Sanctioned	Existing	Revised
1.	I G R Re-desiginated as Registrar	1	1	1
2.	Asstt. I G R	1	1	-
3.	Inspector of Registration	2	2	-
4.	District Registrar/AddL District Registrar Re-designated as Asstt. Registrar	38	30	3
5.	Admn. Officer	1	1	1
6.	Sub-Registrar	475	475	64
7.	Class III Staff.	1089	905	140
8.	Class IV Staff.	581	561	71
	Total =	2188	1952	280

AUTHORIZATION OF TRANSPORT, OFFICE EQUIPMENT AND MISC. POINTS, ETC

1. Transport
   - 1 x Car.
   - 1 x Motor Cycle for D/R Duty .
2. Privte use of transport will be as perGovernment Instructions issued from time to time.
3. OFFICE EQUIPMENT .
   - 1 X Duplicating Machine
   - 5 x Type Writer.
4. MISC. POINT

a. All Registration works execpt Registration of land will be done by the Registrar / Sub-Registrar

b. Registrar will inspecct offices of the marriage Registrars and ensure accountability and smooth functing.

c. All. assets (including land and buildings) of the Upazila Sub-Registry office will be transfered to the office of the Upazila Asstt Comissioner, Land .

d. Existing Registration Act will be amended accordingly.

(ABDUL MUYEED CHOWDHURY)
CHAIRMAN,
COMMITTEE CONSTITUTED FOR
RE-EXAMINING ORGANIZATIONAL
SET-UP OF DEPARTMENTS AND DIRECTORATES.

পরিশিষ্ট – চ-৮

DEPARTMENT OF PUBLIC WORS AND HOUSING
MINISTRY OF WORKS
SPECIAL PROJECT WING FOR THE MINISTRY OF

a. EDUCATION,
b. HEALTH & FAMILY PLANNING,
c. HOME,

REVISED ORGANIZATION

Addl . Chief Engineer 667

Pers-4
1 x Addl. Chief Engineer
1 x Stenographer/PA
1 x Driver
1 x MLSS

3 x CIRCLE 663

Pers-63
1 x Supdt. Enginner.
3 x Asstt. Engineer
4 x Estimator (SAE)
2 x Draftsman (SAE)
1 x Tracer.
1 x Fero-Printer
1 x UDA
1 x Sr. Accounts Asstt.
1 x Accounts Asstt.
1 x Stenographer.
1 x Driver.
2 x LDA-Cum-Typist
2 x MLSS
21 x 3 = 63

12 X DIVISION (4 X EACH MINISTRY) 600

Pers-312
1 x XEN
1 x Asstt. Engineer.
3 x Estimator [SAE]
1 x Draftsman [SAE]
1 x Fero-Printer
1 x UDA
1 x Divisional Accountant
2 x Sr. Accounts Asstt.
4 x Accounts Asstt.
1 x Steno-Typist
4 x LDA-cum-Typist
1 x Driver
1 x Cash Sarker
3 x MLSS
1 x Guard
26 x 12 = 312

36 x Subdivision Civil & E /M 288

Pers-288
1 x SDE
3 x SAE
1 x Accounts Asstt.
1 x LDA-cum-Typist
1 x MLSS
1 x Guard
8 x 36 = 288

SUMMARY OF MANPOWER

SLNO.	Name of Post	Revised
1.	Addl. Chief Engineer	1
2.	Supdt. Engineer.	3
3.	Executive Engineer.	12
4.	Sub. Divisional Engineer	36
4.	Asstt. Engineer.	21
5.	Class III Staff	455
6.	Class IV Staff	139
	Total	667

AUTHORIZATON OF TRANSPORT, OFFICE EQUIPMENT AND MISC, POINTS, ETC.

1 . TRANSPOST.

4 X Car
12 X Jeep.

2. Private use of Government transport will be as par Government instruction usused from time to time.

3. OFFICE EQUIPMENT.

3 x Duplicating Machine.
18 x Type writer.

4. MISC. POINTS.

a. This special project wing will work specially for the ministry of Education, Health and Family Planning and Home. Each circle with its 4 x working Division will be attached to each ministry and responsible/ accountable to the secretary of the ministry concerned for all working purposes.

b. MINI. PWD (Including Facilities Department). So far created under different ministries/ divisions will be abolished forth with PWD will work as before for all Ministries / Departments.

c. In future PWD will have to submit all accounts of expenditure to the Ministries / Departments concerned regularly.

[ABDUL MUYEED CHOWDHORY]
CHAIRMAN ,
COMMITTEE CONSTITUTED FOR
RE-EXAMINING ORGANIZATIONAL
SET-UP OF DEPARTMENTS
DIRECTORATES.

পরিশিষ্ট–চ–১০

OFFICE OF THE CONTROLLER OF COSTOMS VALUATION
NATIONAL BOARD OF REVENUE
INTERNAL RESOURCES DIVISION
MINISTRY OF FINANCE

REVISED ORGANIZATION

CONTROLLER OF CUSTOMS VALUATION 37

Pers-3
1 x Controller
1 x Stenographer
1 x MLSS / SEPOY

Admn. & Common Service.

Pers-8
1 x Asstt. Controller.
1 x Office Supdt.
1 x UDA.
1 x Accountant.
1 x LDA-cum-Typist.
1 x Driver.
1 x Duplicatig Machine Operator.
1 x MLSS / SEPOY

COMPUTER CELL

Pers-6
1 x Programmer.
1 x Asstt. Programmer.
1 x Data Entryu / Control Supervisor.
3 x Data Entry Control Operator

VALUATION CHITTAGONG.

Pers-8
1 x Dy. Controller.
1 x Principal Appraiser.
2 x Appraiser.
1 x UDA.
2 x LDA-cum-Typist
1 x MLSS / SEPOY

2 X VALUATION OFFICE 12

a. Dhaka.
b. Khulna.
Pers-12
1 x Asstt. Controller.
1 x Principal Appraiser.
1 x Appraiser.
2 x LDA-cum-Typist.
1 x MLSS / SEPOY
6 x 2 = 12

SUMMARY OF MANPOWER

SLNO.	Name of Post	Sanctioneed	Existing	Revised
1.	Controller.	1	1	1
2.	Dy. Controller	1	1	1
3.	Asstt. Controller	3	2	3
4.	Progammer	—	—	1
5.	Asstt. Programmer	—	—	1
6.	Class III Staff.	37	27	17
7.	Class IV Staff.	6	6	6
	Total	64	49	37

AUTHORIZATION OF TRANSPORT MAJOR OFFICE EQUIPMENT & MISC. POIBNNTS ETC.

1. **Transport**
   1 x Car.
2. Private use govt. transport will be as per giovt. instruction issued from time to time.
3. **Office Equipment**
   1 x Duplicating Machine
   6 x Type Writer
4. **MISC Points.**
   Authorised 1 x Micro-Computer for the office of the Controler of customs valuation may be installed after observing existing procedured.

২৩/৯/৮২

(ABDUL MUYEED CHOWDHURY)
CHAIRMAN,
COMMITTEE CONSTITUTED FOR
RE-EXAMINING ORGANIZATIONAL
SET-UP OF DEPARTMENTS
/DIRECTORATES.

পরিশিষ্ট-চ-৬

REGISTRAR OF TRADE MARKS, PATENT AND DESIGN.
MINISTRY OF INDUSTRIES .

FUNCTIONS:

1 . Receiving applications and fees.
2. Indexing of various features of trade marks.
3. Examination and search of identical or nearly resembling mark.
4. Order of acceptance or refusal of trade marks for registration.
5. Advertisement of Trade Marks in the monthly Trade Marks journal.
6. Opposition and Rectification proceedings.
7. Amendment of trade marks and applications.
8. Issuance of registration certificates.
9. Renewal of registration..
10. Post registration matters.
11. Maintenance of register of registered mark and pending collection .
12. Maintenance and custody of records.
13. The Patent Office is a technical organisation dealing with all branches of science and technology and is responsible for granting patents for scientific and technological inventions and registration of new and original industrial designs under Patents and Designs Act, 1911, Secret Patent Rules (for Defence purposes) 1933 and Patents and Desingns Rules, 1933.
14. Search of Patent Documents and other technical books and literatures for the determination of novelty of the inventions.
15. Advising the Government regarding improvement and modernisation of the Patents and Designs system in Bangladesh , formulating and planning policy for smooth transfer of technology from the developed countries to Bangladesh and for dissemination of technological information and know-how for further research and for agricultural and socio-economic developm of the country
16. Renewal of Patents, Restoration of Patents, Notifications in the Gazette of Bangladesh,Part IV, regarding filing of new Patent applications, grant of Patents, registration of Industrial Designs an inviting oppsition to the grant of Patents and registration of Industrial designs according to the provisions of Patents & Designs Act,1911, and Rules made thereunder.
17 . Advising Government regarding Banglades Membership to World Intellectu Property Organisation (WIPO),Geneva, a specialised agency of the United Nations and/or paris Union for the protection of Industrial property, i.e. Pat Industrial Designs, etc., conclusion of reciprocal arrangements with Commo wealth countries according to Section 78-a of the Patents & Desingns Act,
18. Administration of Patents and Design Act, 1911. Secret Patent Rules, 1933 a Patents and Designs Rules, 1933, and
20. Patent Documentation according to International Patents Classification (IPC Preparation of Abstracts of Patents and supply of information about Patents and Designs under Section 59-a of the Patents and Designs Act,1911,.

REVISED ORGANISATION

REGISTRAR 71

Pers-3
1 x Registrar
1 x Stenographer/PA
1 x MLSS

Addl. Registrar (Trade Mark) 34

Pers-3
1 x Addl. Registrar
1 x Stenographer.
1 x MLSS

Deputy Registrar 24

Pers-3
1 x Deputy Registrar.
1 x Steno-Typist.
1 x MLSS

Admn. Accounts & common service

Pers-16
1 x Admn. Officer
1 x Head Asstt.
1 x Librarian
1 x Accountant
1 x UDA
2 x LDA-Cum-Typist
1 x Cashier.
2 x Driver
1 x Despatch Rider.
1 x Duplicating Machine operator.
1 x Cash sarker.
2 x MLSS.
1 x Night Guard.

Asstt. Registrar. (Order Application & renewal

Pers-6
1 x Asstt. Registrar/ Examiner.
1 x Asstt. Examiner
1 x UDA
1 x LDA -Cum-Typist
1 x Record sorter
1 x MLSS

Asstt. Registrar. (Order Registration)

Pers-5
1 x Asstt. Registrar/ Examiner.
1 x Asstt. Examiner
1 x UDA
1 x LDA -Cum-Typist
1 x MLSS

Asstt. Registrar order Post Registration

Pers-5
1 x Asstt. Registrar/ Examiner.
1 x Asstt. Examiner
1 x UDA
1 x LDA -Cum-Typist
1 x MLSS

Asstt. Registrar. (Order Journal)

Pers-5
1 x Asstt. Registrar/ Examiner.
1 x Asstt. Examiner
1 x UDA
1 x LDA -Cum-Typist
1 x MLSS

Asstt. Registrar. Branch Office Ctg.

Pers-7
1 x Asstt. Registrar/ Examiner.
1 x Asstt. Examiner
1 x UDA
1 x LDA -Cum-Typist
1 x Daftry.
1 x MLSS
1 x Night Guard

Addl. Registrar. (Patent & Design) 18

Pers-3
1 x Addl. Registrar
1 x Stenographer
1 x MLSS

Deputy Registrar 15

Pers-3
1 x Deputy Regist
1 x Steno-Typist
1 x MLSS

Asstt. Registrar. (Engineering)

Pers-4
1 x Asstt. Registrar/ Examiner.
1 x UDA
1 x LDA -Cum-Typist
1 x MLSS

Asstt. Registrar (Physical & Chemical

Pers-4
1 x Asstt. Registrar/ Examiner.
1 x UDA
1 x LDA -Cum-Typist
1 x MLSS

Asstt. (Agric

Pers-4
1 x As Exan
1 x UD
1 x LD
1 x MI

SUMMARY OF MANPOWER

SLNO	Name of Post	Pay Code	Sanctioned	Existing	Revised
1.	Registrar		1	1	1
2.	Addl. Rigistrar (controller of Patent re-designated)		1	1	2
3.	Deputy Registrar		1	1	2
4.	Asstt. Registrar / Asstt. Controller / Examiner.		12	11	8
5.	Administrative officer		1	1	1
6.	Class -III -Staff		44	43	36
7.	Class.-IV-Staff		21	19	21
	Total Post		81	77	71

AUTHORISATION OF TRANSPORT, MAJOR OFFICE EQUIPMENT AND MISC. POINTS ETC.

1. Transport

1 x Car for Registrar
1 x Micro Bus for official use only .
1 x Motor Cycle for Despatch Rider duty.

2. Private use of transport will be as per Government Instruction issued from time to time

3. OFFICE EQUIPMENT

1 x Duplicating machine.
1 x Plain Paper copier
16.x Type writer

4. MISCELLANEOUS POINT.

Rigistrar of Trade Marks, Patent and Design will act as Registrar of Trade Marks under the Trade Marks ACT 1940 and as controller of Patent and Design under the Patent and Design ACT 1911.

-২-৯।৮-২

[ABDUL MUYEED CHOWDHORY]
CHAIRMAN ,
COMMITTEE CONSTITURED FOR
RE-EXAMINING ORGANIZATIONAL
SET-UP OF DEPARTMENTS/
DIRECTORATTES.

পরিশিষ্ট-চ-

CO-ORDINATION & CONTROL CELL FOR NATIONAL SECURITY
PRESIDENT'S SECRETARIAT
PUBLIC DIVISION

REVISED ORGANISATION

CHAIRMAN (EX-OFFICEO) 55

PERS-4
1 X Chairman (Ex-Officeo)
1 x Stenographer/PA
1 x Constable
1 x MLSS

DIRECTOR (MEMB SECY) 51

PERS-5
1 X Director
2 x Asstt Director(Acts) from AG
1 x Stenographer
1 x Constable

Addl Director (Lt Col/Equivalent) 33

Pers-3
1 x Addl Director
1 x Stenographer
1 x Constable

Admn. Section

Pers.9
1 x Asstt. Directot
1 x Head Asstt
1 x Steno-Typist
1 x Accountant
1 x Cashier
1 x Record Supplier
1 x Despatch Rider
2 x MLSS

Crime Section

Pers-4
1 x Asstt Director
1 x Steno-Typist
1 x LDA-cum-Typist
1 x MLSS

INVESTIGATION (Team-1)

Pers-15
1 x Joint Director(SP)
1 x Dy Director(Cap)
1 x Asstt Director(ASP)
3 x Dy Asstt Director(Insp Pol)
1 x Steno-typist
1 x Section Asstt/UDA
3 x LDA-cum-typist
3 x Constable
1 x MLSS

INESTIGATION (TEAM-II)

Pers-15
1 x Joint Director(Maj Equav)
1 x Magistrate(1st class)
1 x Asstt Director (ASP)
3 x Dy Asstt Director(Inspector of Polic
1 x Stenio-typist
1 x Section Asstt/UDA
3 x LDA-cum-typist
3 x Constable
1 x MLSS

SUMMARY OF MANPOWER

Slno	Name of post	Sanct	exist	Revised
1.	Chairman(Ex-officeo)	1	1	1
2.	Director	1	1	1
3.	Addl Director	2	2	1
4.	Public Procecutor	1	-	-
5.	Joint Director	4	3	2
6.	Law Officer/Magistrate (1st class)	1	1	1
7.	Dy Direcvtor	4	4	1
8.	Asstt Director/SO	8	8	6
9.	Dy Asstt Director	12	8	6
10.	JCO	12	10	-
11.	Class III Staff	34	21	19
12.	Constable	16	15	9
13.	Class IV Staff	16	13	8
	Total =	112	87	55

AUTHORIZATION OF TRANSPORT, MAJOR OFFICE EQUIPME
MISCELLANEOUS POINT ETC.

1. TRANSPORT
   - 1 x Car.
   - 2 x jeep
   - 1 x Micro Bus
   - 1 x Motor CYcle for D/R Duty.
2. Use of Transport will be as per Government Instruction issued time to time .
3. AIR-CONDITIONR
   - 2 x Air-Conditionr.
4. OFFEC EEQUIPMENT
   - 1 x Plain . paper copier .
   - 1 x Duplicatong Machine.
   - 12 x Type writer.
5. MISCELLANEOUS POINT
   - a. Investigation team can be constituted drawing experienced personnel from Defence/Civil sevice as and when required on temporay basis .

26/9/

(ABDUL MUYEED CHOWDHUF
CHAIRM
COMMITTEE CONSTITUTED F
RE-EXAMINING ORGANIZATIONAL (TO
SET-UP OF DEPARTMENTS/DIRECTORAT

5